رِيَاضُ الصَّالِحِينَ

রিয়াদুস সালেহীন

তৃতীয় খণ্ড

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-31-0855-8 set

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৬

উনবিংশতি প্রকাশ : জুমাদাল উলা ১৪৩৭
চৈত্র ১৪২২
মার্চ ২০১৬

মুদ্রণে

আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : একশত আশি টাকা মাত্র

Riyadus Saleheen (Vol. III)
Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre Head Office 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition November 1986, 19th Edition March 2016 Price Taka 180.00 only.

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)

রিয়াদুস সালেহীন

তৃতীয় খণ্ড

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

সম্পাদনা

মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

رِيَاضُ الصَّالِحِيْن

إمام محي الدين أبي زكريا
يحي بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦ هـ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

রিয়াদুস সালেহীন সপ্তম হিজরী শতকের অন্যতম সেরা হাদীস বিশারদ ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন্-নববী (র)-র শ্রেষ্ঠ অবদান। সহীহ হাদীসগুলো মন্থন করে ব্যবহারিক জীবনের সাথে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট প্রায় দু'হাজার হাদীস চয়ন করে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। নৈতিক চরিত্র গঠন থেকে শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পরিচ্ছন্নতা অর্জনের ক্ষেত্রে এই হাদীসগুলো অমূল্য পাথেয়। সবগুলো হাদীস গ্রন্থ চর্চা করার সময় ও সুযোগ যাদের নেই এই সংকলনটি তাঁদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য যথেষ্ট।

এই মূল্যবান গ্রন্থটির অনুবাদ বাংলাভাষী ভাই-বোনদের হাতে তুলে দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমরা কয়েকজন বিদগ্ধ আলিমকে অনুবাদ কাজে নিয়োজিত করি। আল্লাহ্র অশেষ শুকরিয়া যে তারা যথাসময়ে এর অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অশেষ অনুগ্রহে আমরা চৌদ্দ শ' আঠার হিজরী সনের রমাদান মাসে এর প্রথম খণ্ড, চৌদ্দ শ' ঊনিশ হিজরী সনের রমাদান মাসে দ্বিতীয় খণ্ড এবং চৌদ্দ শ' বিশ হিজরী সনের রবিউস সানী মাসে এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেছি। পুনঃসংশোধনের পর এবার আমরা এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করছি।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন গ্রন্থকারের এই খিদমত কবুল করে তাঁকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করুন! আর এই গ্রন্থের অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনায় যার যতটুকু সময় ও শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত হয়েছে তা তাঁর দীনের খিদমত হিসেবে কবুল করুন!

প্রকাশক

সূচীপত্র

কিতাবু ইয়াদাতিল মারীদ
(রোগীর খোঁজ-খবর নেয়া)

অনুচ্ছেদ

১. রোগীকে দেখতে যাওয়া ১১

২. রোগীর জন্য দু'আ করার ভাষা ১৪

৩. রোগীর ঘরের লোকজনদের কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব ১৮

৪. যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তার যা বলা উচিত ১৯

৫. রোগীর ঘরের লোকদের ও তার খাদিমদের তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার জন্য ওসিয়াত করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে কিসাস বা হদ্দের কারণে যার মৃত্যু নিকটবর্তী তার সাথেও সদয় ব্যবহার করার ওসিয়াত ২০

৬. রোগীর একথা বলার অনুমতি আছে ঃ আমার ব্যথা করছে বা ভীষণ ব্যথা করছে অথবা আমার জ্বর, হায় আমার মাথা গেলো ইত্যাদি। বিরক্ত হয়ে বা ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশে না বললে এ কথা বলা অপছন্দনীয় নয় ২০

৭. মরণোম্মুখ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তালকীন করা ২১

৮. মৃতের চোখ বন্ধ করার পর যে দু'আ পড়তে হবে ২২

৯. মৃত ব্যক্তির কাছে কী বলা উচিত, যার কেউ মারা যায় তাকে কী বলা উচিত ২৩

১০. মৃতের জন্য চিৎকার করা ও শোকগাথা নিষেধ, নীরবে কান্নাকাটি করা জায়েয ২৫

১১. মৃতের দেহে ত্রুটি দেখার পর তা গোপন রাখা ২৭

১২. জানাযার নামায পড়া, লাশের সাথে যাওয়া এবং লাশ দাফনের সময় হাযির থাকা। লাশের সাথে মেয়েদের যাওয়া অপছন্দনীয়। ২৮

১৩. জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশি হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা ততোধিক কাতার করা মুস্তাহাব ২৯

১৪. জানাযার নামাযে কী পড়া হবে ৩০

১৫. লাশ দ্রুত নিয়ে যাওয়া ৩৪

১৬. মৃতের ঋণ অনতিবিলম্বে পরিশোধ করা ও তার দাফন-কাফন দ্রুত সম্পন্ন করা, তবে আকস্মিক মৃত্যুতে মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ৩৫

১৭. কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়াজ-নসীহত করা ৩৬

১৮. মুর্দাকে দাফন করার পর তার জন্য দু'আ করা এবং দু'আ, ইস্তিগফার ও কুরআন পাঠের জন্য তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ বসা ৩৭

১৯. মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা এবং তার জন্য দু'আ করা ৩৮

২০. জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা ৩৮

২১. যার শিশু সন্তান মারা যায় তার জন্য রয়েছে উচ্চতর মর্যাদা ৪০

২২. যালিমদের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া ও কান্নাকাটি করা, মহান আল্লাহ্‌র সামনে দীনতা প্রকাশ করা এবং এসব ব্যাপারে অমনোযোগী থাকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি ৪১

কিতাবু আদাবিস সাফার

(সফরের নিয়ম-কানুন)

১. বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব ৪৩

২. সফর সংগী অনুসন্ধান করা এবং সবাই যার আনুগত্য করবে এমন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্য থেকে আমীর বানানো ৪৪

৩. যাত্রা অব্যাহত রাখা, মনযিলে অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা ও সফরে নিদ্রা যাওয়ার নিয়ম-কানুন এবং রাতে জন্তুযানের প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাকে তাকিদ দেয়া এবং সওয়ারী পশু শক্তিশালী হলে সওয়ারীর পিঠে নিজের সাথে অন্য কাউকে আরোহণ করানো জায়েয ৪৫

৪. সফররত অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা ৫০

৫. সওয়ারীর পিঠে (বা যানবাহনে) চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হয় ৫১

৬. উপত্যকা, টিলা বা অনুরূপ উচ্চ স্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের "আল্লাহু আকবার" বলা, সমতল ভূমি বা অনুরূপ স্থানে নামার সময় "সুবহানাল্লাহ" বলা এবং বেশি উচ্চস্বরে তাকবীর ইত্যাদি না বলা ৫৪

৭. সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব ৫৬

৮. মানুষ বা অন্য কিছুর ক্ষতির আশংকা হলে যে দু'আ পড়বে ৫৬

৯. কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করলে যে দু'আ পড়বে ৫৭

১০. প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর মুসাফিরের অবিলম্বে তার পরিবারে ফিরে আসা ৫৮

১১. সফর থেকে দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসা মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতে আসা অপছন্দনীয় ৫৮

১২. সফর থেকে ফেরার পথে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ পড়তে হবে ৫৯

১৩. সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে নিজের মহল্লার মসজিদে পদার্পণ করা এবং সেখানে দুই রাক্‌আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব ৬০

১৪. মহিলাদের একাকী সফর করা হারাম ৬০

কিতাবুল ফাদাইল

(বিভিন্ন আমলের ফযীলাত)

১. কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলাত ৬১

২. কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা বিস্মৃত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা ৬৫

৩. সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পড়ানো ও তা শুনার ব্যবস্থা করা ৬৬

৪. বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াতসমূহ পাঠে উদ্বুদ্ধ করা ৬৮

৫. কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের জন্য লোক সমাগম করা মুস্তাহাব ৭৫

৬. উযূর ফযীলাত ৭৫

৭. আযানের ফযীলাত ৮০

৮. নামাযের ফযীলাত ৮৩

৯. ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলাত ৮৬

১০. মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত ৮৮

১১. নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলাত ৯১

১২. জামায়াতে নামায পড়ার ফযীলাত ৯২

১৩. বিশেষ করে ফজর ও ইশার জামায়াতে হাযির হতে উৎসাহ দান ৯৬

১৪. ফরয নামায সমূহের হিফাযাত করার নির্দেশ এবং এগুলি পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন ৯৭

১৫. প্রথম কাতারের ফযীলাত এবং আগের কাতারগুলি পুরা করা, সেগুলি সমান করা ও দু'জনের মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলে দাঁড়ানো ১০০

১৬. ফরয নামাযের সাথে সাথে সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায পড়ার ফযীলাত এবং তাদের সর্বনিম্ন, পরিপূর্ণ ও মধ্যবর্তী সুন্নাতসমূহ ১০৬

১৭. ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাতের তাকিদ ১০৮

১৮. ফজরের দুই রাক্আত সুন্নাত সংক্ষেপে পড়া, তার কিরাআত ও তার ওয়াক্ত ১১০

১৯. ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়ে থাকা মুস্তাহাব এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উৎসাহিত করা ১১২

২০. যুহরের সুন্নাত ১১৪

২১. আসরের সুন্নাত ১১৬

২২. মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ ১১৭

২৩. ইশার আগের ও পরের সুন্নাত ১১৮

২৪. জুমুআর নামাযের সুন্নাত ১১৮

২৫. ঘরে নফল নামায পড়া মুসতাহাব, তা সুন্নাতে মুআক্কাদা হোক বা গায়ের মুআক্কাদা, আর সুন্নাত পড়ার জন্য ফরযের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ অথবা ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলে পার্থক্য সৃষ্টি করা ১১৯

২৬. বিতরের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা ও তাকিদ দেয়া এবং বিতর সুন্নাতে মুআক্কাদা (ওয়াজিব) ও তার ওয়াক্ত ১২১

২৭. ইশরাক ও চাশ্‌তের নামাযের ফযীলাত, এর সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝামাঝি মর্যাদার বর্ণনা এবং তা হিফাযাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করা ১২৩

২৮. সূর্য উপরে উঠার পর থেকে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত চাশতের নামায পড়া বৈধ। তবে সূর্য অনেক উপরে উঠার পর তার তাপ যখন বেড়ে যায় তখন এই নামায পড়া উত্তম ১২৫

২৯. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক্‌আত না পড়ে বসে যাওয়া মাকরূহ। এই দুই রাক্‌আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়াতে পড়া হোক বা ফরয, সুন্নাতে মুআক্কাদা বা গায়ের মুআক্কাদার নিয়াতে পড়া হোক ১২৫

৩০. উযূ করার পর দুই রাক্‌আত নামায পড়া মুস্তাহাব ১২৬

৩১. জুমুআর দিনের ফযীলাত এবং জুমুআর নামায ফরয। জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা, খুশবু লাগানো এবং জুমুআর নামায পড়তে যাওয়া ও জুমুআর দিন দু'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা, দু'আ কবুল হওয়ার সময় এবং জুমুআর নামাযের পর বেশি করে আল্লাহ্‌র যিকর করা মুস্তাহাব ১২৬

৩২. আল্লাহ্‌র কোন সুস্পষ্ট অনুগ্রহ লাভের পর এবং কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সিজদা করা মুস্তাহাব ১৩২

৩৩. রাত জেগে ইবাদাত করার ফযীলাত ১৩৩

৩৪. রমযানে তারাবীহ্‌র নামায মুস্তাহাব ১৪২

৩৫. লাইলাতুল কদরে ইবাদাত করার ফযীলাত এবং সর্বাধিক আশাপ্রদ রাতের বর্ণনা ১৪৩

৩৬. মিসওয়াক করা ও প্রকৃতিগত স্বভাবের ফযীলাত ১৪৫

৩৭. যাকাত ওয়াজিব হওয়া, তার ফযীলাত এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী ১৪৮

৩৮. রমযানের রোযা ফরয এবং রোযার ফযীলাত ও তার আনুসংগিক বিষয়সমূহ ১৫৫

৩৯. রমযান মাসে দান, সৎকর্ম ও বেহিসাব নেক আমলের তাকিদ এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিনে এগুলো করা ১৫৯

৪০. অর্ধ শাবানের পর থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা, তবে যার পূর্বের সাথে মিলাবার অভ্যাস হয়ে গেছে অথবা যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ঐ দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে ১৬০

৪১. চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয় ১৬২

৪২. সাহরী খাওয়ার ফযীলাত এবং ফজরের উদয়ের আশংকা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করে সাহরী খাওয়া মুসতাহাব ১৬২

৪৩. অবিলম্বে ইফতার করার ফযীলাত এবং যা দিয়ে ইফতার করতে হবে ও ইফতারের পর যা বলতে হবে ১৬৪

অনুচ্ছেদ

৪৪. রোযাদারের প্রতি গালিগালাজ ও শরীয়াত বিরোধী এবং অনুরূপ ধরনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে নিজের জিহ্বা ও অন্যান্য অংশকে বিরত রাখার হুকুম ১৬৬

৪৫. রোযা সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল ১৬৭

৪৬. মুহাররাম, শাবান ও হারাম মাসসমূহে রোযা রাখার ফযীলাত ১৬৮

৪৭. যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনে রোযা রাখা ও অন্যান্য নেক কাজ করার ফযীলাত ১৭০

৪৮. আরাফাত ও আশূরার দিন এবং মুহাররামের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলাত ১৭০

৪৯. শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব ১৭১

৫০. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব ১৭২

৫১. প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব ১৭৩

৫২. রোযাদারকে ইফতার করাবার এবং যে রোযাদারের সামনে পানাহার করা হয় তার ফযীলাত। আর যে ব্যক্তি আহার করায় তার উপস্থিতিতে আহারকারীর দু'আ করা ১৭৫

কিতাবুল ইতিকাফ

(ইতিকাফ)

ইতিকাফের ফযীলাত ১৭৭

কিতাবুল হজ্জ

(হজ্জ)

হজ্জ ফরজ হওয়া এবং তার ফযীলাত ১৭৮

কিতাবুল জিহাদ

(জিহাদ)

১. জিহাদের ফযীলাত ১৮৩

২. আখিরাতের সাওয়াবের দিক দিয়ে শহীদদের আর একটি দল, যাদেরকে গোসল দেয়া হবে, নামাযও পড়া হবে, তবে এরা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হননি ২১৩

৩. গোলাম ও বাঁদী আযাদ করা ২১৫

৪. গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলাত ২১৬

৫. যে গোলাম আল্লাহ ও তার মনিবের হক আদায় করে তার ফযীলাত ২১৭

৬. কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা ২১৯

৭. কেনাবেচার ও লেনদেনের ব্যাপারে নরম নীতি অবলম্বন করার ফযীলাত। আর ভালো ভাবে প্রাপ্য আদায় ও গ্রহণ করা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করা, তাতে কম না করা, উপরন্তু ধনী-দরিদ্র উভয়কে অবকাশ দেয়া এবং তাদের থেকে প্রাপ্যের চেয়ে কম আদায় করা বা মাফ করে দেয়া ২২০

٨٩٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اِسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ হে বনী আদম! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার রোগের খবর নিতে যেতাম, আপনি যে বিশ্বজাহানের প্রভু? তিনি বলবেন ঃ তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা রোগগ্রস্ত ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না, তুমি যদি তার খোঁজ-খবর নিতে যেতে তাহলে আমাকে তার কাছে পেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনাকে খাওয়াতাম, আপনি যে সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রতিপালক? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি কি জানতে না, তুমি যদি তাকে খাবার খাওয়াতে তাহলে আমার কাছ থেকে তা পেয়ে যেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রভু! আমি কেমন করে আপনাকে পান করাতাম, আপনি যে সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভু? আল্লাহ বলবেন ঃ আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তাহলে (এখন) আমার কাছ থেকে তা পেতে (অর্থাৎ তার সাওয়াব)?

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٨٩٧- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَاَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ - اَلْعَانِىْ اَلْاَسِيْرُ.

৮৯৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রোগীকে দেখতে যাও, অভুক্তকে আহার করাও এবং বন্দীদেরকে মুক্ত কর।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসে বর্ণিত "আল-আনী" শব্দের অর্থ কয়েদী বা বন্দী।

٨٩٨- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৮৯৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম যখন তার রুগ্ন মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফা' আহরণ করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতের খুরফা কী? তিনি বলেন ঃ তার ফলমূল।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٨٩٩-وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىْ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ- اَلْخَرِيْفُ الثَّمَرُ الْمَخْرُوْفُ أَيِ الْمُجْتَنَى.

৮৯৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম সকাল বেলা অপর কোন মুসলিম রোগীকে দেখতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করে। আর সন্ধ্যাবেলা

কোন রোগীকে দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'আ করে। তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত করে দেয়া হয়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসে উল্লেখিত "আল-খারীফ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে গাছ থেকে পেড়ে নেয়া ফল।

٩٠٠- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইহুদী ছেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত করতো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন, তারপর তাকে বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার বাপের দিকে তাকালো। তার বাপ তার কাছেই ছিল। তার বাপ বলল, আবুল কাসিমের আনুগত্য কর (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ কর)। ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বের হলেন ঃ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

রোগীর জন্য দু'আ করার ভাষা।

٩٠١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اشْتَكَى الْاِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ اَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ اَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاُصْبُعِهِ هٰكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوِيْ سَبَّابَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى بِهِ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৯০১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে বেদনা অনুভব করতো অথবা তার শরীরে কোন ফোঁড়া বা জখম হতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার ওপর) নিজের আঙ্গুল দিয়ে এমন করতেন এবং বলতেন, এই বলে বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা নিজের শাহাদাত আঙ্গুল যমিনের উপর রাখলেন,

তারপর তা উঠালেন এবং বললেন (অর্থাৎ এই দু'আ পড়লেন) ঃ "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরীকাতে বা'দিনা, ইউশ্‌ফা বিহী সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা" (আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশে, আমাদের রুগ্ন ব্যক্তিকে রোগ মুক্তি দান করুক আমাদের রবের নির্দেশে)।*

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٠٢- وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُوْدُ بَعْضَ اَهْلِه يَمْسَحُ بِيَدِه الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯০২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিবারের কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার উপর তাঁর ডান হাত বুলাতেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বান্ নাস! আযহিবিল্ বাসা, ওয়াশ্‌ফি আনতাশ্ শাফী, লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা" (হে আল্লাহ, হে মানুষের প্রভু! রোগ দূর কর, রোগ থেকে মুক্তি দান কর, তুমিই রোগ থেকে মুক্তি দানকারী, তোমার রোগ মুক্তি ছাড়া কোন রোগ মুক্তি কার্যকর নয়, এমন রোগমুক্তি যার পর আর কোন রোগ থাকে না)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٩٠٣- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شَافِىَ اِلاَّ اَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৯০৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাবিত রহমাতুল্লাহি আলাইহকে বলেন ঃ তোমাকে কি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঝাঁড়ফুঁক করেছিলেন সেই ঝাঁড়ফুঁক করবো না? সাবিত বললেন, হাঁ, করুন। আনাস (রা) বললেন ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, মুয্‌হিবাল বাস! ইশ্‌ফি আনতাশ্ শাফী, লা শাফিয়া ইল্লা আন্‌তা, শিফাআন্ লা ইউগাদিরু সাকামা" (হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, বিপদ দূরীভূতকারী! রোগ থেকে মুক্তি দান কর, তুমিই রোগ থেকে মুক্তি দানকারী, তুমি ছাড়া রোগ থেকে মুক্তিদান করার আর কেউ নেই, এমন রোগমুক্তি যার পর আর কোন রোগ থাকে না)।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

* অর্থাৎ নবী করীম (সা) নিজের থুথু তাঁর শাহাদাত অঙ্গুলির ওপর নিতেন। অতঃপর তা মাটির সাথে মিশাতেন এবং আক্রান্ত স্থানের ওপর অঙ্গুলি বুলাতে বুলাতে একথাগুলো বলতেন।

٩٠٤- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০৪। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অসুস্থাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তিনি দু'আ করলেন ঃ "হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্তি দান কর, হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্তি দান কর, হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্তি দান কর"।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٠٥- وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ شَكَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِىْ جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِىْ يَاْلَمْ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ. ثَلاَثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০৫। আবু আবদুল্লাহ উসমান ইবনে আবীল আস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি নিজের শরীরে যে ব্যথা অনুভব করছিলেন সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তোমার শরীরের যে স্থানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাত রাখ এবং তিনবার "বিসমিল্লাহ" বল, তারপর সাতবার বল ঃ "আউযু বিইয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু" (আমি আল্লাহর মর্যাদা ও কুদরাতের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি সেই জিনিসের অনিষ্টকারিতা থেকে যা আমি অনুভব করছি এবং যার আধিক্যকে আমি ভয় করি)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٠٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْهُ اَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيَكَ اِلاَّ عَافَاهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىِّ.

৯০৬। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কোন রোগীকে দেখতে যায় যার মৃত্যু নিকটবর্তী নয় (বলে মনে হয়), তারপর তার কাছে সাতবার বলে ঃ "আসআলুল্লাহাল আযীম রাব্বাল আরশিল আযীম আঁইয়্যাশ্ফিয়াকা" (মহান আরশের প্রভু মহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি তোমাকে রোগমুক্তি দান করুন), তবে আল্লাহ্ তাকে সেই রোগ থেকে মুক্তিদান করেন।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন। আর আল হাকেম এটিকে ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলেছেন।

٩٠٧- وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَنْ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৯০৭। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক বেদুইনকে তার অসুস্থাবস্থায় দেখতে গেলেন। আর তিনি যখনই কোন অসুস্থকে দেখতে যেতেন তখনই বলতেন ঃ কোন চিন্তা নেই, ইনশাআল্লাহ্ এ রোগ গুনাহ্ থেকে পাক করবে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٠٨- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ جِبْرِيْلَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯০৮। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার কি কোন রোগের অভিযোগ আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। জিবরীল (আ) এ দু'আ পড়লেন ঃ "বিসমিল্লাহি আরকীকা মিন কুল্লি শায়ইন ইউযীকা মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসেদিন, আল্লাহু ইয়াশফীকা, বিসমিল্লাহি আরকীকা" ("আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রতিটি জিনিসের থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসুকের নজর থেকে। আল্লাহ্ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٠٩- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَاَنَا اَكْبَرُ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَحْدِيْ لاَ شَرِيْكَ لِيْ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَاِذَا قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯০৯। আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার" (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ), তার প্রভু তার এ কথাগুলোর সত্যতার স্বীকৃতি দেন, তারপর বলেন ঃ আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর যখন সে বলে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই), আল্লাহ বলেন, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি একক, আমার কোন শরীক নেই। আবার যখন সে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁর জন্যই), আল্লাহ বলেন ঃ আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, প্রশংসা সমস্ত আমার জন্যই এবং রাজত্ব আমারই। আর যখন সে বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও আনুগত্যের শক্তি লাভ করা সম্ভব নয়), আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকা ও আনুগত্যের শক্তি লাভ করা আমার পক্ষ থেকে ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি (সা) বলতেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রোগগ্রস্ত অবস্থায় এ কথাগুলো বলে, তারপর মারা যায়, জাহান্নামের আগুন তাকে খাবে না।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

রোগীর ঘরের লোকজনদের কাছে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা মুস্তাহাব।

٩١٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

৯১০। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে ইন্তিকাল করেন সেই রোগে আক্রান্ত থাকাকালে আলী (রা) তাঁকে দেখে বের হয়ে এলে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবুল হাসান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কেমন? তিনি জবাব দিলেন, আলহামদু লিল্লাহ, তাঁর অবস্থা ভালো।

ইমাম বুখারী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

যে ব্যক্তি নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে তার যা বলা উচিত।

٩١١- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلَيَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯১১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার গায়ে হেলান দিয়ে বলতে শুনেছি ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ালহিকনী বির্‌রাফীকিল আ'লা" (হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার উপর রহম কর এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩١٢- وَعَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ عِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

৯১২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তখন তাঁর উপর মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল, তাঁর সামনে পানি ভর্তি একটি পেয়ালা ছিল। তিনি পেয়ালার মধ্যে তাঁর ডান হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন, তারপর (হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে তাঁর চেহারা মুছছিলেন এবং বলছিলেন ঃ আল্লাহ্! মৃত্যুর কাঠিন্য ও তার মারাত্মক কষ্টের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

রোগীর ঘরের লোকদের ও তার খাদিমদের তার সাথে কোমল ও সদয় ব্যবহার করার জন্য ওসিয়াত করা মুস্তাহাব, অনুরূপভাবে কিসাস বা হদ্দের কারণে যার মৃত্যু নিকটবর্তী তার সাথেও সদয় ব্যবহার করার ওসিয়াত।

٩١٣- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنِ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯১৩। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক স্ত্রীলোক যেনার দ্বারা গর্ভবতী হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করেছি, আমার উপর তা জারি করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে বললেন ঃ তার প্রতি সদয় ব্যবহার করো এবং তার সন্তান জন্ম নেবার পর তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। সে তাই করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর হদ্দ জারি করার হুকুম দিলেন। তার পরিধেয় বস্ত্র তার সাথে শক্ত করে বাঁধা হল এবং তাকে 'রজম' (পাথর মেরে হত্যা) করা হলো। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

রোগীর একথা বলার অনুমতি আছে ঃ আমার ব্যথা করছে বা ভীষণ ব্যথা করছে অথবা আমার জ্বর, হায় আমার মাথা গেলো ইত্যাদি। বিরক্ত হয়ে বা ক্ষোভ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে না বললে এ কথা বলা অপছন্দনীয় নয়।

٩١٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত

রেখে বললাম, আপনার তো ভীষণ জ্বর। তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমার জ্বর এত বেশি হয় যে, তোমাদের দু'জন লোকের সমান।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩١٥- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ بَلَغَ بِىْ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَتِىْ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯১৫। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কঠিন (রোগে) ভুগছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, আমার যা অবস্থা তা আপনি দেখছেন। আমি সম্পদশালী। আমার মেয়েটি ছাড়া আমার আর কোন ওয়ারিস নেই। এরপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩١٦- وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَارَأْسَاهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ اَنَا وَارَأْسَاهُ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৯১৬। আল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা (রা) বললেন, হায়, আমার মাথায় ব্যথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বরং বলো, আমি বলছি, হায়, আমার মাথার ব্যথা। এরপর পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন।
ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তালকীন[১] করা।

٩١٧- عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ اٰخِرَ كَلاَمِهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ.

৯১৭। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির শেষ কথা হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১. মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে উদ্বুদ্ধ করাকে তালকীন বলে। তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে যাতে সেও তা শুনে এই কালেমা পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়।

ইমাম আবু দাউদ ও আল হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল হাকেম এটিকে সহীহ সনদ সম্বলিত হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

٩١٨- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"র তালকীন কর।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

মৃতের চোখ বন্ধ করার পর যে দু'আ পড়তে হবে।

٩١٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَبِىْ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَاَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الرُّوْحَ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুমূর্ষু) আবু সালামার (উম্মু সালামার স্বামী) কাছে এলেন। তখন আবু সালামার চোখ নিথর হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন, তারপর বললেন ঃ রূহ যখন কব্জ হয়ে যায়, তার সাথে দৃষ্টিশক্তিও চলে যায়। আবু সালামার ঘরের লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। তিনি বলেন ঃ নিজেদের জন্য কল্যাণের দু'আই কর। কারণ তোমরা যা কিছু মুখ থেকে বের কর ফেরেশতারা তা শুনে আমীন বলে। তারপর বলেন ঃ হে আল্লাহ! আবু সালামাকে ক্ষমা কর, যারা হিদায়াত লাভ করেছে তাদের মধ্যে তার দরজা বুলন্দ কর এবং যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্য থেকে তার জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে বিশ্বজাহানের মালিক! আমাদের ও তার গুনাহ্ মাফ করে দাও এবং তার কবরকে প্রশস্ত কর এবং তা আলোয় ভরে দাও।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

মৃত ব্যক্তির কাছে কি বলা উচিত, যার কেউ মারা যায় তাকে কি বলা উচিত।

٩٢٠- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلٰى مَا تَقُوْلُوْنَ قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ سَلَمَةَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلَهُ وَاَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً فَقُلْتُ فَاَعْقَبَنِي اللّٰهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِيْ مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا اِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ اَوِ الْمَيِّتَ عَلَى الشَّكِّ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ الْمَيِّتَ بِلاَ شَكٍّ.

৯২০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন রোগী বা মৃতের কাছে গেলে ভালো কথা বলবে। কারণ তোমরা যা কিছু বল ফেরেশতারা তা শুনে 'আঁমীন' বলেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আবু সালামার ইনতিকালের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আবু সালামা ইন্‌তিকাল করেছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে ও আবু সালামাকে মাফ করে দাও এবং এর বদলে আমাকে ভালো প্রতিফল দান কর। আমি তাই বললাম। ফলে আল্লাহ্‌ আমাকে তাঁর (আবু সালামার) চাইতে ভালো সত্তা (স্বামী) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি নিম্নোক্তভাবে রিওয়ায়াত করেছেন ঃ যখন তোমরা কোন রোগী বা মৃতের কাছে হাযির হও (সন্দেহ সহকারে)। আর ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা 'মৃত' শব্দটি সন্দেহ ছাড়াই বর্ণনা করেছেন।

٩٢١- وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ آجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ آجَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مُصِيْبَتِهِ وَاَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ اَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْلَفَ اللّٰهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯২১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ এলে যদি সে বলে, ইন্না

লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরান মিনহা (আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমার বিপদে আমাকে সাওয়াব দান কর এবং যা হারিয়ে গেছে তার বদলে তার চাইতে ভালো জিনিস দান কর), মহান আল্লাহ তাকে তার বিপদের প্রতিদান দেন এবং সে যা কিছু হারিয়েছে তার বদলে তার চাইতে ভালো জিনিস দেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আবু সালামা (রা) যখন মারা গেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যেমন হুকুম করেছিলেন আমি তেমন বললাম। ফলে আল্লাহ আমাকে তাঁর চাইতে ভালো জিনিস দান করলেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٢٢- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلاَئِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯২২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন (মুসলিম) বান্দার সন্তান ইনতিকাল করলে মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে নিয়ে নিয়েছ? ফেরেশতারা বলেন ঃ হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা তার হৃদয় নিংড়ানো ফলটি ছিনিয়ে নিয়েছ? তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা কি বললো? ফেরেশতারা বলেন, (আপনার বান্দা) আপনার প্রশংসা করেছে ও ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য 'বাইতুল হামদ' নামে জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দাও।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

٩٢٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৯২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার কাছে জান্নাত ছাড়া আর কোন প্রতিদান নেই, যখন আমি দুনিয়াবাসীদের কাছ থেকে তার প্রিয় বস্তু কেড়ে নিই এবং সে তাতে সবর করে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٢٤- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ اِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ تَدْعُوْهُ وَتُخْبِرُهُ اَنَّ صَبِيًّا لَهَا اَوْ ابْنًا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ ارْجِعْ اِلَيْهَا فَاَخْبِرْهَا اَنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ وَذَكَرَ تَمَامُ الْحَدِيْثِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৯২৪। উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর কাছে লোক পাঠালেন তাঁকে ডাকার ও খবর দেয়ার জন্য যে, তার বাচ্চা বা ছেলে মরণোন্মুখ। তিনি সংবাদদাতাকে বললেন ঃ তার কাছে ফিরে গিয়ে তাকে জানাও, মহান আল্লাহ্‌র জন্য সে জিনিসটি, যা তিনি নিয়ে নিয়েছেন এবং তাও তাঁর জন্য যা তিনি দিয়েছেন। তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের একটি মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তাকে সবর করার ও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাওয়াব লাভের আশা করার নির্দেশ দাও। তারপর সমগ্র হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মৃতের জন্য চিৎকার করা ও শোকগাথা নিষেধ, নীরবে কান্নাকাটি করা জায়েয।

মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম। এ ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ কিতাবুন নাহ্‌য়ি (নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়)-তে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে। কান্নাকাটি করার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মৃতের পরিবারবর্গের কান্নাকাটির কারণে তাকে আযাব দেয়া হয়। কিন্তু এ হাদীসগুলি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ এবং এর অর্থ হচ্ছে, কেউ কান্নাকাটি করার ওসিয়াত করে গেলে তাকে আযাব দেয়া হয়। চিৎকার করে কান্নাকাটি করা অথবা বিলাপ করে কান্নাকাটি করাই (হাদীসে) নিষিদ্ধ হয়েছে। আর চিৎকার না করে এবং ইনিয়ে বিনিয়ে শোকগাথা না গেয়ে কান্নাকাটি করার সপক্ষে বহু হাদীস পাওয়া যায়। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

٩٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَبَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا فَقَالَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا اَوْ يَرْحَمُ وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-র অসুস্থাবস্থায় তাকে দেখতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ। (সা'দ ইবনে উবাদার নাজুক অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদছেন তখন তারাও কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি শুনছো না? চোখের অশ্রুপাত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কারণে আল্লাহ আযাব দেন না, বরং তিনি এই যে এটার জন্য আযাব দেন বা করুণা করেন– এই বলে তিনি নিজের জিভের দিকে ইংগিত করলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٢٦- وَعَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ اِلَيْهِ ابْنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯২৬। উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর মেয়ের মুমূর্ষু শিশুপুত্রকে আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একি? তিনি জবাব দিলেন ঃ এটা হচ্ছে মায়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের দিলে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে যারা দয়ার্দ্র তাদের তিনি দয়া করেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٢٧- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى اِبْنِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّ مَا يُرْضِىْ رَبَّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَرَوٰى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ. وَالْاَحَادِيْثُ فِى الْبَابِ كَثِيْرَةٌ فِى الصَّحِيْحِ مَشْهُوْرَةٌ. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৯২৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পুত্র ইবরাহীম (রা)-এর কাছে গেলেন। তিনি তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাঁকে বললেন; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনিও (কাঁদছেন)! তিনি বলেন ঃ হে আওফের পুত্র! এটা হচ্ছে মায়া-মমতা। এরপর তাঁর চোখ থেকে আবারও অশ্রু ঝরতে লাগলো। তারপর তিনি বললেন ঃ চোখ অশ্রু ঝরায়, হৃদয় শোকার্ত হয়, তবে আমরা আমাদের মুখে এমন কথাই বলব যাতে আমাদের রব সন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম এর অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে এই অধ্যায়ে অসংখ্য হাদীস সংকলিত হয়েছে। এগুলো সবই মশহুর। আল্লাহ্ অধিক ভালো জানেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১
মৃতের দেহে ত্রুটি দেখার পর তা গোপন রাখা।

٩٢٨- عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَسْلَمَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَسَّلَ فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ـ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

৯২৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস আবু রাফে আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করালো, তারপর তার দোষ গোপন রাখল, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার মাফ করবেন।

আল হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

জানাযার নামায পড়া, লাশের সাথে যাওয়া এবং লাশ দাফনের সময় হাযির থাকা। লাশের সাথে মেয়েদের যাওয়া অপছন্দনীয়।

লাশের সাথে যাওয়ার ফযীলাত সম্পর্কিত হাদীসগুলি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[১]

٩٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّٰى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯২৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লাশের সাথে তার জানাযার নামায আদায় করা পর্যন্ত হাযির রইল, সে এক কীরাত সাওয়াব লাভ করল। আর যে ব্যক্তি তাকে দাফন করা পর্যন্ত হাযির রইল, সে দুই কীরাত সাওয়াব পেল। জিজ্ঞেস করা হল, দুই কীরাত কি? তিনি বলেন ঃ দু'টি বড় বড় পাহাড়ের সমান।

ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٣٠- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৯৩০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোন মুসলিমের লাশের সাথে গেল এবং তার জানাযার নামায পড়া ও তার দাফন কাজ শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে থাকল, সে দুই কীরাত সাওয়াব নিয়ে ফিরবে। প্রতিটি কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি মৃতের জানাযা পড়ে তাকে দাফন করার আগে ফিরে আসবে, সে এক কীরাত নিয়ে আসবে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

---

১. এজন্য দেখুন অধ্যায় ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া ও লাশের পেছনে চলা।

٩٣١- وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৩১। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে লাশের সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয়নি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির অর্থ হচ্ছে ঃ হারাম বিষয়সমূহের ব্যাপারে যেরূপ কড়াকড়ি করা হয়, এক্ষেত্রে নিষেধ করতে গিয়ে সেই ধরনের কড়াকড়ি করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশি হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা ততোধিক কাতার করা মুস্তাহাব।

٩٣٢- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৩২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির জানাযায় অন্তত এক শত মুসলিমের একটি দল শরীক হলে এবং তারা তার জন্য শাফায়াত করলে তাদের শাফায়াত অবশ্যই কবুল করা হয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٣٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৩৩। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন চল্লিশজন লোক যদি কোন মুসলিম ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না, সেই মৃতের পক্ষে আল্লাহ তাদের শাফায়াত কবুল করেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٣٤- وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ الْيَزَنِيِّ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا

صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاثَةَ اَجْزَاءٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوْفٍ فَقَدْ اَوْجَبَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৩৪। মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-ইয়াযান্নী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনে হুবাইরা (রা) যখন কারো জানাযার নামায পড়তেন এবং জানাযায় উপস্থিত লোকের সংখ্যা কম লক্ষ্য করতেন, তখন লোকদেরকে তিন সারিতে দাঁড় করাতেন। তারপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন কাতার লোক যে ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

জানাযার নামাযে কি পড়া হবে?

ইমাম নববী (র) বলেন, জানাযার নামাযে চারটি তাকবীর দেবে। প্রথম তাকবীরের পর 'তাআওউয' (আউযুবিল্লাহ) পড়বে, তারপর পড়বে সূরা আল ফাতিহা।[১] এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দেবে। দ্বিতীয় তাকবীরের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়বে। তাতে বলবে : আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদ (হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ কর এবং মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের ও অনুসারীদের উপরও)। আর ভালো হয় যদি একথার মাধ্যমে দরূদ শেষ করা হয় : কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ (যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীমের উপর এবং ইবরাহীমের অনুসারী ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর। তুমি নিঃসংশয়ে প্রশংসিত ও পবিত্র)। আর সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকে যেমন বলে, "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লূনা আলান নাবিয়্যি, ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমূ তাসলীমা", এমনটি যেন না বলা হয়। কারণ কেবলমাত্র এ আয়াতের উপর নির্ভর করলে নামায হবে না। তারপর তৃতীয় তাকবীর দেবে এবং মৃতের জন্য ও সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করবে। এ দু'আ আমরা পরবর্তী পর্যায়ের হাদীসসমূহে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। এরপর চতুর্থ তাকবীর দেবে এবং দু'আ করবে। দু'আগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো দু'আ হচ্ছে : আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা'দাহু, ওয়াগফির লানা ওয়ালাহু (হে আল্লাহ! এর প্রতিদান থেকে আমাদের

১. হানাফী ও মালিকীদের মতে নামাযে জানাযায় সূরা আল ফাতিহা পড়া মাসনূন নয়। তাঁদের মতে প্রথম তাকবীরের পরেও দু'আ পড়া হবে। আর হাদীসেও আল ফাতিহা পড়ার উল্লেখ হয়েছে দু'আ হিসেবে।

বঞ্চিত করো না এবং তারপর আমাদের ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করো না, আর আমাদেরকে ও তাকে মাগফিরাত দান কর)। আর চতুর্থ তাকবীরে দু'আ দীর্ঘ করা পছন্দনীয়, যদিও এটা অধিকাংশ লোকের অভ্যাসের বিরোধী। শীঘ্রই আমরা ইনশাআল্লাহ এর পক্ষে ইবনে আবু আওফার হাদীস আলোচনা করবো। তবে তৃতীয় তাকবীরের পরে যে দু'আগুলো পড়তে হয় তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

৯৩৫- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلاً خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا ذٰلِكَ الْمَيِّتَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৩৫। আবু আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়েন। আমি তাঁর দু'আটি মুখস্থ করে রেখেছি। তিনি দু'আ করলেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়া আফিহি ওয়াফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াসৃসি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিল মায়ে ওয়াস সালজে ওয়াল বারাদে ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাস্ সাওবাল আবৃইয়াদা মিনাদ দানাসে, ওয়া আবদিল্হু দারান খাইরান মিন দারিহি, ওয়া আহ্লান খাইরান মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি, ওয়া আদ্খিলহুল জান্নাতা, ওয়া আইযহু মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন আযাবিন নার" (হে আল্লাহ! তাকে মাফ কর এবং তার উপর রহম কর, তাকে নিরাপত্তা দান কর, তাকে ক্ষমা করে দাও, জান্নাতে তাকে মর্যাদাপূর্ণ স্থান দান কর, তার কবরকে সম্প্রসারিত কর, তার গুনাহকে ধুয়ে দাও পানি, বরফ ও তুষারের শুভ্রতা দিয়ে, তাকে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও যেমন তুমি পরিষ্কার করে দাও সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে, তার ঘরের চাইতে ভালো ঘর তাকে দান কর, তার পরিজনদের চাইতে ভালো পরিজন তাকে দান কর, তার স্ত্রীর চাইতে ভালো স্ত্রী তাকে দান কর, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপদ রাখ)। আবু আবদুর রহমান বলেন, তিনি এমনভাবে দু'আ করলেন যে, আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগল, হায় এই মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম!

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٣٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ قَتَادَةَ وَاَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ الْاَشْهَلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَاَبُوْهُ صَحَابِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلَّى عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالْاَشْهَلِيِّ وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ الْحَاكِمُ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ.

৯৩৬। আবু হুরাইরা (রা), আবু কাতাদা ও আবু ইবরাহীম আশহালী তাঁর পিতা (যিনি সাহাবী ছিলেন) (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন এবং তাতে নিম্নোক্ত দু'আ করেছেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লি হায়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া ছাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্ইহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহ" (হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমাদের জীবিতদেরকে ও আমাদের মৃতদেরকে, আমাদের ছোটদেরকে ও আমাদের বড়দেরকে, আমাদের পুরুষদেরকে ও আমাদের নারীদেরকে, আমাদের উপস্থিতদেরকে ও আমাদের অনুপস্থিতদেরকে। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে যাকে তুমি জীবিত রাখ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ আর আমাদের মধ্য থেকে যাকে তুমি মৃত্যু দান কর তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! এর (মৃত্যুতে আমাদের যে কষ্ট হয়েছে তার) প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং এর (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে বিপদে ফেলো না)।

ইমাম তিরমিযী আবু হুরাইরা ও আশহালী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা ও আবু কাতাদা (রা) থেকে। আল হাকেম বলেন, আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তের নিরিখে সহীহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীসটি বর্ণনার ব্যাপারে আশহালীর বর্ণনা সবচাইতে সহীহ। ইমাম বুখারী বলেন, এই অনুচ্ছেদে সবচাইতে নির্ভুল হচ্ছে আওফ ইবনে মালিক (রা)-র হাদীস।

٩٣٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯৩৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কোন মৃতের জানাযার নামায পড়লে তার জন্যে খালিস দিলে দু'আ কর।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٣٨- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْاِسْلاَمِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯৩৮। আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানাযার নামাযের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। তিনি জানাযার নামাযে নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বুহা ওয়া আন্‌তা খালাক্‌তাহা, ওয়া আন্‌তা হাদাইতাহা লিল ইসলাম, ওয়া আন্‌তা কাবাদ্‌তা রূহাহা, ওয়া আন্‌তা আ'লামু বিসির্‌রিহা ওয়া 'আলানিয়্যাতিহা, জি'না-কা শুফাআ'আ লাহু ফাগ্‌গির লাহু" (হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভু-প্রতিপালক, তুমিই তাকে সৃষ্টি করেছ, তুমিই তাকে ইসলামের দিকে হিদায়াত করেছ, তুমিই তার রূহ কব্‌জ করেছ এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য (বিষয়াবলী) তুমিই ভাল জান। আমরা তার শাফা'আতের জন্য তোমার কাছে এসেছি। কাজেই তুমি তাকে ক্ষমা কর)।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٣٩- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ وَاَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯৩৯। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে এক মুসলিমের জানাযার নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এই দু'আ পড়তে শুনলাম ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানা ইবনা ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ওয়া হাবলে জাওয়ারিকা ফাকিহি ফিতনাতাল কাবরি ওয়া আযাবান নার, ওয়া আন্‌তা আহলুল ওয়াফায়ে ওয়াল হামদ। আল্লাহুম্মাগফির্‌ লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম" (হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক তোমার যিম্মা ও নিরাপত্তার বাঁধনে

আবদ্ধ, তাকে কবরের ফিত্না ও জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। তুমি ওয়াদা পূর্ণকারী ও প্রশংসার পাত্র। হে আল্লাহ! একে মাফ করে দাও এবং এর উপর রহম কর। নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়)।

ইমাম আবু দাঊদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَقَالَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُوْا ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هٰكَذَا. وَفِىْ رِوَايَةٍ كَبَّرَ اَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ مَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَزِيْدُكُمْ عَلٰى مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هٰكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

৯৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের মেয়ের জানাযার নামায চার তাকবীরে পড়লেন। তারপর দু'টি তাকবীরের মাঝখানে যতটুকু সময় যায় চতুর্থ তাকবীরের পর ততটুকু সময় দাঁড়িয়ে তিনি নিজের মেয়ের ক্ষমার জন্য দু'আ করলেন। তারপর বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করতেন। অন্য এক বর্ণনাতে বলা হয়েছে ঃ তিনি চারবার তাকবীর দেন এবং তারপর এত সময় দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে আমি মনে করেছিলাম, তিনি বুঝি আবার পঞ্চম তাকবীর দেবেন। তারপর তিনি ডানে ও বামে সালাম ফিরান। নামায পড়ে তিনি অবসর হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটা কি করলেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনটি করতে দেখেছি তার একটুও অতিরিক্ত করিনি। অথবা তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছি।

আল হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

লাশ দ্রুত নিয়ে যাওয়া।[১]

٩٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ

---

১. লাশ দ্রুত নিয়ে যাওয়া অর্থ লাশ কাঁধে করে নিয়ে ছুটে গোরস্তানে যাওয়া নয়, বরং দ্রুত লাশ কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা বুঝায়।

فَانْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا الَيْهِ وَانْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ.

৯৪১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা লাশের (কাফন-দাফনের ব্যাপারে) দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ কর। যদি তা সৎ ব্যক্তির লাশ হয় তাহলে তোমরা কল্যাণের দিকে তাকে পৌঁছিয়ে দাও। আর যদি সে তার বিপরীত হয় তাহলে অকল্যাণকে তোমরা নিজেদের কাঁধ থেকে (যত দ্রুত পার) নামিয়ে দাও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনাতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছ।

٩٤٢- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَانْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৯৪২। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন লাশ (দাফনের জন্য) রাখা হয়, তারপর লোকেরা তাকে কাঁধে তুলে নেয়, যদি তা নেক লোকের লাশ হয়, তাহলে বলতে থাকে ঃ আমাকে তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যের দিকে নিয়ে চল। আর যদি তা অসৎ ও বদকার লোকের লাশ হয়, তাহলে তার পরিজনদের বলতে থাকে, হায় সর্বনাশ! (আমাকে) তোমরা কোথায় নি[illegible]
ছাড়া সবাই তার ডাক শুনতে পায়। আর যদি মানুষ তা [illegible]
হয়ে যেত।

ইমাম বুখারী [illegible]

٩٤٤- وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ طَلحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اِنِّيْ لاَ اُرٰى طَلْحَةَ اِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِيْهِ الْمَوْتُ فَاٰذِنُوْنِيْ بِهِ وَعَجِّلُوْا بِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ اَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ اَهْلِهِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯৪৪। হুসাইন ইবনে ওয়াহ্ওয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তালহা ইবনুল বারাআ (রা) পীড়িত হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে এলেন এবং বললেন ঃ আমি দেখতে পাচ্ছি তাল্হার মৃত্যু আসন্ন। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। আর তার দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবে। কারণ মুসলিমের লাশ তার পরিবারবর্গের কাছে আটকে রাখা উচিত নয়।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭
কবরের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়াজ-নসীহত করা।

٩٤٥- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلٰى كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ اعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৪৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বাকীউল গারকাদে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি বসে পড়লে আমরাও তাঁর চারপাশে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে ছিল একটি [illegible] ছড়ি। তিনি মাথা ঝুঁকালেন এবং ছড়ির অগ্রভাগ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন, [illegible] স্থান জাহান্নামে বা জান্নাতে লিখে

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

মুর্দাকে দাফন করার পর তার জন্য দু'আ করা এবং দু'আ, ইস্তিগফার ও কুরআন পাঠের জন্য তার কবরের পাশে কিছুক্ষণ বসা।

٩٤٦- عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَقِيْلَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ اَبُوْ لَيْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْأَلُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৯৪৬। আবু আমর (তাঁর ডাক নাম) বা আবু আবদুল্লাহ বা আবু লাইলা উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুর্দাকে দাফন করার কাজ শেষ হয়ে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং জবাবদিহির সময় যাতে সে দৃঢ়পদ থাকে সেজন্য দু'আ কর। কারণ এই মুহূর্তেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٤٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا دَفَنْتُمُوْنِىْ فَاَقِيْمُوْا حَوْلَ قَبْرِىْ قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُوْرٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتّٰى اَسْتَاْنِسَ بِكُمْ وَاَعْلَمَ مَا ذَا اُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّىْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ سَبَقَ بِطُوْلِهِ . قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُقْرَاَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَاِنْ خَتَمُوا الْقُرْاٰنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا.

৯৪৭। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (নিজের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে) বলেন, আমাকে দাফন করার পর তোমরা আমার কবরের পাশে একটা উট যবেহ করে তার গোশ্‌ত বণ্টন করতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণ দাঁড়াবে। যাতে করে আমি তোমাদের কারণে স্বস্তি লাভ করতে পারি এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কি জবাব দিতে হবে তাও জেনে নিতে পারি।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।[১] ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, কবরের পাশে (দাঁড়িয়ে) আল কুরআন থেকে কিছু পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব। আর সবাই মিলে যদি সেখানে পুরো আল কুরআন খতম করে তবে তা খুবই ভালো।

১. দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত ৭১১ নম্বর হাদীস দেখুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

মৃতের পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা এবং তার জন্য দু'আ করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের ভাইদেরকেও যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে।" (আল-হাশর ঃ ১০)

٩٤٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৪৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমার আম্মা হঠাৎ ইন্তিকাল করেন। আমার মনে হয়, তিনি কথা বলতে পারলে কিছু দান করতে বলতেন। এ অবস্থায় আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কি তিনি সাওয়াব পাবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٤٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৪৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ মরে গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল জারি থাকে ঃ সাদকায়ে জারিয়া অথবা এমন ইল্‌ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায় অথবা এমন সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা।

٩٥٠- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرُّوْا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوْا بِأُخْرٰى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْأَرْضِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

৯৫০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একটি লাশ নিয়ে গেল। তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর লোকেরা আর একটি লাশ নিয়ে গেল। তারা মৃত ব্যক্তির দুর্নাম করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কী ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি জবাব দিলেন ঃ এই মৃতের তোমরা যে প্রশংসা করলে তাতে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর যে মৃতের তোমরা দুর্নাম গাইলে তাতে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছ পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষী।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٥١- وَعَنْ اَبِى الْأَسْوَدِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرٰى فَأُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ قَالَ اَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ-

৯৫১। আবুল আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় পৌছে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র কাছে বসলাম। সেখান দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। মৃত ব্যক্তিটির প্রশংসা করা হলে উমার (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আর একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। সেই মৃত ব্যক্তিটিরও প্রশংসা করা হলে উমার (রা) বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারপর তৃতীয় একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হল। সেই (তৃতীয়) মৃত ব্যক্তিটির দুর্নাম করা হলে উমার (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবুল আসওয়াদ

বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! কী ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি জবাব দিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনটি বলেছিলেন আমিও তোমাদেরকে তেমনটিই বলছি ঃ চারজন লোক যে কোন মুসলিমের সদগুণাবলীর সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজনে সাক্ষ্য দেয়? জবাব দিলেন ঃ তিনজনে সাক্ষ্য দিলেও। আমরা বললাম, যদি দু'জনে সাক্ষ্য দেয়? জবাব দিলেন ঃ দু'জনে সাক্ষ্য দিলেও। এরপর আমরা আর একজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

যার শিশু সন্তান মারা যায় তার জন্য রয়েছে উচ্চতর মর্যাদা।

٩٥٢- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৫২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির তিনটি সন্তান বালেগ হবার আগেই মারা গেলে আল্লাহ তাঁর রহমতের মাহাত্ম্যগুণে ঐ সন্তানদের কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٥٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَمُوْتُ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لاَ تَمَسُّهُ النَّارُ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَتَحِلَّةُ الْقَسَمِ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا وَالْوُرُوْدُ هُوَ الْعُبُوْرُ عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ جِسْرٌ مَنْصُوْبٌ عَلٰى ظَهْرِ جَهَنَّمَ عَافَانَا اللّٰهُ مِنْهَا.

৯৫৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিমের তিনটি সন্তান মারা গেলে আগুন তাকে স্পর্শ করবে না, তবে কসম পুরা করার জন্য (জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুল অতিক্রম করতে হবে)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর কসম পুরা করার ব্যাপারটি হচ্ছে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ "আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাকে তার

(জাহান্নামের) উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে না।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৭১)। এখানে "উরূদ" অর্থ রাস্তার উপর দিয়ে অতিক্রম করা। আর রাস্তা বলতে এমন একটি পুল যা জাহান্নামের উপর স্থাপিত রয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে তা থেকে রক্ষা করুন।

٩٥٤- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَاْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ قَالَ اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَاَتَاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُنَّ مِنْ امْرَاَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِّنَ الْوَلَدِ اِلاَّ كَانُوْا لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَاَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৫৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা তো আপনার হাদীস শিখে নিয়েছে। কাজেই আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারিত করুন। সে সময় আপনার কাছে এসে আমরা আপনার থেকে এমন সব জিনিস শিখবো যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা অমুক অমুক দিন সমবেত হও। কাজেই সেই মহিলারা সমবেত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা শিখিয়েছেন তিনি তাদেরকে তা শিখালেন। তারপর বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান ইতিপূর্বে মারা গেছে তারা তার জন্য জাহান্নামের পথে অন্তরাল হবে। একটি মেয়ে বলল, যদি দু'টি হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি দু'টি হয় তাও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

যালিমদের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া ও কান্নাকাটি করা, মহান আল্লাহর সামনে দীনতা প্রকাশ করা এবং এসব ব্যাপারে অমনোযোগী থাকার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি।

٩٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ يَعْنِيْ لَمَّا وَصَلُوا الْحِجْرَ دِيَارَ ثَمُوْدَ لاَ تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا

اَصَابَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اَجَازَ الْوَادِىْ.

৯৫৫। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সামূদ জাতির এলাকা আল হিজ্‌র নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন তাঁর সাহাবীদের বললেন ঃ তোমরা ঐ আযাবপ্রাপ্ত লোকদের এলাকায় যেও না, তবে হাঁ, কান্নাকাটি করতে করতে যেতে পার। যদি তোমরা কান্নাকাটি করতে না পার তাহলে তাদের ওখানে প্রবেশ করো না। কারণ তাদের উপর যে আযাব এসেছিল তা যেন তোমাদের উপরও আপতিত না হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর অন্য একটি রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল হিজ্‌র নামক স্থানটি অতিক্রম করার সময় বলেন ঃ যেসব লোক নিজেদের উপর যুলম করেছে তোমরা তাদের আবাসে প্রবেশ করো না। তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা যেন তোমাদের উপরও আপতিত না হয়। তবে হাঁ কান্নারত অবস্থায় তোমরা সে স্থানটি অতিক্রম করতে পার। তারপর তিনি নিজের মাথা ঢেকে নিলেন এবং সাওয়ারী দ্রুত হাঁকালেন। এভাবে তিনি উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন।[১]

১. মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় ছিল প্রাচীন সামূদ জাতির বাস। আল হিজর ছিল সামূদ অধ্যুষিত একটি শহর। এটি সিরিয়া সীমান্তে অবস্থিত। সামূদ জাতির উপর আল্লাহর গযব নাযিলের সময় এ শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অধ্যায়

কিতাবু আদাবিস সাফার

(সফরের নিয়ম-কানুন)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব।

٩٥٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَّخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ الاَّ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ.

৯৫৬। কা'ব ইবনে মালিক (রা) বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবূক যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কমই বৃহস্পতিবার দিন ছাড়া অন্য দিন সফরে বের হতেন।

٩٥٧- وَعَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِيْ فِيْ بُكُوْرِهَا وكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ وكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ اَوَّلَ النَّهَارِ فَاَثْرٰى وكَثُرَ مَالُهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ-

৯৫৭। সাহাবী সাখ্‌র ইবনে ওয়াদাআহ আল-গামেদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাতকে দিনের প্রথমাংশে বরকত দান কর।[১] আর তিনি যখনই কোন ছোট বা বড় সেনাদল রওয়ানা করাতেন, তাদেরকে দিনের প্রথমভাগে রওয়ানা করাতেন। রাবী বলেন, সাখ্‌র (রা) ছিলেন একজন

---

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও সফরে বের হলে অতি প্রত্যূষে রওয়ানা হতেন। এটিই ছিল তাঁর অভ্যাস। মুসলিমদেরকে তিনি এর হুকুম দিয়েছেন। কারণ এটাই হচ্ছে কল্যাণ ও বরকতের সময় এবং এ সময় মন প্রফুল্ল থাকে, ফলে কাজও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়ের পণ্য দিনের প্রথম অংশে পাঠাতেন। ফলে তার ব্যবসা সমৃদ্ধ হয় এবং তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস আখ্যায়িত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সফরসংগী অনুসন্ধান করা এবং সবাই যার আনুগত্য করবে এমন ব্যক্তিকে নিজেদের মধ্যে থেকে আমীর বানানো।

٩٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ-

৯৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একাকী সফরের মধ্যে কী কী ক্ষতি আছে সে সম্পর্কে আমি যা জানি লোকেরা যদি তা জানত, তাহলে কোন সাওয়ারী রাতে একাকী সফর করতো না।
ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٥٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ-

৯৫৯। আমর ইবনে শু'আইব (র) তার পিতা থেকে এবং তার (আমরের) দাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন সাওয়ারী হচ্ছে একটি শয়তান (অর্থাৎ শয়তানের মত), দু'জন সাওয়ারী দু'টি শয়তান আর তিনজন সাওয়ারী হচ্ছে কাফিলা।[১]

٩٦٠- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ.حَدِيْثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১. তিনজনের জোটকে কাফিলা বলা হয়েছে। এ অবস্থায় একজন বা দু'জনের উপর শয়তানের বিজয়ের যে সুযোগ ছিল তিনজনের ক্ষেত্রে তা তিরোহিত। অন্যদিকে তিনজনের জোট জামায়াতের পুরো ফায়দা লাভ করবে, যা একজন বা দু'জনের জন্য সম্ভবপর ছিল না।

৯৬০। আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনজন সফরে বের হলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা উচিত।

এটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাঊদ হাসান সনদের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٦١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّحَابَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا اَرْبَعُ مِائَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوْشِ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ وَلَنْ يُّغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا عَنْ قِلَّةٍ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৯৬১। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাথী হচ্ছে চারজন, সর্বোত্তম ছোট সেনাদল হচ্ছে চারশো জনের সেনাদল, সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী চার হাজার জনের সেনাদল এবং বারো হাজারের সেনাবাহিনী কখনো তার (বাহ্যিক) স্বল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারে না।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীসের পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

যাত্রা অব্যাহত রাখা, মনযিলে অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা ও সফরে নিদ্রা যাওয়ার নিয়ম-কানুন এবং রাতে জন্তুযানের প্রতি কোমল ব্যবহার করা ও তাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা মুস্তাহাব। আর যে ব্যক্তি কর্তব্য পালনে অবহেলা করে তাকে তাকিদ দেয়া এবং সাওয়ারী পশু শক্তিশালী হলে সাওয়ারীর পিঠে নিজের সাথে অন্য কাউকে আরোহন করানো জায়েয।

٩٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَاَعْطُوا الْاِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْاَرْضِ وَاِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ فَاَسْرِعُوْا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَبَادِرُوْا بِهَا نِقْيَهَا وَاِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيْقَ فَاِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَاوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৬২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সবুজ-শ্যামল ভূমিতে সফর করলে উটকে জমিতে তার অংশ দেবে, আর অনুর্বর ও অনাবাদী জমিতে সফর করার সময় দ্রুত অতিক্রম করবে,

যাতে তাদের শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে। রাত্রি যাপন করতে চাইলে পথ থেকে সরে যাও। কারণ রাত্রে পথ দিয়ে চতুষ্পদ জন্তুরা চলাচল করে এবং সেখানে কীট ও সরীসৃপের আবাস।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর "উটকে জমি থেকে তার প্রাপ্য অংশ দাও", এর অর্থ হচ্ছে, চলার সময় উটের সাথে কোমল ব্যবহার করো যেন তা অগ্রসর হতে হতে (পথের দু'পাশের তৃণ-গুল্ম আচ্ছাদিত জমি থেকে) খেতে পারে। আর "শক্তি অক্ষুণ্ন থাকে", এর অর্থ হচ্ছে (অনুর্বর জমির উপর দিয়ে চলার সময়) দ্রুত চলে গন্তব্য স্থলে পৌছে যাও, যাতে সফরের কষ্টের কারণে উটের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবার আগেই গন্তব্যে পৌছে যাওয়া যায়। আর "তা'রীস" শব্দের অর্থ রাতে যাত্রাবিরতি করা।

٩٦٣- وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلٰى كَفِّهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৬৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালে রাত যাপন করতে হলে ডান কাতে শয়ন করতেন এবং সকাল হবার পূর্বে শুতে হলে নিজের হাত খাড়া করে হাতের তালুর উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আলিমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাত এজন্য খাড়া করে শুয়ে থাকতেন, যাতে তিনি নিদ্রায় বিভোর হয়ে না পড়েন এবং ফজরের নামায ঠিক সময়মত অথবা প্রথম ওয়াক্তে পড়তে অসুবিধা না হয়।

٩٦٤- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَاِنَّ الْاَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৯৬৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাতে সফর করা নিজেদের জন্য অপরিহার্য করে নাও। কারণ রাতে যমিনকে গুটিয়ে নেয়া হয়।

ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। "আদ্-দুলজাতু" অর্থ রাতে সফর করা।

٩٦٥- وَعَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ اِذَا نَزَلُوْا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوْا فِى الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِىْ هٰذِهِ الشِّعَابِ وَالْاَوْدِيَةِ اِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلَمْ يَنْزِلُوْا بَعْدَ ذٰلِكَ مَنْزِلاً اِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ –

৯৬৫। আবু সা'লাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (সফর অবস্থায়) কোন মনযিলে অবতরণ করলে, (সাধারণত) গিরিপথ বা উপত্যকাগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়তো। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এইসব গিরিপথ ও উপত্যকাগুলিতে তোমাদের বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়া আসলে শয়তানের কারসাজি। এরপর সাহাবীগণ কোথাও অবতরণ করলে, তারা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতেন। ইমাম আবু দাঊদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٦٦- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍو وَقِيْلَ سَهْلِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيِّ الْمَعْرُوْف بِابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيْرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوْهَا صَالِحَةً وَكُلُوْهَا صَالِحَةً . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

৯৬৬। সাহ্‌ল ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। আর কারো মতে তিনি সাহল ইবনে রাবী ইবনে আমর আনসারী, যিনি ইবনুল হানযালীয়াহ (রা) নামে খ্যাত এবং যিনি বাই'আতুর রিদওয়ান দলের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উটের পাশ দিয়ে গেলেন। উটটির পিঠ তার পেটের সাথে ঠেকে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ তোমরা এই অবলা পশুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কাজেই সুস্থ ও সবল অবস্থায় এদের পিঠে সাওয়ার হও আর সুস্থ অবস্থায় এদেরকে আহার কর।
ইমাম আবু দাঊদ সহীহ্ সনদ সহকারে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٩٦٧- وَعَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ وَاَسَرَّ اِلَيَّ حَدِيْثًا لاَ اُحَدِّثُ بِهِ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ اَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ اَوْ حَائِشُ نَخْلٍ يَعْنِيْ حَائِطَ نَخْلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ هٰكَذَا مُخْتَصَرًا- وَزَادَ فِيْهِ الْبَرْقَانِيْ بِاِسْنَادِ مُسْلِمٍ بَعْدَ قَوله حَائِشُ نَخْلٍ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ اَيْ سَنَامَهُ وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ فَقَالَ

مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ هٰذَا لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَفَلاَ تَتَّقِي اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِيْ مَلَّكَكَ اللّٰهُ اِيَّاهَا فَاِنَّهُ يَشْكُوْ اِلَيَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ كَرِوَايَةِ الْبَرْقَانِيِّ .

৯৬৭। আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জন্তুযানে তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমার কানে কানে একটি কথা বললেন। কথাটি আমি কাউকে বলবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় যে জিনিস দ্বারা পর্দা বা আড়াল করা পছন্দ করতেন তা হল দেয়াল বা খেজুরের ডাল বা ঝোঁপ।

ইমাম মুসলিম এভাবে সংক্ষেপে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইমাম বারকানী ইমাম মুসলিমের এই সনদ সহকারে 'হায়েশ্ নাখলিন' শব্দ দু'টির পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলি বর্ণনা করেছেন ঃ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের এক ব্যক্তির বাগানে প্রবেশ করলেন। সেখানে ছিল একটি উট। উটটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার সাথে সাথেই আওয়াজ করে উঠলো এবং তার চোখ দু'টি থেকে ঝর ঝর করে পানি পড়তে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেন এবং তার কাঁধ ও মাথার পেছনের অংশে হাত বুলালেন। এতে উটটি শান্ত হল। তিনি বললেন ঃ উটটির মালিক কে? উটটি কার? এক আনসারী যুবক এগিয়ে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমার। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে এই পশুটির মালিক বানিয়েছেন, এ ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? কারণ সে আমার কাছে নালিশ করেছে ঃ তুমি তাকে ভুখা রাখ এবং তাকে দিয়ে বেশি বোঝা বহন করাও।

ইমাম বারকানীর অনুরূপ ইমাম আবু দাউদও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ভাষাবিদগণ "যিফরা" শব্দটির অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ উটের কানে পেছনের যে অংশটিতে ঘাম হয় সেটিকেই বলা হয় যিফরা। আর "তুদইবুহু" শব্দটির অর্থ হচ্ছে, তাকে পরিশ্রান্ত করে দিল।

٩٦٨- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لاَ نُسَبِّحُ حَتّٰى نَحُلَّ الرِّحَالَ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

৯৬৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে আমরা কোন মনযিলে অবতরণ করলে হাওদা না খোলা পর্যন্ত নামায পড়তাম না।

ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর তাঁর কথা "লা-নুসাব্বিহু" শব্দটির অর্থ নফল নামায পড়তাম না। অর্থাৎ এ হাদীসটির অর্থ হচ্ছে ঃ নফল নামায পড়ার প্রতি আমাদের অত্যধিক লোভ সত্ত্বেও হাওদা খোলা এবং বাহনের পশুদের আরাম পৌঁছানোকে আমরা নামাযের উপর অগ্রাধিকার দিতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
সফররত অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা।

এই অনুচ্ছেদের আওতায় ইতিপূর্বে অনেক হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন ঃ "আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ সে তার ভাইকে সাহায্য করে"[১] এবং "প্রতিটি সৎকাজই একটি সাদাকা"।[২] এ ধরনের আরো বিভিন্ন হাদীস।

٩٦٩- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلٰى رَاحِلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلٰى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ فَذَكَرَ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ حَتّٰى رَاَيْنَا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لِاَحَدٍ مِنَّا فِىْ فَضْلٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৯৬৯। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে থাকা অবস্থায় অকস্মাৎ এক ব্যক্তি তার সাওয়ারীতে চড়ে এলো। সে তার চোখ ডানে ও বাঁয়ে ঘোরাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তির সাথে অতিরিক্ত জন্তুযান আছে তার সেটি এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত যার একটিও সাওয়ারী নেই। আর যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত খাদ্য আছে তা এমন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া উচিত যার কাছে কোন খাবার নেই। এরপর তিনি বিভিন্ন ধরনের সম্পদের কথা বলতে লাগলেন, এমনকি আমরা মনে করতে থাকলাম যে, কোন ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর উপর তার কোন অধিকার নেই।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ اِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَ عَشِيْرَةٌ فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمْ اِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِ الثَّلاَثَةَ فَمَا لِاَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ اِلاَّ عُقْبَةٌ يَعْنِىْ كَعُقْبَةِ اَحَدِهِمْ قَالَ فَضَمَمْتُ اِلَىَّ اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً مَا لِىْ اِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ اَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِىْ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

---

১. দেখুন ২৪৪ নম্বর হাদীস, প্রথম খণ্ড।

২. দেখুন ১৩৪ নম্বর হাদীস, প্রথম খণ্ড।

৯৭০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধের সংকল্প করলেন। তিনি বলেন ঃ হে মুহাজির ও আনসারগণ! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন একটি দল রয়েছে যাদের কোন অর্থ-সম্পদ নেই এবং কোন জ্ঞাতিগোষ্ঠীও নেই। তোমাদের প্রত্যেকে যেন দু'জন বা তিনজন লোক নিজেদের সাথে শামিল করে। কারণ আমাদের কারোর আরোহণের সাওয়ারী নেই, পালাক্রমে সাওয়ার হওয়া ছাড়া। জাবির (রা) বলেন, আমি নিজের সাথে দু'জন বা তিনজনকে শামিল করে নিলাম। আমার উটের পিঠে তাদের একেকজনের মত আমি পালাক্রমে সাওয়ার হতাম।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧١- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِى الْمَسِيْرِ فَيُزْجِى الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْا لَهُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ -

৯৭১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে পেছনে চলতেন যাতে দুর্বল সাওয়ারীদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলে তাকে নিজের পেছনে সাওয়ার করিয়ে নিতে এবং তার জন্য দু'আ করতে পারেন।

ইমাম আবু দাউদ উত্তম সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

সাওয়ারীর পিঠে (বা যানবাহনে) চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হয়।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُم عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আর তিনি তৈরি করেছেন তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ প্রাণী যাদের উপর তোমরা সাওয়ার হও, যাতে তোমরা তার পিঠে শক্ত হয়ে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর আর বল ঃ পাক পবিত্র হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি আমাদের জন্য একে অনুগত করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশ করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আয্ যুখরুফ ঃ ১৩)

٩٧٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ اِذَا اسْتَوٰى عَلٰى بَعِيْرِهٖ خَارِجًا اِلٰى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ (سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاَطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ وَاِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যাওয়ার জন্য উটের পিঠে সাওয়ার হতেন, তখন তিনবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়তেন, তারপর বলতেন ঃ "সুব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌আলুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্‌রা ওয়াত্‌ তাক্‌ওয়া ওয়া মিনাল আমালে মা তারদা। আল্লাহুম্মা হাওয়েন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াত্‌বি আন্না বু'দাহ্‌। আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস্‌ সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ওয়াসাইস সাফরে ওয়া কাবাতিল মানযারে ওয়া সূইল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহ্‌লি ওয়াল ওয়ালাদি" (পাক পবিত্র সেই সত্তা যিনি এটিকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশ করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। আর আমরা অবশ্যি আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরে আমরা তোমার কাছে নেকী ও তাকওয়ার প্রার্থনা করছি এবং সেই আমল চাচ্ছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্বকে আমাদের জন্য গুটিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি সফরে আমাদের সাথী এবং পরিবারে আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, মর্মান্তিক দৃশ্যের উদ্ভব থেকে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান সন্তুতির মধ্যে খারাপভাবে ফিরে আসা থেকে।" আর সফর থেকে ফিরে এসেও তিনি এই একই দু'আ পড়তেন। তবে তখন এর সাথে এটুকু যোগ করতেন। "আইবূনা তাইবূনা 'আবিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন" (আমরা প্রত্যাবর্তনকারী নিরাপত্তার সাথে, আমরা তাওবাকারী, আমরা নিজেদের প্রভুর ইবাদাতকারী ও প্রশংসাকারী)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে "মুকরিনীন" শব্দটির অর্থ ক্ষমতা ধারণকারীরা, আর 'আল-ওয়াসাউ' অর্থ কাঠিন্য ও কষ্ট। 'আল-কাবাতু' অর্থ দুঃখ-মর্মবেদনা প্রভৃতির কারণে মানসিক পরিবর্তন। "আল-মুনকালাবু" অর্থ প্রত্যাবর্তন করার স্থান।

٩٧٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْنِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন, সফরের কষ্ট ও কাঠিন্য থেকে, খারাপ অবস্থায় ফিরে আসা থেকে, পরিবৃদ্ধির পর ক্ষতি থেকে, মাযলুমের বদদু'আ থেকে এবং পরিজন ও সম্পদের খারাপ অবস্থা দেখা থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧٤- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اُتِىَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَوٰى عَلٰى ظَهْرِهَا قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيْلَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ قَالَ اِنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا قَالَ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِىْ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِىْ بَعْضِ النُّسَخِ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِىْ دَاوُدَ.

৯৭৪। আলী ইবনে রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র কাছে হাযির হলাম। আরোহণের জন্য তাঁর কাছে একটি সাওয়ারী আনা হল। তিনি রেকাবে তাঁর পা রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে যাত্রা করছি), তারপর তার পিঠে চড়ে বললেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবূন (সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা তার শক্তি রাখতাম না। অবশ্যি আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবো)। তারপর তিনি "আলহামদু

লিল্লাহ" বললেন তিনবার, তারপর "আল্লাহু আকবার" বললেন তিনবার, তারপর বললেন ঃ সুবহানাকা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফির লী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লা আনতা (তুমি পাক-পবিত্র, অবশ্যি আমি আমার নিজের উপর যুল্‌ম করেছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও, তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই)। তারপর তিনি হাসলেন। তাঁকে বলা হল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক এমনটি করতে দেখেছিলাম যেমনটি আমি করলাম, তারপর তিনি হেসেছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ "তোমার পাক-পবিত্র প্রতিপালক নিজের বান্দার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করেন যখন সে বলে ঃ আমার গুনাহ মাফ করে দাও। সে জানে যে, আমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।"

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম তিরমিযীর কোন কোন লিপিতে এটিকে হাসান ও সহীহ বলা হয়েছে। আর এ হাদীসের মূল পাঠ আবু দাউদের।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

উপত্যকা, টিলা বা অনুরূপ উঁচু স্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের "আল্লাহু আকবার" বলা, সমতলভূমি বা অনুরূপ স্থানে নামার সময় "সুবহানাল্লাহ" বলা এবং বেশি উচ্চস্বরে তাকবীর ইত্যাদি না বলা।

٩٧٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৭৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন উচ্চ স্থানে উঠতাম তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং যখন নীচের দিকে নামতাম তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতাম।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوْشُهُ اِذَا عَلَوُا الثَّنَايَا كَبَّرُوْا وَاِذَا هَبَطُوْا سَبَّحُوْا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৯৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনী যখন উঁচু ভূমিতে উঠতেন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং যখন নীচের দিকে নামতেন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧٧- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ كُلَّمَا اَوْفٰى عَلٰى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوْشِ اَوِ السَّرَايَا اَوِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ.

قَوْلُهُ اَوْفٰى اَيْ اِرْتَفَعَ وَقَوْلُهُ فَدْفَدٍ وَهُوَ الْغَلِيْظُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْاَرْضِ .

৯৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ বা উমরা থেকে ফেরার পথে যখনই কোন উচ্চ স্থান বা টিলায় উঠতেন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর বলতেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আয়িবূনা তায়িবূনা আবিদূনা সাজিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূন। সাদাকাল্লাহু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহু" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদাতকারী, আমরা সিজদাকারী, আমরা আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "যখন তিনি যুদ্ধ বা ক্ষুদ্র সেনা অভিযান বা হজ্জ অথবা 'উমরা থেকে ফিরতেন"। 'আওফা' শব্দের অর্থ হচ্ছে উপরে উঠতেন। 'ফাদফাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কঠিন ও ভূ-স্তর থেকে উঁচু জায়গা।

٩٧٨- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُسَافِرَ فَاَوْصِنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৯৭৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যেতে মনস্থ করেছি। কাজেই আমাকে ওসিয়াত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি অবশ্যি তাকওয়া অবলম্বন করবে, আর প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (উঠার সময়) তাকবীর

বলবে। লোকটি সেখান থেকে ফিরে চললে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! তার দূরত্বকে গুটিয়ে দাও এবং সফরকে তার জন্য সহজ করে দাও।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

٩٧٩- وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৭৯। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকায় চড়তাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতাম ও তাকবীর পড়তাম এবং আমাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে যেত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। কারণ তোমরা কোন বধির এবং অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করছ না। তিনি তোমাদের সংগেই আছেন, তিনি (সর্বত্র সবকিছু) শুনেন এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব।

٩٨٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ فِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ عَلٰى وَلَدِهِ.

৯৮০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সেগুলি হচ্ছে ঃ মাযলূমের দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং পুত্রের জন্য পিতার দু'আ।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। তবে ইমাম আবু দাউদের রিওয়ায়াতে "পুত্রের জন্য" শব্দ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

মানুষ বা অন্য কিছুর ক্ষতির আশংকা হলে যে দু'আ পড়বে।

٩٨١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৯৮১। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সম্প্রদায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করতেন তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম (হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মুখোমুখি করছি এবং তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি)।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করলে যে দু'আ পড়বে।

٩٨٢- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْئٌ حَتّٰى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهٖ ذٰلِكَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮২। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন স্থানে যাত্রাবিরতি করে এবং তারপর বলে ঃ আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাকা (আমি আল্লাহর পূর্ণাংগ কালেমাগুলির সহায়তায় তাঁর সৃষ্টবস্তুর অনিষ্টকারিতা থেকে তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি), তাকে সেই স্থান থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٨٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ فَاَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكِ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ اَسَدٍ

وَاَسْوَدٍ وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

وَالْاَسْوَدُ الشَّخْصُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَسَاكِنُ الْبَلَدِ هُمُ الْجِنُّ الَّذِيْنَ هُمْ سُكَّانُ الْاَرْضِ قَالَ وَالْبَلَدُ مِنَ الْاَرْضِ مَا كَانَ مَاوَى الْحَيْوَانِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ بِنَاءٌ وَمَنَازِلُ قَالَ وَيَحْتَمِلُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَالِدِ اِبْلِيْسُ وَمَا وَلَدَ الشَّيَاطِيْنُ .

৯৮৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন এবং সফরে রাত হয়ে যেত, তখন তিনি বলতেন ঃ ইয়া আরদু রাব্বী ওয়া রাব্বুকিল্লাহ, আউযু বিল্লাহি মিন শাররিকি ওয়া শাররি মা ফীকি ওয়া মিন শাররি মা খুলিকা ফীকি ওয়া শাররি মা ইয়াদিব্বু আলাইকি, আউযু বিকা মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদ ওয়া মিনাল হাইয়াতি ওয়াল আকরাবি, ওয়া মিন সাকিনিল বালাদি ওয়া মিন ওয়ালিদিন ওয়ামা ওয়ালাদ (হে যমীন! তোমার ও আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই তোমার অনিষ্টকারিতা থেকে, তোমার ভেতরে যা আছে তার অনিষ্টকারিতা থেকে এবং তোমার উপরে যা কিছু চরে বেড়ায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে। আর আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই বাঘ ও কালসাপ থেকে এবং সব রকমের সাপ ও বিচ্ছু থেকে আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং জন্মদানকারী ও জন্মলাভকারীর অনিষ্টকারিতা থেকে)।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আসওয়াদ' বলা হয় কালসাপ বা দুর্বৃত্তদেরকে। ইমাম খাত্তাবী বলেন, 'সাকিনুল বালাদ' হচ্ছে জিন সম্প্রদায়, যারা পৃথিবীতে বাস করে। তিনি বলেন, বালাদ হচ্ছে যমিনের এমন একটি অংশ যেখানে প্রাণীরা বাস করে, যদিও সেখানে কোন ঘরবাড়ি ও মনযিল নেই। তিনি বলেন, 'ওয়ালিদ' (পিতা) শব্দটি 'ইবলিস' অর্থে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 'ওয়ামা ওয়ালাদা' (আর যা কিছু জন্মলাভ করেছে) শব্দ ক'টি শয়তানরা (অর্থাৎ ইবলিস ছাড়া অন্যান্য শয়তান সম্প্রদায়) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর মুসাফিরের অবিলম্বে তার পরিবারে ফিরে আসা।

٩٨٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَاِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهٖ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهٖ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ نَهْمَتَهُ مَقْصُوْدَهُ.

৯৮৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্টের) একটি অংশ। সফর তোমাদের সফরকারীর পানাহার ও নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলেই তার দ্রুত নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসা উচিত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'নাহমাতাহু' অর্থ 'তার উদ্দেশ্য'।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

সফর থেকে দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসা মুস্তাহাব এবং প্রয়োজন ছাড়া রাতে আসা অপছন্দনীয়।

٩٨٥- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَطَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقَنَّ اَهْلَهُ لَيْلًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ لَيْلًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সফরে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করার পর রাত্রিবেলা যেন তার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে না আসে। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে রাত্রিবেলা তার পরিবার পরিজনের কাছে (সফর থেকে) ফিরে আসতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٩٨٦- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيْهِمْ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلطُّرُوْقُ اَلْمَجِئُ فِي اللَّيْلِ.

৯৮৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফর থেকে ফিরে) নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে রাতে আসতেন না, বরং তিনি সকালে বা বিকালে তাদের কাছে আসতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। "আত্-তুরূকু" অর্থ 'রাত্রে আসা'।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

সফর থেকে ফেরার পথে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ পড়তে হবে।

এই আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীস ইতিপূর্বে "উঁচুতে চড়ার সময় মুসাফিরের আল্লাহু আকবার বলা" অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে।

٩٨٧- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফর থেকে ফিরে এলাম। অবশেষে যখন আমরা মদীনা দেখতে পেলাম তখন তিনি বললেন ঃ "আয়িবূনা তায়িবূনা 'আবিদূনা লিরাব্বিনা হামিদূনা" (আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদাতকারী, আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী)। আমরা মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি একথাটি বারবার বলতে থাকলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে নিজের মহল্লার মসজিদে পদার্পণ করা এবং সেখানে দুই রাক্‌আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

٩٨٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৮। কা'ব ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, প্রথমে মসজিদে আসতেন, অতঃপর সেখানে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

মহিলাদের একাকী সফর করা হারাম।

٩٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيْهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৮৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য মাহরাম পুরুষ সাথী ছাড়া একদিন ও একরাতের দূরত্বের সফর করা জায়েয নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ اِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْاَةُ اِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ امْرَاَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاِنِّيْ اُكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ اِنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মাহ্‌রাম পুরুষ সাথী ছাড়া যেন কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে। আর কোন মহিলা যেন নিজের সাথে মাহ্‌রাম পুরুষ সাথী ছাড়া সফর না করে। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী তো হজ্জে যাচ্ছে, আর ওদিকে আমি অমুক অমুক জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার নাম লিখিয়েছি। তিনি বলেন ঃ যাও, নিজের স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায় ঃ

কিতাবুল ফাদাইল

(বিভিন্ন আমলের ফযীলাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

আল কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলাত।

٩٩١- عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِقْرَؤُوا الْقُرْاٰنَ فَاِنَّهُ يَاْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯১। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আল কুরআন পড়। কারণ কিয়ামাতের দিন আল কুরআন তার পাঠকারীর জন্য শাফা'আতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٢- وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْاٰنِ وَاَهْلِهِ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَاٰلِ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯২। নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন আল কুরআনকে এবং দুনিয়ায় আল কুরআন অনুযায়ী আমলকারীদেরকে আনা হবে। আল কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান। এ সূরা দু'টি তাদের পাঠকারীদের পক্ষে বিতর্ক করবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٣- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৯৩। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে আল কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে তা শিখায়।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৯৯৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং আল কুরআনের বিশেষজ্ঞ হয়, সে (পরকালে) অনুগত সম্মানিত ফেরেশতাদের সান্নিধ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আল কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা পড়তে পড়তে আটকে যায়, আর তা পড়া তার জন্য কঠিন হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সাওয়াব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٥- وَعَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مِثْلُ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৫। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুমিন ব্যক্তি আল কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলালেবু। তার খুশ্‌বু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মুমিন ব্যক্তি আল কুরআন পড়ে না সে খোরমার মতো। তাতে খুশ্‌বু নেই কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। যে মুনাফিক আল কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ফুল। খুশ্‌বু তার মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে মাকাল ফলের মত। তাতে কোন খুশ্‌বুও নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اٰخَرِيْنَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৯৯৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই কিতাবের (কুরআন মজীদ) মাধ্যমে আল্লাহ বহু জাতির উত্থান ঘটান (অর্থাৎ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করেন), আবার এই কিতাবের মাধ্যমে (অর্থাৎ এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে) বহু জাতির পতন ঘটান।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٩٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْاٰنَاءُ السَّاعَاتُ.

৯৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি বিষয় ছাড়া কিছুই ঈর্ষাযোগ্য[১] নয়। প্রথম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ আল কুরআনের সম্পদ দান করেছেন এবং সে দিবা-রাত্র তা তিলাওয়াত করে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-দৌলত দান করেছেন এবং সে দিন-রাতের বিভিন্ন সময় তা (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। "আল-আনাউ" অর্থ সময়, মুহূর্ত।

٩٩٨- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ

---

১. ঈর্ষার আর একটি বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে হিংসা। এই ঈর্ষা ও হিংসা উভয় অর্থেই হাদীসে 'হাসাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাসাদ দুই ধরনের। এক ধরনের হাসাদকে শরী'আত হারাম গণ্য করেছে। যথার্থ হিংসা অর্থে ব্যবহৃত যে 'হাসাদ' তা শরী'আতে একেবারেই হারাম। এই হাসাদ বা হিংসার ফলস্বরূপ একজন অন্যজনের উন্নতি দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। তার ক্ষতি কামনা করে। আল্লাহ তাকে যে নি'আমাত দান করেছেন তা যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়– মনে মনে এ বাসনা পোষণ করে। আর এই সংগে নিজের জন্য এসব নি'আমাতের আকাঙ্ক্ষা করে। এ ধরনের 'হাসাদ' কবীরা গুনাহ। এমন হিংসা যার ফলে মানুষ অন্যের ক্ষতি চায় না কিন্তু অন্যকে আল্লাহ যে নি'আমাত দান করেছেন তা নিজের জন্যও কামনা করে, এ ধরনের 'হাসাদ'-কে শরী'আতের পরিভাষায় 'গিবৃতা' বলা হয়। দীনের ব্যাপারে এ ধরনের 'হাসাদ'কে 'হাসান' বা ভাল বলা হয় আর দুনিয়ার কাজ-কারবারে একে 'মুবাহ' বা ক্ষমাযোগ্য বলা হয়েছে।

الْكَهْف وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوْطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلشَّطَنُ بِفَتْحِ الشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ الْحَبْلُ.

৯৯৮। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (নফল নামাযে) সূরা আল কাহ্ফ পড়ছিলেন এবং তার কাছে তার ঘোড়াটি দু'টি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। একখণ্ড মেঘ তার উপর ছেয়ে গেল। মেঘখণ্ড ক্রমেই তার নিকটবর্তী হচ্ছিল এবং তা দেখে ঘোড়াটি লফঝম্ফ শুরু করে দিল। সকাল হলে লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে ঘটনাটি শুনান। তিনি বলেন ঃ তা ছিল 'সাকীনাহ' (প্রশান্তি)। আল কুরআন পাঠের কারণে তা নাযিল হয়েছিল।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আশ-শাতানু' অর্থ 'দড়ি'।

৯৯৯- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لاَ اَقُوْلُ الٓمٓ حَرْفٌ وَلٰكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৯৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের (কুরআন) একটি হরফ পাঠ করে সে তার বদলায় একটি নেকী পায়। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ-লাম-মীমকে একটি হরফ বলছি না, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

১০০০- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهِ شَىْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১০০০। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পেটে আল কুরআনের কোন অংশই নেই সে (সেই পেট) বিরান ঘর তুল্য।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা বরেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

١٠٠١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَؤُهَا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১০০১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামাতের দিন) আল কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, আল কুরআন পড় ও জান্নাতের মনযিলে আরোহণ কর এবং থেমে থেমে আল কুরআন পড়তে থাক যেমন তুমি দুনিয়ায় পড়তে। কারণ জান্নাতে তোমার স্থান হবে সেই শেষ আয়াতটি শেষ করা পর্যন্ত যা তুমি পড়ছো।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

কুরআন মজীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তা বিস্মৃত হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা।

١٠٠٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ فَوَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ اَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْاِبِلِ فِىْ عُقُلِهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই আল কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণ কর (অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক)। সেই সত্তার কসম যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মুহাম্মাদের প্রাণ! নিঃসন্দেহে উট তার দড়ি থেকে যেমন দ্রুত সরে যায় আল কুরআন তার চাইতেও অনেক বেশি দ্রুত স্মৃতি থেকে মুছে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ اَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০০৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল কুরআনের হাফিযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাঁধা উট। মালিক তার রক্ষণাবেক্ষণ করলে সে ঠিক বাঁধা থাকে, আর তাকে ছেড়ে দিলে সে চলে যায়।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সুললিত কণ্ঠে আল কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং সুমধুর কণ্ঠে আল কুরআন পড়ানো ও তা শুনার ব্যবস্থা করা।

١٠٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَىْءٍ مَا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنّٰى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . مَعْنٰى اَذِنَ اللّٰهُ اَىِ اسْتَمَعَ وَهُوَ اِشَارَةٌ اِلَى الرِّضٰى وَالْقُبُوْلِ .

১০০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ নবীর সুললিত কণ্ঠে সরবে পড়া আল কুরআন শুনতে যত বেশি মনোযোগী হন, আর কোন বিষয় শুনার প্রতি তিনি এর চাইতে বেশি মনোযোগী হন না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। "আযিনাল্লাহু" অর্থ শুনার প্রতি মনযোগী হওয়া। এটি সন্তুষ্টি অর্জন ও গৃহীত হবার ইংগিত দেয়।

١٠٠٥- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِّنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَوْ رَاَيْتَنِىْ وَاَنَا اَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ.

১০০৫। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন ঃ তোমাকে দাউদের সুরসমূহের মধ্য থেকে একটি সুর দান করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যদি তুমি গতরাতে আমাকে তোমার আল কুরআন পড়া শুনতে দেখতে পেতে (তাহলে বড়ই খুশি হতে)!"

١٠٠٦- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০০৬। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইশার নামাযে ওয়াত্তীনি ওয়ায্ যাইতূন সূরাটি পড়তে শুনেছি। তাঁর চাইতে সুললিত কণ্ঠে আর কাউকে পড়তে আমি শুনিনি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٠٧- وَعَنْ اَبِيْ لُبَابَةَ بَشِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ فَلَيْسَ مِنَّا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ . وَمَعْنٰى يَتَغَنّٰى يُحَسِّنُ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ .

১০০৭। আবু লুবাবা বাশীর ইবনে আবদুল মুনযির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে আল কুরআন পাঠ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

উৎকৃষ্ট সনদে হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। "ইয়াতাগান্না" শব্দটির অর্থ আল কুরআন পাঠের সময় আওয়াজটাকে সুন্দর ও সুমধুর করা।

١٠٠٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى جِئْتُ اِلٰى هٰذِهِ الْاٰيَةِ : فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا. قَالَ حَسْبُكَ الْاٰنَ فَالْتَفَتُّ اِلَيْهِ فَاِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১০০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আমাকে আল কুরআন পড়ে শুনাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল কুরআন পড়ে শুনাব, অথচ আল কুরআন আপনার উপর নাযিল করা হয়েছে! তিনি বললেন ঃ আমি অন্যের কণ্ঠে আল কুরআন শুনতে ভালবাসি। কাজেই আমি তাঁর সামনে সূরা আন্ নিসা পড়লাম। আমি

পড়তে পড়তে যখন নিম্নোক্ত আয়াতটিতে আসলাম (অনুবাদ) ঃ "তারপর যখন আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এসব সম্পর্কে তোমাকেও (হে মুহাম্মাদ) এই উম্মাতের সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন কি অবস্থা হবে?"[১], তখন তিনি বললেন ঃ যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখলাম তাঁর চোখ দু'টি থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াতসমূহ পাঠে উদ্বুদ্ধ করা।

١٠٠٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَافِعِ بْنِ الْمُعَلّٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا اَنْ نَخرُجَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০০৯। আবু সাঈদ রাফে ইবনুল মু'আল্লা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আল কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সূরাটি কি আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব না? একথা বলে তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি না বলেছিলেন, আমি অবশ্যি তোমাকে আল কুরআনের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সূরাটি শিখিয়ে দেব। তিনি বললেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" সূরা। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে যা (নামাযে) বারবার পড়া হয়ে থাকে। আর এটি হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠١٠- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ

১. সূরা আন্ নিসা ঃ ৪১।

الْقُـرْاٰنِ . وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَصْحَابِهِ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقْرَاَ بِثُلُثِ الْقُرْاٰنِ فِىْ لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا اَيُّنَا يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০১০। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাটি পড়ার ব্যাপারে বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! নিঃসন্দেহে এ সূরাটি আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক রাতে এক-তৃতীয়াংশ আল কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবীদের নিকট এটা বড় কঠিন মনে হল। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এর ক্ষমতা রাখে? তিনি বললেন ঃ 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ' হচ্ছে আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠١١- وَعَنْهُ اَنَّ رَجُـلاً سَـمِعَ رَجُـلاً يَقْـرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّـا اَصْـبَحَ جَـاءَ اِلٰى رَسُـوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَانَ الـرَّجُلُ يَتَـقَالُّهَا فَـقَالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْـسِىْ بِيَـدِهِ اِنَّهَـا لَتَـعْـدِلُ ثُلُثَ الْـقُرْاٰنِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০১১। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' সূরাটি পড়তে শুনল। সে বারবার সেটা পড়ছিল। সকাল হবার পর প্রথম ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করল। আর লোকটি যেন এ আমলটিকে সামান্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! এ সূরাটি আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠١٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

“কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” সূরা সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ সূরাটি আল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠١٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُحِبُّ هٰذِهِ السُّوْرَةَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ تَعْلِيْقًا.

১০১৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এ “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” সূরাটি ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তোমার এই সূরাটির প্রতি ভালবাসা তোমাকে অবশ্যি জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহীহুল বুখারীতে “তা'লীক” (সনদ বর্জিত) হাদীস হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٠١٤- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৪। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি জান না, আজ রাতে এমন কতিপয় আয়াত নাযিল হয়েছে যার কোন নজীর ইতিপূর্বে ছিল না? (সে আয়াতগুলি হচ্ছে) ‘কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক’ ও ‘কুল আউযু বিরাব্বিন নাস’।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠١٥- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتّٰى نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১০১৫। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন থেকে ও মানুষের নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। শেষ পর্যন্ত “কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক” ও “কুল আউযু

বিরাব্বিন নাস" সূরা দু'টি নাযিল হয়। এ সূরা দু'টি নাযিল হওয়ার পর তিনি এ দু'টিকে ঐ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে নিলেন এবং এর বাইরের সব কিছু পরিহার করলেন।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٠١٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْقُرْاٰنِ سُوْرَةٌ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِىَ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ تَشْفَعُ.

১০১৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল কুরআনের একটি সূরায় তিরিশটি আয়াত রয়েছে। সূরাটি এক ব্যক্তির শাফা'আত (সুপারিশ) করল, শেষ পর্যন্ত (এর ফলে) ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হল। সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌ক' (সূরা আল-মুল্‌ক)।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস গণ্য করেছেন। ইমাম আবু দাউদের এক বর্ণনাতে 'তাশফাউ' (শাফা'আত করবে) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

١٠١٧- وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَاَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০১৭। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'কাফাতাহু' শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ সেই রাতে তার প্রতিকূলে যাবতীয় অনিষ্টের জন্য যথেষ্ট হয়। ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে ঃ তার নিশি জাগরণের (রাত জেগে ইবাদাত করার) জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়।

١٠١٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَاُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০১৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত (ইবাদাত শূন্য) করো না। অবশ্যি যে ঘরে সূরা আল বাকারা পড়া হয় সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠١٩- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اَتَدْرِىْ اَىُّ اٰيَةٍ مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَعَكَ اَعْظَمُ قُلْتُ : اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ. فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ اَبَا الْمُنْذِرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০১৯। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার সংগে আল্লাহর যে কিতাব আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি? আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূম"। তিনি আমার বুক চাপড়িয়ে বললেন ঃ হে আবুল মুনযির! ইল্‌ম তোমার জন্য মুবারক হোক।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ وَبِىْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ مُحْتَاجٌ وَعَلَىَّ عِيَالٌ لاَ اَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ اَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اٰخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ اِنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّكَ لاَ تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ فَقَالَ دَعْنِىْ فَاِنِّىْ

أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللّٰهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ فَاِنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ فَاَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أُسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِى اللّٰهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِيْ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ اَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ (اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) وَقَالَ لِيْ لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قُلْتُ لاَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০২০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত (সাদাকায়ে ফিতর) সংরক্ষণ ও পাহারা দেবার দায়িত্ব দিলেন। এ দায়িত্ব পালনকালে এক ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং খাদ্যবস্তু তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। তাকে বললাম, আমি তোমাকে অবশ্যি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করব। সে বলল, আমি একজন অভাবী, সন্তানদের বোঝাও আমার ঘাড়ে আছে এবং প্রয়োজনও আমার খুব বেশি। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা! গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার অভাব ও সন্তানদের কথা বলল, তাই আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ সে অবশ্যি তোমাকে মিথ্যা বলেছে। তবে আবার সে আসবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় আমি জানতে পারলাম, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার জন্য আড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি বললাম, তোমাকে আমি অবশ্যি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, কারণ আমি অভাবী, আর সন্তানদের বোঝাও আমার উপর আছে। এরপর আমি আর চুরি করতে আসব না। তার কথায় দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু হুরাইরা! গতরাতে তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে অভাব ও সন্তান পালনের ব্যয়ভারের অভিযোগ করল। কাজেই আমি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি বললেন ঃ অবশ্যি সে তোমাকে মিথ্যা বলেছে।

সে আবার আসবে। এরপর আমি তৃতীয় বার তার জন্য আড়ি পেতে থাকলাম। সে এসে খাদ্যবস্তু সরাতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। আমি বললাম, আমি অবশ্যি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করব। কারণ এই নিয়ে তিনবার তুমি বলেছ যে, তুমি আর আসবে না। কিন্তু প্রতিবারেই তুমি ফিরে এসেছ। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু কালেমা শিখিয়ে দেব যার দ্বারা আল্লাহ তোমাকে লাভবান করবেন। আমি বললাম, সেগুলো কি? সে বলল, তুমি যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে, আয়াতুল কুরসি পড়বে। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর সব সময় একজন হিফাযাতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান তোমার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। এভাবে সকাল হয়ে যাবে। একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ গত রাতে তোমার কয়েদী কি করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে ওয়াদা করল যে, সে এমন কিছু কালেমা আমাকে শিখিয়ে দেবে যার ফলে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবার সময় আয়াতুল কুরসী পড়বে– প্রথম থেকে শুরু করে 'আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়ুল কাইয়ূম'-এর শেষ পর্যন্ত। আর সে আমাকে এও বলেছে, এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হিফাযাতকারী সব সময় তোমার উপর নিযুক্ত থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছেও ঘেঁষতে পারবে না এবং এভাবে সকাল হয়ে যাবে। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কথাটা সে অবশ্যি তোমাকে সত্য বলেছে। তবে সে হচ্ছে মিথ্যুক। কিন্তু হে আবু হুরাইরা! তুমি কি জান, গত তিন দিন থেকে তুমি কার সাথে কথা বলছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ সে হচ্ছে শয়তান।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٢١- وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ وَفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২১। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা আল কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে বেঁচে যাবে। অন্য এক বর্ণনাতে বলা হচ্ছে, সূরা আল কাহ্ফের শেষ দশটি আয়াত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ أُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ : فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا اِلاَّ أُعْطِيْتَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ . اَلنَّقِيْضُ الصَّوْتُ .

১০২২। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জিবরীল (আ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তিনি উপর থেকে কিছু আওয়াজ শুনে মাথা তুললেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আসমানের একটি দরজা। আজকের দিনে এটা খোলা হয়েছে। ইতিপূর্বে আর কোন দিন এটা খোলা হয়নি। তারপর এই দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা অবতরণ করলেন। জিবরীল বললেন, এই ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। ইতিপূর্বে আর কখনো সে পৃথিবীতে অবতরণ করেনি। ফেরেশতা তাঁকে (নবী সা.) সালাম করলেন এবং বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন এমন দু'টি নূরের যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সে দু'টি হচ্ছে ঃ সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল বাকারার শেষ আয়াত। সেগুলির কোন একটি হরফ পড়লেই আপনাকে তার সাওয়াব দেয়া হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। "আন-নাকীদু" অর্থ আওয়াজ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

আল কুরআন তিলাওয়াতের জন্য লোক সমাগম করা মুস্তাহাব।

١٠٢٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন একটি দল আল্লাহর কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব

তিলাওয়াত করলে এবং নিজেদের মধ্যে তার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, ফেরেশ্‌তারা নিজেদের ডানা মেলে তাদের উপর ছায়া বিস্তার করে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থিত (ফেরেশতা)-দের মাঝে তাদের আলোচনা করেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

উযূর ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠবে, তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলবে, মাথা মাসেহ করবে এবং দুই পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে। আর যদি তোমরা নাপাক অবস্থায় থাক তাহলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। যদি তোমরা রোগাক্রান্ত হও বা সফররত থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা যদি স্ত্রীসহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। এ অবস্থায় ঐ মাটির উপর হাত রেখে সেই হাত দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাত মাসেহ করবে। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি চান তেমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামাত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিতে। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা আল মাইদা ঃ ৬ আয়াত)

١٠٢٤- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতকে কিয়ামাতের দিন (জান্নাতের দিকে) "গুর্‌রান মুহাজ্জালীন" (উজ্জ্বল কপাল ও শুভ্র হস্ত-পদের অধিকারী) অবস্থায় ডাকা

হবে, উযূর চিহ্নের কারণে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার ক্ষমতা রাখে তার তা করা উচিত।[১]
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٥- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوْءُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ মুমিনের সৌন্দর্য সে পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যে পর্যন্ত তার উযূর পানি পৌঁছে যাবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٢٦- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০২৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ করে এবং খুব ভালোভাবে ও সুন্দরভাবে উযূ করে, তার শরীর থেকে সমস্ত গুনাহ্ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٢٧- وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৭। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই উযূর মত উযূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে উযূ করবে তার পেছনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। আর তার নামায ও মসজিদ পর্যন্ত আসা নফল[২] হয়ে যাবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

১. 'গোর মুহাজ্জাল' অর্থ পঞ্চকল্যাণ ঘোড়া যার হস্ত-পদ ও ললাট ধবধবে সাদা, কিয়ামাতের দিন মুমিনদের উযূ-বিধৌত অঙ্গগুলো হবে অনুরূপ উজ্জ্বল ও ধবধবে সাদা। সুতরাং নির্দিষ্ট অঙ্গগুলো ভালভাবে ধুয়ে উত্তমরূপে উযূ করা উচিত।
২. নফল শব্দটি এখানে অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ হওয়ার পর এগুলো হবে তার জন্য বাড়তি নেকী।

١٠٢٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءَ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْمَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মুসলিম বা মুমিন বান্দা উযূ করে এবং তার মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার চেহারা থেকে তার চোখ দ্বারা কৃত সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার হাত দু'টি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার হাত দু'টি থেকে তার হাত দ্বারা কৃত সমস্ত গুনাহ্ বের হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার পা দু'টি ধুয়ে ফেলে, পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুটির সাথে তার পা দ্বারা কৃত সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ পাকসাফ হয়ে যায়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٢٩- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَدِدْتُ اَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ. قَالُوْا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ اَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০২৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে এলেন এবং বললেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম মুমিনীন, ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকূন (হে মুমিনদের আবাসস্থলের অধিবাসীরা! তোমাদের প্রতি

শান্তি বর্ষিত হোক, আর আমরা ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব)। আমার হৃদয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল আমাদের ভাইদেরকে দেখব। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাব দিলেন ঃ তোমরা আমার সাহাবী (সাথী) আর আমার ভাই হচ্ছে যারা এখনও দুনিয়ায় আসেনি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মাতের যেসব লোক এখনও আসেনি তাদের আপনি কেমন করে চিনবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ দেখ, যদি কোন ব্যক্তির সাদা কপাল ও সাদা পাওয়ালা ঘোড়া অন্য কাল ঘোড়ার মধ্যে মিশে থাকে তাহলে কি সে তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হাঁ পারবে? তিনি বললেন ঃ তাহলে কিয়ামাতের দিন তারা এমন অবস্থায় আসবে যখন উযূর প্রভাবে তাদের কপাল ও হাত-পা থেকে ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়তে থাকবে এবং আমি তাদের আগেই হাওযে (কাওসারে) পৌঁছে যাব।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٣٠- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৩০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেই জিনিসটির খবর দেব না যার সাহায্যে আল্লাহ গুনাহ মুছে ফেলেন এবং যার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ কঠিন সময়ে পরিপূর্ণভাবে উযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক পদক্ষেপ করা এবং এক নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকা। এটিই তোমাদের সীমান্ত পাহারা, এটিই তোমাদের সীমান্ত পাহারা (প্রিয় জিনিস)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٣١- وَعَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৩১। আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে ঈমানের অর্ধাংশ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে এই কিতাবের সবর অধ্যায়ে হাদীসটির

বিস্তারিত বর্ণনা এসে গেছে। আর এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস 'আশা' অধ্যায়ের (কিতাবুর রজা) শেষের দিকে সাহাবী আমর ইবনে আবাসা (রা)-র মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এটি এমন একটি মহান হাদীস, যার মধ্যে বহু সৎকর্মের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

١٠٣٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

১০৩২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উযূ করে পরিপূর্ণভাবে অথবা (তিনি বলেন) যথাযথভাবে, তারপর বলে, "আশ্‌হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসূলুহু", তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সেগুলির যেটির মধ্য দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীর বর্ণনায় আরো আছে ঃ "আল্লাহুম্মাজ্‌'আল্‌নী মিনাত্‌ তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌'আল্‌নী মিনাল মুতাতাহ্‌হিরীন (হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং অত্যধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল কর)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আযানের ফযীলাত।

١٠٣٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْاِسْتِهَامُ الْاِقْتِرَاعُ وَالتَّهْجِيْرُ التَّكْبِيْرُ اِلَى الصَّلاَةِ.

১০৩৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকে যদি জানত আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারের মধ্যে কী আছে (কী পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে), অতঃপর লটারীর মাধ্যমে ছাড়া তা হাসিল করার কোন সুযোগ না থাকতো, তাহলে তারা এ ব্যাপারে অবশ্যই লটারী করতো। আর যদি তারা জানত নামাযে আগে আসার মধ্যে কী আছে (কী পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তারা সে দিকে অগ্রবর্তী হবার জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা জানত ইশার ও ফজরের নামাযের মধ্যে কি আছে (কী পরিমাণ সাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা তাতে শামিল হত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আল-ইসতিহাম' অর্থ লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ণয় করা। 'আত-তাহজীর' অর্থ নামায আদায়ের ব্যাপারে বিলম্ব না করে প্রথমেই ও সময় হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করা।

١٠٣٤- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৪। মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন মুয়ায্যিনগণ লোকদের মধ্যে সবচাইতে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٣٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ اِنِّىْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ لِلصَّلٰوةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَيْئٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সা'আ (র) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) তাকে বলেন, আমি দেখছি তুমি ছাগল ও বনভূমি ভালবাস। কাজেই যখন তুমি নিজের ছাগলগুলির সাথে বা বনভূমির মধ্যে থাকবে, নামাযের জন্য আযান দেবে এবং উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ আযানদাতার সুউচ্চ স্বর জিন, মানুষ ও বস্তু সমষ্টির মধ্যে যারাই শুনবে কিয়ামাতের দিন তারাই তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।

আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি একথা শুনেছি।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٣٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعُ التَّأْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يُخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَاُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلتَّثْوِيْبُ الْاِقَامَةُ.

১০৩৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য আযান হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে ছুটে পালিয়ে যেতে থাকে, যাতে আযানের আওয়াজ শুনতে না পায়। তারপর আযান শেষ হয়ে গেলে সে ফিরে আসে। আবার যখন নামাযের জন্য ইকামাত দেয়া হয় সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এমনকি ইকামাত শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে, যাতে মানুষ ও তার নফসের মধ্যে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করতে পারে। শয়তান বলে, অমুক জিনিসটা মনে কর, অমুক জিনিসটা মনে কর, যা ইতিপূর্বে তার মনে ছিল না। শেষে মানুষ এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, তার মনে থাকে না সে কত রাক্'আত নামায পড়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। "আত-তাসবীব" অর্থ ইকামাত।

١٠٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِىْ اِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَاَلَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা আযান দিতে শোন তখন তার পুনারাবৃত্তি কর যা মুয়াযযিন বলে। তারপর আমার উপর দরূদ পড়। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ এর বদলায় তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য উসীলার প্রার্থনা কর। উসীলা হচ্ছে জান্নাতে

এমন একটি স্থান, যা আল্লাহর সমস্ত বান্দাদের মধ্যে মাত্র এক বান্দার উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। কাজেই যে ব্যক্তি আমার জন্য উসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٣٨– وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৩৮। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়াযযিন যা বলে তার পুনরাবৃত্তি কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٣٩– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ– رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১০৩৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শোনার পর নিম্নোক্ত কথাগুলো বলে ঃ "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াত্তিত তাম্মাতে ওয়াস্-সালাত্তিল কায়িমাতে আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদীলাতা, ওয়াবআসহু মাকামাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ" (হে আল্লাহ! এই পূর্ণাংগ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদকে উসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান কর এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও), কিয়ামাতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٠– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ– رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৪০। সা'দ ইবনে আবী ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলে ঃ 'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল ইসলামি দীনান" (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদকে রাসূল এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট), তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٤١- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১০৪১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮
নামাযের ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"অবশ্যি নামায অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আল আনকাবূত ঃ ৪৫)

١٠٤٢- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَرَاَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوْا لاَ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ভেবে দেখ, যদি তোমাদের কারোর দরজার সামনে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে

তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি? সাহাবীগণ বললেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলির মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে ফেলে দেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلٰى بَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اَلْغَمْرُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْكَثِيْرُ.

১০৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি নামাযের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ একটি বড় নদী তোমাদের কারোর ঘরের দরজার সামনে দিয়ে প্রবহমান। তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। 'আল-গামরু' অর্থ প্রচুর, পর্যাপ্ত।

١٠٤٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَ مِنْ امْرَاَةٍ قُبْلَةً فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ اَلِيْ هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ اُمَّتِيْ كُلِّهِمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি এক স্ত্রীলোককে চুমো দেয়। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে একথা জানায়। ফলে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন (অনুবাদ) ঃ "নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে আর রাতের প্রথমাংশে। অবশ্যি ভাল কাজগুলো খারাপ কাজগুলোকে খতম করে দেয়" (সূরা হূদ ঃ ১১৪)। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এ হুকুম কি আমার একার জন্য? তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের সকলের জন্য।"
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٤٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ পর্যন্ত আদায়কৃত নামায এর মধ্যকার (সব গুনাহের) জন্য কাফ্ফারা, যদি কবীরা গুনাহ না করা হয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٦- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا اِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيْرَةٌ وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কোন মুসলিম ফরয নামাযের সময় হলেই ভালভাবে করে করে, তারপর ভয় ও বিনয় সহকারে নামায পড়ে, তার এ নামায তার আগের সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যদি সে কবীরা গুনাহ না করে। আর এ অবস্থা চলতে থাকে সমগ্র কালব্যাপী।[১]

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলাত।

١٠٤٧- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْبَرْدَانِ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ.

---

১. এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসগুলো এবং এ ধরনের আরো বহু হাদীস থেকে এই সংগে কুরআনী আয়াতের অর্থের প্রেক্ষিতে উলামায়ে আহলে সুন্নাত এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, আল্লাহ্র ইবাদাত, আনুগত্য ও সৎ কর্মসমূহ সম্পাদন করার ফলে সগীরা অর্থাৎ ছোট ছোট গুনাহগুলো মাফ হয়ে যায়। হাদীসে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং কুরআনে "ইল্লাল্ লামাম" শব্দের মাধ্যমে কবীরা গুনাহগুলোকে এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আর কবীরা গুনাহগুলো খালিস দিলে তাওবা ও যথাযথ খেসারত আদায় ছাড়া মাফ হবার কোন পথ নেই। মুহাক্কিক তথা চিন্তাশীল ও গবেষক আলিমগণের এটাই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

১০৪৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি ঠাণ্ডা সময়ে নামায পড়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আল-বারদানে' অর্থ ফজর ও আসরের নামায।

١٠٤٨- وَعَنْ اَبِىْ زُهَيْرٍ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَنْ يَّلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৮। আবু যুহাইর উমারা ইবনে রুওয়াইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ে সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٤٩- وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَانْظُرْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَىْءٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৪৯। জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। কাজেই হে বনী আদম! চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন জিনিস চেয়ে না বসেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাত ও দিনের ফেরেশতারা পালাক্রমে তোমাদের কাছে আসেন এবং ফজর ও আসরের নামাযে তারা একত্রিত হন। তারপর রাতের ফেরেশতারা উপরে উঠে যান। আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তাদের (আপন বান্দাদের) অবস্থা সম্পর্কে বেশি জানেন, আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী অবস্থায় রেখে এলে? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে যখন রেখে আসি তখন তারা নামাযরত ছিল এবং আমরা যখন তাদের কাছে পৌছেছিলাম তখনো তারা নামাযরত ছিল।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٥١- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْنَ عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ اَرْبَعَ عَشْرَةَ.

১০৫১। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা আজকের এই চাঁদকে যেমনভাবে দেখছ (আখিরাতে) তোমাদের রবকেও ঠিক তেমনি দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা অনুভব করবে না। কাজেই যদি তোমরা সূর্য উদিত হওয়ার ও সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামাযের উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য না দিতে পার তাহলে তাই কর (অর্থাৎ এ নামায দু'টি যথাসময়ে পড়)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তিনি চতুর্দশী রাতে চাঁদের দিকে তাকান।

١٠٥٢- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১০৫২। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল তার আমল বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত।

١٠٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে মেহমানদারির আয়োজন করেন, যতবার সে সকালে বা সন্ধ্যায় যায় ততবারই।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٥٤- وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ فِىْ بَيْتِهِ ثُمَّ مَضٰى اِلٰى بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ لِيَقْضِىَ فَرِيْضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خُطْوَاتُهُ اِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيْئَةً وَالْاُخْرٰى تَرْفَعُ دَرَجَةً- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৫৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ঘর থেকে পবিত্রতা অর্জন করে (উযূ ও প্রয়োজনে গোসল সেরে) আল্লাহ্‌র কোন একটি ঘরের দিকে যায়, আল্লাহ্‌র ফরযের মধ্য থেকে কোন একটি ফরয আদায় করার উদ্দেশ্যে, তার এক পদক্ষেপে একটি গুনাহ্ মাফ হয় এবং অন্য পদক্ষেপে তার এক ধাপ মর্যাদা বুলন্দ হয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٥٥- وَعَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَتْ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فَقِيْلَ لَهُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى اَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৫। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের মধ্যে একজন

লোক ছিলেন। মসজিদ থেকে তার চেয়ে বেশি দূরে অবস্থানকারী আর কোন লোকের কথা আমি জানি না। কোন নামাযই তিনি (মসজিদে জামা'আতের সাথে আদায় না করে) ছাড়তেন না। তাকে বলা হল, আপনি যদি একটা গাধা কিনে নিতেন, তাহলে আঁধার রাতে ও প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত যমিনের উপর দিয়ে তার পিঠে চড়ে মসজিদে আসতে পারতেন। তিনি জবাব দিলেন, আমার ঘর যদি মসজিদের পাশে হয় তাহলে তাতে আমি মোটেই খুশী হব না। আমি চাই, আমার ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে আসা, আবার মসজিদ থেকে পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে যাওয়া সবটুকু আমার আমলনামায় লেখা হোক। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তোমার জন্য এসবগুলো একত্র করে দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٥٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ بَلَغَنِيْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ : بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ فَقَالُوْا مَا يَسُرُّنَا اَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ اَنَسٍ.

১০৫৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের চারপাশে কিছু জায়গা খালি ছিল। বনু সালেমা গোত্র (সেই জমি কিনে) মসজিদের কাছে স্থানান্তরিত হতে মনস্থ করল। এ খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদের বলেন ঃ আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা মসজিদের সন্নিকটে স্থানান্তরিত হতে চাও। তারা বলল, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা এ রকম ইরাদা করেছি। তিনি বলেন ঃ হে বনী সালেমা! তোমরা নিজেদের বর্তমান স্থানেই অবস্থান কর। তোমাদের পদচিহ্নগুলো লিখা হচ্ছে। তোমরা নিজেদের বর্তমান স্থানেই অবস্থান কর। তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিখা হচ্ছে (তোমাদের আমলনামায়)। একথা শুনে তারা বললো, তাহলে আর স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে কি-ই বা আনন্দিত করতে পারে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। আর ইমাম বুখারী আনাস (রা) থেকে একই অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٧- وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَمْشًى فَاَبْعَدُهُمْ وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ ثُمَّ يَنَامُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৫৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রতিদান পাবে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি দূর থেকে হেঁটে নামাযে আসে। তারপর যে ব্যক্তি আরো বেশি দূর থেকে আসে (সে আরো বেশি প্রতিদান পাবে)। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে তার চাইতে বেশি প্রতিদান পায় যে একাকী নামায পড়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٨- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرُوا الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

১০৫৮। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদে আগমনকারীদেরকে তোমরা কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ আলোর সুখবর দাও।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٥٩- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَاِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৫৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ

খতম করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ অসুবিধাজনক অবস্থায় পূর্ণরূপে উযূ করা, মসজিদের দিকে বেশি পদক্ষেপ এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা, এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরা।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٦٠- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ)- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১০৬০। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা কোন লোককে মসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত দেখ তখন তার ঈমানদারির সাক্ষ্য দাও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ আবাদ করে তারা যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং শেষ দিনের (আখিরাত) উপর ঈমান এনেছে। (সূরা আত তাওবা ঃ ১৮)

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস গণ্য করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলাত।

١٠٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلاَةُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ নামাযের প্রতীক্ষা কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখে এবং যতক্ষণ নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে ঘরে পরিজনদের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে বাধা দেয় না, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٦٢- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْهُ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১০৬২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নামায পড়ার পর নিজের জায়নামাযে বসে থাকে তখন ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ তার উযূ ভেঙে না যায়। ফেরেশতারা বলতে থাকেন, হে আল্লাহ! একে মাফ কর, হে আল্লাহ! এর উপর রহম কর।

ইমাম বুখারী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٦٣- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১০৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায মধ্য রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করলেন। নামাযের পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ সমস্ত লোক নামায পড়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তোমরা যখন থেকে নামাযের অপেক্ষায় আছ তখন থেকে নামাযের মধ্যেই আছ।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলাত।

١٠٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়ার চাইতে সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٦٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَفِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذٰلِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

১০৬৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতের সাথে নামায তার ঘরে বা বাজারের নামাযের চাইতে পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ। আর এটা তখন হয় যখন সে উযূ করে এবং ভাল করে উযূ করে, তারপর বের হয়ে মসজিদের দিকে চলতে থাকে, একমাত্র নামাযের জন্যই সে ঘর থেকে বের হয়। এ অবস্থায় সে যতবার পা ফেলে তার প্রতিবারের পরিবর্তে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। তারপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকেন যতক্ষণ সে জায়নামাযে থাকে এবং তার উযূ না ভাঙ্গে। ফেরেশতাদের সেই দু'আর শব্দাবলী হচ্ছে ঃ হে আল্লাহ! এই ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল কর। হে আল্লাহ! এর উপর রহম কর। আর যতক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মূল পাঠ বুখারীর।

١٠٦٦- وَعَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَجِبْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৬৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এমন কোন লোক নেই যে আমাকে মসজিদে আনা-নেয়া করতে পারে। কাজেই সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইল যাতে সে মসজিদে না এসে ঘরেই নামায পড়তে পারে। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। যখন লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন তিনি তাকে

ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি সাড়া দাও (জামা'আতের সাথে নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে এসো)।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٦٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقِيْلَ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمَعْرُوْفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ الْمُؤَذِّنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّهَلًا- رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ وَمَعْنٰى حَيَّهَلًا تَعَالَ.

১০৬৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এ আবদুল্লাহ হচ্ছেন আমর ইবনে কায়েস, সাধারণত ইবনে উম্মে মাকতূম আল-মুয়াযযিন নামে পরিচিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মদীনায় বিষাক্ত প্রাণী ও হিংস্র পশুর যথেষ্ট উৎপাত দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি তুমি হাইয়া 'আলাস সালাহ, হাইয়া 'আলাল ফালাহ (নামাযের দিকে ছুটে এসো, কল্যাণের দিকে ছুটে এসো) শুনতে পাও তাহলে নামাযের জন্য চলে এসো।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। আর "হাইয়াহ্হা'লান" অর্থ চলে এসো।

١٠٦٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৬৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রাণ যাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে তাঁর শপথ! অবশ্যি আমি সংকল্প করেছি, আমি কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেব, তারপর নামাযের হুকুম দেব এবং এজন্য আযান দেয়া হবে, তারপর আমি এক ব্যক্তিকে হুকুম করব সে লোকদের নামায পড়াবে। এরপর আমি সেই লোকদের দিকে যাব (যারা নামাযের জামা'আতে হাযির হয়নি) এবং তাদেরকেসহ তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٦٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَلَوْ اَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدٰى وَاِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاَةَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِيْ يُؤَذَّنُ فِيْهِ.

১০৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কাল (কিয়ামাতের দিন) আল্লাহর সাথে মুসলিম হিসেবে সাক্ষাত করতে ভালবাসে তার এই নামাযগুলোর প্রতি অতীব গুরুত্ব দেয়া কর্তব্য, যেগুলোর জন্য আযান দেয়া হয়। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু হিদায়াতের বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নামায এই হিদায়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যদি তোমরা নিজেদের ঘরেই নামায পড়তে থাক, যেমন এই সব ব্যক্তি জামা'আত ছেড়ে দিয়ে নিজেদের ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর বিধান ত্যাগ করলে। আর তোমাদের নবীর বিধান ত্যাগ করে থাকলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। আর আমরা তো আমাদের লোকদের এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের মধ্যে একমাত্র পরিচিত মুনাফিক ছাড়া আর কেউ জামা'আত ত্যাগ করত না। আর কোন কোন লোক তো এমনও আছে যে, দু'জন লোকের সহায়তায় তাকে আনা হত এবং নামাযের কাতারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ অবশ্যি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হিদায়াতের বিধান শিখিয়েছেন এবং এই হিদায়াতের অন্যতম বিধান হচ্ছে মসজিদে যেখানে আযান দেয়া হয় সেখানে গিয়ে (জামা'আতে) নামায পড়া।

١٠٧٠- وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَةُ اِلاَّ قَدِ

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَانَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاسْنَادٍ حَسَنٍ .

১০৭০। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে গ্রামে বা জনবসতিতে তিনজন লোকও অবস্থান করে, অথচ তারা জামা'আত কায়েম করে নামায পড়ে না, তাদের উপর শয়তান সাওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামা'আতে নামায পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দলছুট বকরীকেই বাঘে ধরে খায়।[১]

ইমাম আবু দাঊদ হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩
বিশেষ করে ফজর ও ইশার জামা'আতে হাযির হতে উৎসাহদান।

١٠٧١- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَن صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِىْ جَمَاعَةٍ فَكَاَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن شَهِدَ الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَفِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১০৭১। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামা'আতের সাথে পড়ল সে যেন অর্ধরাত অবধি নামায পড়লো। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়ল সে যেন সারা রাত নামায পড়লো।

---

১. জামা'আত সুন্নাত না ওয়াজিব, না ফরয– এ ব্যাপারে মুজতাহিদ ও মুহাককিক আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে জামা'আতে হাযির হওয়া ফরযে আইন। আযান শোনার পর যদি কেউ জামা'আতে হাযির না হয় তাহলে তার নামায হবে না। ইমাম শাফিঈ' (র)-র মতে জামা'আতের সাথে নামায পড়া ফরযে কিফায়া। ইমাম আবু হানীফা (রা) একে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা গণ্য করেছেন। তবে মুহাক্কিক হানাফী আলিম শায়খ ইবনে হুমাম উল্লেখ করেছেন, অধিকাংশ হাদীসে এ ব্যাপারে যে তাকিদ ও অত্যধিক জোর দেয়া হয়েছে তা এর ওয়াজিব হওয়াকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু যারা সুন্নাত বলেছেন তারা মূলত সুন্নাতের মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠার কারণে একে সুন্নাত বলেছেন। আল্লাহ-ই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী উসমান (রা) থেকে অন্য একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইশার জামা'আতে উপস্থিত হল সে অর্ধরাত অবধি নামায পড়ার সাওয়াব পেল। আর যে ব্যক্তি ইশার ও ফজরের নামায জামা'আতের সাথে পড়লো সে সারারাত ধরে নামায পড়ার সাওয়াব পেল।

ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٠٧٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ بِطُوْلِه.

১০৭২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি তারা ইশা ও ফজরের নামাযের মধ্যে কী আছে তা জানতে পারত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দু'টি নামাযে (জামা'আতে) শামিল হত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এ সম্পর্কিত বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।[১]

١٠٧٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ صَلَاةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইশার ও ফজরের নামাযের মত আর কোন নামায মুনাফিকদের কাছে বেশি ভারী মনে হয় না। তবে যদি তারা জানতো এই দুই নামাযের মধ্যে কী আছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে শামিল হত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ফরয নামাযসমূহের হিফাযাত করার নির্দেশ এবং এগুলি পরিত্যাগ করার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى .

---

১. এ প্রসঙ্গে ১০৩৩ নম্বর হাদীস দেখুন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা নামাযসমূহ হিফাযাত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ .

"আর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও।" (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৫)

١٠٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? তিনি জবাব দিলেন ঃ যথাসময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোনটি? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٧٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর ঃ (১) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٧٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْا

الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, আর যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা এগুলো করলে, তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার হাত থেকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের হক তাদের উপর থাকবে।[১] আর তাদের হিসাবের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে আল্লাহর উপর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٧٧- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৭৭। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে (শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত করে) পাঠালেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ তুমি আহলে কিতাবদের একটি গোষ্ঠীর কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদেরকে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বান জানাবে। যদি তারা এ ব্যাপারে অনুগত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর প্রত্যেক দিবা-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তা গ্রহণ করা হবে তাদের ধনীদের কাছ থেকে এবং বিতরণ করা হবে

---

১. অর্থাৎ ইসলামী আইন লংঘন করে কোন অপরাধ করলে এজন্য তাদের প্রাণদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড ভোগ করতে হবে। যেমন কাউকে হত্যা করলে প্রাণের বদলে প্রাণ দিতে হবে। যিনা করলে বেত্রাঘাত অথবা 'সঙ্গেসার' অর্থাৎ পাথরের আঘাতে জীবন দিতে হবে। মুরতাদ হয়ে গেলে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ শাস্তিগুলো ইসলাম তার উপর আরোপ করেছে।

তাদের অভাবী ও দরিদ্রদের মধ্যে। তারা যদি এর প্রতি অনুগত হয়, তাহলে তাদের ভাল ও উৎকৃষ্ট সম্পদে হাত দেবে না। আর মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কারণ তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন অন্তরাল নেই।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٧٩- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১০৭৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিক) মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে তা হচ্ছে নামায। কাজেই যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে কুফরি অবলম্বন করল।

١٠٨٠- وَعَنْ شَقِيْقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ التَّابِعِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلٰى جَلاَلَتِه رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ كِتَابِ الْاِيْمَانِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১০৮০। শাকীক ইবনে আবদুল্লাহ তাবিঈ রাহেমাহুল্লাহ, যাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন, বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ নামায ছাড়া তাদের আমলের মধ্য থেকে কিছু ত্যাগ করা কুফরি মনে করতেন না।

ইমাম তিরমিযী কিতাবুল ঈমানে সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٨١- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِه صَلاَتُهُ فَاِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ

اَفْلَحَ وَاَنْجَحَ وَاِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَاِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ اَعْمَالِهِ عَلٰى هٰذَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১০৮১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দার আমলের মধ্য থেকে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে সেটি হল নামায। যদি এ হিসাবটি নির্ভুল পাওয়া যায় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর যদি এ হিসাবটিতে গলদ দেখা যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তার ফরযগুলির মধ্যে কোন কমতি থাকে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কিছু নফলও আছে কিনা, তার সাহায্যে তার ফরযগুলির কমতি পূরণ করে নাও। তারপর সমস্ত আমলের হিসাব এভাবেই করা হবে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

প্রথম কাতারের ফযীলাত এবং আগের কাতারগুলি পুরা করা, সেগুলি সমান করা ও দু'জনের মাঝখানে ফাঁক না রেখে মিলে দাঁড়ানো।

١٠٨٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاَوَّلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ তোমরা কি তেমনিভাবে সারিবদ্ধ হবে না যেমন ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে সারিবদ্ধ হয়? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি বললেন ঃ তারা সামনের কাতারগুলো পুরো করে এবং দু'জনের মধ্যে কোন প্রকার ফাঁক না রেখে কাতারে ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়ায়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٣- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَن يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৮৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানত আযান ও প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কী আছে (অর্থাৎ কী পরিমাণ সাওয়াব আছে) এবং লটারী ছাড়া তা অর্জন করার কোন পথ না থাকলে তারা অবশ্যি লটারী করত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের কাতারগুলির মধ্যে প্রথম কাতার হচ্ছে সর্বোত্তম এবং শেষ কাতার হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর মেয়েদের কাতারগুলির মধ্যে শেষ কাতার হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এবং প্রথম কাতার হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٠٨٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى فِىْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৫। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে পেছনের কাতারে বসে যেতে দেখলেন। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ সামনে এগিয়ে এসো এবং আমার অনুসরণ কর। তোমাদের পেছনে যারা আছে তারা যেন তোমাদের অনুসরণ করে। কোন জাতি পেছনে থাকতে থাকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে পেছনে ফেলে দেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٦- وَعَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ أُوْلُوا الْأَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৮৬। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে আমাদের কাঁধে হাত দিয়ে বলতেন ঃ সমান হয়ে দাঁড়াও, আগে-পিছে হয়ে যেও না, তাহলে তোমাদের মনের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তারাই যেন আমার নিকটবর্তী (প্রথম কাতারে) থাকে। তারপর থাকবে তারা যারা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দিক দিয়ে তাদের কাছাকাছি, তারপর তারা যারা তাদের কাছাকাছি।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٨٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ .

১০৮৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাতারগুলি সোজা ও সমান কর। কারণ কাতার সোজা ও সমান করা নামাযকে পূর্ণতা দান করার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে ইমাম বুখারীর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ কারণ কাতারগুলি সোজা ও সমান করা নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।

١٠٨٨- وَعَنْهُ قَالَ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَاِنِّيْ اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِهِ وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاهُ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

১০৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায দাঁড়িয়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ নামাযের ইকামাত শেষ হয়ে গিয়েছিল), এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কাতারগুলিকে সঠিক ও সোজাভাবে কায়েম কর এবং ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়াও। কারণ আমি তোমাদেরকে আমার পেছন থেকেও দেখি।

ইমাম বুখারী এই শব্দাবলী সহকারে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম মুসলিম অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীর আর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ (এরপর থেকে) আমাদের প্রত্যেকে তার পাশের জনের কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।

١٠٨٩- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُم اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَوِّيْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّيْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

১০৮৯। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কাতারগুলো অবশ্যই সোজা করবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। আর ইমাম মুসলিমের এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো এভাবে সোজা করতেন যেন তিনি তীর সোজা করছেন। অবশেষে তিনি দেখলেন, আমরা একাজটি শিখে গিয়েছি। তারপর একদিন তিনি বাইরে বের হয়ে এসে দাঁড়ালেন, এমনকি তিনি তাকবীর বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার বুক কাতারের বাইরে বের হয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দারা! কাতার সোজা কর, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন।

١٠٩٠- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْاَوَّلِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১০৯০। বারাআ ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের মাঝখান দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত লাগাতেন ও বলতেন ঃ আগে-পিছে হয়ে যেও না, তাহলে তোমাদের মনও বিভিন্ন হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন ঃ অবশ্যি আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা প্রথম কাতারগুলো উপর রহমত বর্ষণ করেন।

ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

১০৯১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হও, কাঁধ মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর, নিজের ভাইদের হাতের প্রতি কোমল হও এবং শয়তানের জন্য ফাঁক রেখো না। যে ব্যক্তি কাতার মিলায় আল্লাহ তাকে (নিজের রহমতের সাথে) মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার কাটে আল্লাহ তাকে (নিজের রহমত থেকে) কেটে দেবেন (বঞ্চিত করবেন।)

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٠٩٢- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ- حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ . اَلْحَذَفُ وَهِيَ غَنَمٌ سُوْدٌ صِغَارٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ.

১০৯২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাতারগুলো মিলাও এবং পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যি আমি শয়তানকে কাতারের ফাঁকগুলোতে এমনভাবে ঢুকতে দেখি যেমন কালো ছোট ছাগল ঢুকে।

এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ইমাম মুসলিমের শর্তে অর্থাৎ ইমাম মুসলিমের হাদীস যাচাইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হাযাফ অর্থ কালো ছোট ছাগল, যা ইয়ামানে পাওয়া যায়।

١٠٩٣- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১০৯৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম কাতার পূর্ণ কর, তারপর তার নিকটবর্তী কাতার। কোন কমতি থাকলে সেটা থাকবে শেষ কাতারে।

ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَفِيْهِ رَجُلٌ مُخْتَلَفٌ فِىْ تَوْثِيْقِهِ.

১০৯৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যি আল্লাহ ডানের কাতারগুলোর উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করতে থাকেন।

ইমাম আবু দাউদ ইমাম মুসলিমের মানের সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে এর সনদে এমন একজন রাবী আছেন যার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ রয়েছে।

١٠٩٥- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ اَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১০৯৫। বারাআ ইবনে 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়ার সময় আমরা তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে ভালোবাসতাম। তিনি (নামায শেষে) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। অতঃপর আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ হে আমার প্রভু! তোমার বান্দাদেরকে যেদিন পুনর্বার উঠাবে বা একত্রিত করবে সেদিন তোমার আযাব থেকে আমাকে বাঁচাও।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِّطُوا الْاِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

১০৯৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামকে মধ্যখানে দাঁড় করাও এবং কাতারের মাঝখানের ফাঁক বন্ধ করো।[১]

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

ফরয নামাযের সাথে সাথে সুন্নাতে মুআক্কাদা নামায পড়ার ফযীলাত এবং এর পরিপূর্ণ, মধ্যবর্তী সর্বনিম্ন ও পরিমাণ।

١٠٩٧- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ تَعَالٰى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ الْفَرِيْضَةِ اِلاَّ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اَوْ اِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১০৯৭। উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা রামলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাক্‘আত নফল[২] নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন অথবা (হাদীসের শেষের শব্দগুলো এভাবে বলা হয়েছে) তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করা হয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

---

১. কাতার সোজা করা, সমান করা, কাতারের মাঝখানে কোন ফাঁক না রাখা, গা ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়ানো, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করা এবং এই ধরনের আরো বহু তাকিদ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে রাসূলে করীম (সা)-এর কথা ও কাজের মাধ্যমে। লাইনের অনৈক্যের ফলশ্রুতি হবে দিলের অনৈক্য এ ধরনের কথাও হাদীসে বলা হয়েছে। এ থেকে রক্ত মাংসের স্থূল দেহের সাথে সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন দিলের সম্পর্ক যে অতি গভীর তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। শরীরের প্রভাব মনের উপর পড়া অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই কাতারে মুমিনের শারীরিক দূরত্ব তাদের হৃদয়ের দূরত্বের কারণ হয়। আবার ফাঁক দূর করলে তাদের শারীরিক একাত্মতা হৃদয়ের মধ্যেও একাত্মতা সৃষ্টি করে। তাই এই ফাঁককে শয়তানের কুমন্ত্রণা বলা হয়েছে।

২. নফল বলতে এখানে ফিক্‌হের পরিভাষায় সুন্নাতকে বুঝানো হয়েছে। আসলে হাদীসের পরিভাষায় ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া বাকি সব নামাযকে তাতাওউ' বা নফল বলা হয়। ফকীহগণ পরবর্তীকালে এই তাতাওউগুলিকে গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে সুন্নাতে মুআক্কাদা, সুন্নাতে গায়ের মুআক্কাদা, মুস্তাহাব ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১০৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামায পড়েছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের (ফরযের) আগে দুই রাক্'আত ও পরে দুই রাক্'আত, জুমুআর (ফরযের) পরে দুই রাক্'আত, মাগরিবের (ফরযের) পরে দুই রাক্'আত এবং ইশার (ফরযের) পরে দুই রাক্আত।[১]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٩٩- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

---

১. যুহরের পূর্বের এ দুই রাক্'আত সুন্নাত যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত সুন্নাতের মোটেই বিরোধী নয়। কারণ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত সুন্নাত কখনো ছাড়েননি। মুল্লা আলী কারী লিখেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমারের হাদীসকে ইমাম শাফিঈ (র) দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন কিন্তু অন্যদিকে হযরত আলী (রা), হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা) ও হযরত উম্মু হাবীবা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে চার রাক্'আতের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম তিরমিযী এ ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অধিকাংশ সাহাবী যুহরের পূর্বের এই চার রাক্'আত নামায পড়তেন। সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ্ একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম শাফিঈরও যুহরের চার রাক্'আত সুন্নাতের পক্ষে একটি বক্তব্য পাওয়া যায়। আর এখানে জুমু'আর নামাযের পর দুই রাক্'আত সুন্নাতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর পর চার রাক্'আত সুন্নাত পড়তেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যুহরের পূর্বের এ দুই রাক্'আত ও চার রাক্'আতের হাদীসের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে। আবদুল্লাহ ইবেন উমার (রা) দুই রাক্'আতের এবং আয়িশা (রা) ও অপর কয়েকজন সাহাবী চার রাক্'আতের রিওয়ায়াত এনেছেন। আসলে এ থেকে এই কথাও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে ছয় রাক্'আত সুন্নাত পড়তেন, চার রাক্'আত পড়তেন ঘরে। যার ফলে তাঁর ঘরের লোকেরাই এই চার রাক্'আতের রিওয়ায়াত করেছেন। আর ঘর থেকে মসজিদে এসে তিনি আবার দুই রাক্'আত পড়তেন। এই ছয় রাক্'আতের মধ্যে 'তাতবীক' (সামঞ্জস্য বিধান) করতে গিয়ে মুহাদ্দিসগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। এক দলের মতে, ঘরের চার রাক্'আত তিনি পড়তেন দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়ার সময় আকাশের দরজা খুলে যাওয়ার কারণে। যুহরের আসল দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়তেন মসজিদে এসে। অন্য দলের মতে, ঘরের চার রাক্'আত ছিল যুহরের আসল সুন্নাত এবং মসজিদে তিনি যে দুই রাক্'আত পড়তেন এ দুই রাক্'আত আসলে ছিল তাহিয়্যাতুল মসজিদ হিসেবে। তবে এই চার রাক্'আত আসল সুন্নাত হবার ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য। আর চার রাক্'আত দুই রাক্'আতের চেয়ে অবশ্যি ভাল এতে সন্দেহ নেই। আর একদল মুহাদ্দিসের মতে এই ছয় রাক্'আতই যুহরের সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো চার রাক্'আত পড়তেন কখনো বা পড়তেন দুই রাক্'আত, অবশ্য আল্লাহ ভাল জানেন।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْمُرَادُ بِالْاَذَانَيْنِ الْاَذَانُ وَالْاِقَامَةُ.

১০৯৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায রয়েছে, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায রয়েছে, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যখানে নামায রয়েছে। তৃতীয় বারে তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় তার জন্য।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দুই আযানের অর্থ ঃ আযান ও ইকামাত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতের তাকিদ।

١١٠٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১০০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাক্'আত ত্যাগ করেননি।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٠١- وَعَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ الْفَجْرِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১০১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফলগুলোর (অর্থাৎ সুন্নাত ও নফল) মধ্যে ফজরের দুই রাক্'আতের (সুন্নাত) চাইতে বেশি আর কোনটার প্রতি খেয়াল রাখতেন না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٠٢- وَعَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

১১০২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাক্'আত দুনিয়া এবং তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে ভাল।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ (এ দুই রাক্'আত) আমার কাছে সারা দুনিয়ার চাইতে উত্তম।

١١٠٣- وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلَالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى أَصْبَحَ جِدًّا فَقَامَ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى بِالنَّاسِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ يَعْنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّىْ كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا- رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১১০৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন আবু আবদুল্লাহ বিলাল ইবনে রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলেন তাঁকে ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেছে একথা জানানোর জন্য। কিন্তু আয়িশা (রা) একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে বিলাল (রা)-কে আটকে রাখলেন, ফলে বেশ সকাল হয়ে গেল। অতঃপর বিলাল (রা) উঠে তাঁকে নামাযের খবর দিলেন (জামা'আতের জন্য লোকেরা তৈরি হয়েছে)। তারপর আবার খবর দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সংগে সংগেই) বের হয়ে এলেন না। অবশেষে তিনি বের হয়ে এসে লোকদের নামায পড়ালেন। বিলাল (রা) তাঁকে জানালেন, আয়িশা (রা) একটি ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে তাকে আটকে রাখে, ফলে বেশ সকাল হয়ে গেছে এবং তাঁর বের হয়ে আসতে দেরি হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ছিলাম। বিলাল (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনেক বেশি সকাল করে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ সকালের আলো যতটা ফুটে উঠেছে তার চেয়েও যদি আরো বেশি ফুটে উঠতো তবুও আমি ঐ দুই রাক্'আত পড়তাম, খুব ভালো করে পড়তাম, খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পড়তাম।

ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

ফজরের দুই রাক্‌'আত সুন্নাত সংক্ষেপে পড়া, তার কিরাআত ও তার ওয়াক্ত।

١١٠٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتّٰى اَقُوْلَ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .

১১০৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সংক্ষেপে দুই রাক্‌'আত নামায পড়তেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তিনি ফজরের দুই রাক্‌'আত (সুন্নাত) পড়তেন এতো সংক্ষেপে যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, এই দুই রাক্‌'আতে কি তিনি সূরা ফাতিহাও পড়েছেন?[১] আর মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তিনি আযান শোনার পর সংক্ষেপে ফজরের দুই রাক্‌'আত (সুন্নাত) পড়তেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ যখন প্রভাতের উদয়[২] হত।

١١٠٥- وَعَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

---

১. হযরত আয়িশা (রা)-র বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই রাক্‌'আতে সূরা আল ফাতিহা পড়েননি। বরং তার বক্তব্য হচ্ছে, ফরয ছাড়া সুন্নাত ও নফল নামাযগুলোয় তো তিনি দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন কিন্তু সেই তুলনায় ফজরের এই দুই রাক্‌'আতে তাঁর কিরাআত ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদীসটির প্রায় এ ধরনেরই একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূরা আল ফাতিহা না পড়ার অভিযোগ করেননি, বরং তাঁর সন্দেহ হল, রাসূলুল্লাহ (সা) নফল নামাযগুলোয় দীর্ঘ কিয়াম করেন, সে তুলনায় ফজরের সুন্নাত দুই রাক্‌'আত তার কাছে এতো হাল্‌কা মনে হয়েছে যেন তাতে তিনি কোন কিয়ামই করেননি। রাসূলের এই সংক্ষেপে পড়াটাকে আয়িশা (রা) এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

২. ফজরের উদয় বা প্রভাতের উদয় কথাটির অর্থ সূর্যোদয় নয়, বরং এর পূর্ববর্তী অবস্থা।

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا طَلَعَ صَلَّى الْفَجْرَ لاَ يُصَلِّيْ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ .

১১০৫। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়ায্যিনের আযান দেওয়ার পর যখন সকাল হয়ে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্‌'আত (সুন্নাত) সংক্ষিপ্ত করে পড়তেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ ফজরের উদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক্‌'আত হাল্‌কা সুন্নাত ছাড়া আর কিছুই পড়তেন না।

١١٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَاَنَّ الاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায দুই রাক্‌'আত করে পড়তেন। আর শেষ রাতে এক রাক্‌'আত জুড়ে দিয়ে বিতর বানিয়ে নিতেন। সকালের নামাযের আগে তিনি দুই রাক্‌'আত পড়তেন, মনে হত যেন ইকামাত বুঝি তাঁর কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে।[১]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١١٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْاُوْلٰى مِنْهُمَا قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَفِي الاٰخِرَةِ مِنْهُمَا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ . وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الاٰخِرَةِ الَّتِيْ فِيْ اٰلِ عِمْرَانَ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ- رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .

১১০৭। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো কখনো) ফজরের দুই রাক্‌'আত সুন্নাতের প্রথম রাক্‌'আতে পড়তেন "কূলূ আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উনিযালা ইলাইনা" আয়াতটি শেষ পর্যন্ত (সূরা আল

---

১. অর্থাৎ ফজরের দুই রাক্‌'আত সুন্নাত পড়ার ব্যাপারে তিনি এতই দ্রুততা অবলম্বন করতেন যে মনে হত এই বুঝি ইকামাত হয়ে যাবে, এই ভয়ে যেন দ্রুত নামায পড়ে নিলেন। তবে এ সুন্নাত ঘরে পড়া ভাল, যেমন বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাযটি ঘরে পড়তেন, প্রথম ওয়াক্তে পড়তেন এবং সংক্ষেপে অর্থাৎ স্বল্প সময়ে পড়তেন।

বাকারার ১৩৬ নম্বর আয়াত), আর শেষ রাক্'আতে পড়তেন "আমান্না বিল্লাহি ওয়াশ্হাদ বিআন্না মুসলিমূন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫২ আয়াত)

অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ শেষ রাক্'আতে তিনি পড়তেন সূরা আলে ইমরানের "তা'আলাও ইলা কালিমাতিন সাওয়াইম বাইনানা ওয়া বাইনাকুম" (৬৪ নম্বর) আয়াতটি।

এ দু'টি হাদীসই ইমাম মুসলিম রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٠٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১০৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতে "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাদ্বয় পড়তেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٠٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَمَقْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১১০৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মাস পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম যে, তিনি ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাতে "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" সূরাদ্বয় পড়েন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়ে থাকা মুস্তাহাব এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে উৎসাহিত করা।

١١١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১১০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শুয়ে থাকতেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١١١- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ اِلَى الْفَجْرِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ هٰكَذَا حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَوْلُهَا يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ هٰكَذَا هُوَ فِىْ مُسْلِمٍ وَمَعْنَاهُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

১১১১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার নামায শেষ করার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত এগার রাক্‌'আত নামায পড়তেন, এর প্রতি দুই রাক্‌'আত অন্তর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক্‌'আত মিলিয়ে বিতর পড়তেন। তারপর যখন মুয়াযযিন ফজরের আযান দেয়ার পর নীরব হয়ে যেত ও ফজরের উদয় হত এবং মুয়াযযিন (নামাযের খবর দেয়ার জন্য) আসত তখন তিনি দাঁড়িয়ে দুই রাক্‌'আত হাল্‌কা সুন্নাত পড়ে নিতেন, তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন, নামাযের ইকামাতের সময় হয়ে গেছে একথা জানাবার জন্য যখন মুয়াযযিন আসতেন তখন পর্যন্ত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। হযরত আয়িশা (রা)-র বক্তব্য ঃ "প্রতি দুই রাক্‌'আতের মাঝে সালাম ফিরাতেন" এভাবেই মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আর এর অর্থ হচ্ছে ঃ প্রতি দুই রাক্‌'আতের পরে সালাম ফিরাতেন।

١١١٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১১২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন ফজরের দুই রাক্‌'আত সুন্নাত পড়া হয়ে যায় তখন যেন সে তার ডান কাতে একটু শুয়ে থাকে।[১]

---

১. এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায়, ফজরের সুন্নাত দুই রাক্‌'আত পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু শুইতেন। অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি ফজরের সুন্নাতের পূর্বেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতেন। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর মুওয়াত্তায় একটি রিওয়ায়াত এনেছেন যা থেকে জানা যায়, নিছক বিশ্রাম লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন। এ বিষয়টিতে অদ্ভুত ধরনের মতবিরোধ দেখা যায়। কেউ কেউ তো একে ফরযের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে এটিই যাহিরিয়াদের মাযহাব। আল্লামা ইবনে হাযমও এ মতের উপর ভীষণ জোর দিয়েছেন। শায়খ ইবনুল আরাবী এবং অনেকে একে মুস্তাহাব গণ্য করেছেন। তরীকতের মাশায়েখগণ এই রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে একে মুস্তাহাব মনে করেন। আবার কেউ কেউ একে বিদ'আত বলেন, কিন্তু এ বক্তব্য সরাসরি হাদীসের খেলাফ বলে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

যুহরের সুন্নাত।

١١١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১১৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাক্‌'আত (সুন্নাত) এবং পরে দুই রাক্‌'আত (সুন্নাত) পড়েছি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١١٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১১৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বের চার রাক্‌'আত (সুন্নাত) কখনও ছাড়তেন না।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١١٥- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ بَيْتِىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১১৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে যুহরের পূর্বে চার রাক্‌'আত (সুন্নাত) পড়তেন, তারপর বাইরে বের হয়ে যেতেন এবং লোকদেরকে নামায পড়াতেন। এরপর তিনি ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাক্‌'আত সুন্নাত পড়তেন। তিনি লোকদেরকে মাগরিবের নামায পড়াতেন, তারপর ঘরে এসে দুই রাক্‌'আত সুন্নাত পড়তেন। আবার তিনি লোকদেরকে ইশার নামায পড়াতেন, তারপর আমার ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক্‌'আত (সুন্নাত) পড়তেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١١٦- وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১১১৬। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত ও পরের চার রাক্'আত নিয়মিত পড়বে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।[১]

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١١١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا بَعْدَ اَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ اِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَاُحِبُّ اَنْ يَّصْعَدَ لِىْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১১৭। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক্'আত পড়তেন এবং বলতেন ঃ এটা এমন একটা সময় যখন আকাশের দরজাসমূহ খোলা হয়। তাই আমি চাই এ সময়ে আমার কোন ভালো আমল উপরে চলে যাক।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

١١١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا لَمْ يُصَلِّ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১১৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন কারণে) যুহরের পূর্বের চার রাক্'আত পড়তে না পারলে যুহরের পরে (অর্থাৎ ফরযের পরে) তা পড়ে নিতেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

---

১. এ হাদীসে যুহরের পূর্বে চার রাক্'আত ও যুহরের পরে চার রাক্'আত পড়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য হাদীস থেকে যুহরের পূর্বের চার ও পরের দুই রাক্'আতের সুন্নাতে মুআক্কাদা হবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে পরের দুই রাক্'আত সুন্নাতে মুআক্কাদার পর দুই রাক্'আত নফলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

আসরের সুন্নাত।

١١١٩- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১১৯। আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাক্'আত (সুন্নাত) পড়তেন। এই রাক্'আতগুলোয় তিনি পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহ্র নিকটতম ফেরেশ্তাগণ এবং তাদের অনুসারী মুসলিম ও মুমিনদের প্রতি সালাম পাঠাতেন।[১]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং এটিকে হাসান হাদীস আখ্যায়িত করেছেন।

١١٢٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَاً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১২০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাক্'আত (সুন্নাত) নামায পড়ে আল্লাহ তার উপর রহম করবেন।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١١٢١- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১১২১। আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনো কখনো) আসরের পূর্বে দুই রাক্'আত (সুন্নাত) পড়তেন।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. অর্থাৎ দুই সালামে চার রাক্'আত পড়তেন অথবা দুই রাক্'আত পর তাশাহ্হুদ পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২
মাগরিবের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ।

এই অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত হাদীস ইবনে উমার (১০৯৮ নং হাদীস) ও আয়িশার (১১১৫ নং হাদীস) বর্ণনায় ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে দু'টি সহীহ হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পরে দুই রাক্'আত (সুন্নাত) পড়তেন।

١١٢٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২২। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মাগরিবের আগে (দুই রাক্'আত) নামায পড়। এ কথা তিনি দু'বার বলার পর তৃতীয় বার বলেন ঃ তবে যে চায় সে পড়তে পারে।[১]

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٢٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِيْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১২৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবীণ সাহাবীদেরকে মাগরিবের সময় (ফরযের পূর্বে দুই রাক্'আত পড়ার জন্য) মসজিদের স্তম্ভগুলির দিকে এগিয়ে যেতে দেখেছি।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٢٤- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقِيْلَ أَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় সূর্য ডুবার পর মাগরিবের আগে দুই রাক্'আত নামায পড়তাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কি ঐ নামায পড়তেন? জবাব দিলেন, তিনি আমাদের ঐ দুই রাক্'আত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদের হুকুম করতেন না, আবার নিষেধও করতেন না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. যাতে লোকেরা এ নামাযটি সুন্নাতে মুআক্কাদা মনে না করে এজন্যেই তিনি এভাবে বলেন।

١١٢٥- وَعَنْهُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوْا السَّوَارِيَ فَرَكَعُوْا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى اِنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسَبُ اَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১১২৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময় আমরা মদীনায় ছিলাম তখন মুয়ায্যিন মাগরিবের নামাযের আযান দিলে (সাহাবায়ে কিরাম) মসজিদের স্তম্ভগুলোর দিকে এগিয়ে যেতেন এবং দুই রাক্‘আত (নফল) নামায পড়তেন। এমনকি কোনো আগন্তুক মসজিদে পৌঁছে মনে করতো বুঝি বা জামা‘আতে নামায হয়ে গেছে। ঐ দুই রাক্‘আত নামায এত বেশি লোক পড়তো যার ফলে আগন্তুক এ ধারণা করে বসতো।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

ইশার আগের ও পরের সুন্নাত।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিপূর্বে ইবনে উমার (রা)-র হাদীস (নং ১০৯৮) উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমি ইশার পরে দুই রাক্‘আত পড়েছি। আর এ সংক্রান্ত ইতিপূর্বে আলোচিত ইবনে মুগাফ্ফাল (রা)-র হাদীসে (নং ১০৯৯) বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক দু’টি আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

জুমু‘আর নামাযের সুন্নাত।

এ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে ইতিপূর্বে ইবনে উমার (রা)-র হাদীস (১০৯৮) বর্ণিত হয়েছে।

---

১. ইমাম আবু হানীফা (র) বুরাইদা আসলামী (রা)-র হাদীসের ভিত্তিতে মাগরিবের ফরযের আগে এই নফলটি পড়া মাকরূহ গণ্য করেছেন। ঐ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামাত) মধ্যে নামায আছে। মুল্লা আলী কারী লিখেছেন, খুব কম সাহাবীই এ নামায পড়তেন। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায দ্রুত পড়ে নিতেন। কিন্তু এ সময় এ নফলটি পড়লে নামাযে বিলম্ব হয়ে যাবার আশংকা ছিল। কাজেই এই দুই ধরনের বিপরীতমুখী হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে যে, কোন কোন অবস্থায় এ নামায পড়া হয়েছে অথবা এক সময় এ নামায পড়া হতো এবং পরে এটা পরিত্যাগ করা হয়। যেমন বুরাইদা আসলামী (রা)-র হাদীস থেকে বুঝা যায়।

তাতে বলা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জুমু'আর পর দুই রাক্'আত পড়েছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٢٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا اَرْبَعًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ জুমু'আর নামায পড়ে সে যেন তারপর চার রাক্'আত পড়ে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١١٢٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১২৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর ফরয নামাযের পর (মসজিদে) আর কোন নামায পড়তেন না। অবশ্য তিনি নিজের ঘরে ফিরে এসে দুই রাক্'আত পড়তেন।[১]

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

ঘরে নফল নামায পড়া মুসতাহাব, তা সুন্নাতে মুআক্কাদা হোক বা গায়ের মুআক্কাদা, আর সুন্নাত পড়ার জন্য ফরযের জায়গা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ অথবা ফরয ও নফলের মধ্যে কথা বলে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

١١٢٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوْا اَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা)-র একটি হাদীস এবং অন্যান্য হাদীস থেকে জুমু'আর আগের চার রাক্'আত সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস দু'টি থেকে জুমু'আর পরের দুই রাক্'আত ও চার রাক্'আত সুন্নাত প্রমাণিত হয়। তবে অন্য একটি রিওয়ায়াতে জুমু'আর পর ছয় রাক্'আতের সংখ্যা এসেছে। তাই ইমাম আবু ইউসুফ (র) এই ছয় রাক্'আতের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

১১২৮। যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের ঘরে নামায পড়। কারণ ফরয নামাযগুলো ছাড়া মানুষের নিজ আবাসে পড়া নামাযই উৎকৃষ্ট।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٢٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিছু নামায তোমাদের ঘরে পড় এবং তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। (অর্থাৎ ইবাদাত শূন্য রেখো না)।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٣٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِيْ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيْبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে তার নামায পড়া শেষ করে তখন যেন ঘরের জন্য তার নামাযের কিছু অংশ রেখে দেয়। কারণ আল্লাহ্ তার নামাযের উসীলায় তার ঘরে বরকত দান করেন।
ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٣١- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ ابْنِ اُخْتِ نَمِرٍ يَسْاَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقَالَ لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتّٰى تَتَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنَا بِذٰلِكَ اَنْ لاَ نُوْصِلَ صَلاَةً حَتّٰى نَتَكَلَّمَ اَوْ نَخْرُجَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩১। উমার ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাফে ইবনে জুবাইর (র) তাকে নামির-এর বোনপুত্র সায়েবের কাছে পাঠিয়ে তাকে এই মর্মে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমীর মু'আবিয়া (রা) তার নামাযের ব্যাপারে যা দেখেছেন তা কি সত্য? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি মু'আবিয়া (রা)-র সাথে জুমু'আর নামায মাকসূরায়[১] পড়েছি। ইমাম যখন সালাম ফিরালেন, আমি আমার জায়গায় উঠে দাঁড়ালাম এবং নামায পড়লাম। মু'আবিয়া (রা) ভেতরে গিয়ে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন, তুমি যা করলে এরপর থেকে আর তার পুনরাবৃত্তি করো না। জুমু'আর নামায পড়ার পর তার সাথে অন্য নামায মিলাবে না যে পর্যন্ত না কথা বলবে অথবা বের হয়ে আসবে সেখান থেকে (অর্থাৎ স্থান পরিবর্তন করবে)। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন কথা বলার বা স্থান ত্যাগ করার আগে এক নামাযের সাথে আর এক নামায না মিলাই।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

বিতরের নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা ও তাকিদ দেয়া এবং বিতর সুন্নাতে মুআক্কাদা (ওয়াজিব) ও তার ওয়াক্ত।

١١٣٢- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১৩২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতর নামায ঠিক ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয় (কারণ ফরয নামায চূড়ান্ত ও সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারিত, আর বিতর তেমন নয়)। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামায প্রবর্তন করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ বিতর (বেজোড়) এবং তিনি বিতরকে (বেজোড়কে) পছন্দ করেন। কাজেই হে আল কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতর নামায পড়।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

---

১. মাকসূরা সাধারণত কামরাকে বলা হয়। এই হিসেবে মসজিদের হুজরাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ জুমু'আর নামাযের জামা'আত বড় হওয়ার কারণে তারা মসজিদের হুজরার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

١١٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَمِنْ اَوْسَطِهِ وَمِنْ اٰخِرِهِ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৩৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সব অংশে বিতরের নামায পড়তেন, কখনো প্রথম রাতে, কখনো মাঝ রাতে, কখনো শেষ রাতে এবং বিতর প্রভাতের পূর্বে শেষ হয়ে যেতো।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٣٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিতর নামাযকে তোমাদের রাতের শেষ নামায বানাও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١١٣٥- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْتِرُوْا قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ভোর হওয়ার আগে বিতর পড়ে নাও।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ فَاِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَالَ قُوْمِيْ فَاَوْتِرِيْ يَا عَائِشَةُ.

১১৩৬। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাতের নামায পড়তেন এবং সে সময় তিনি (আয়িশা) তাঁর সামনে শুয়ে থাকতেন। তারপর যখন শুধুমাত্র বিতর বাকি থাকতো তখন তিনি আয়িশাকে জাগাতেন এবং তিনি (আয়িশা) উঠে বিতর পড়ে নিতেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ যখন শুধুমাত্র বিতর বাকি থাকতো তখন তিনি বলতেন ঃ হে আয়িশা! ওঠ, বিতর পড়ে নাও।

١١٣٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১১৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভোর হওয়ার আগেই তোমরা বিতর পড়ার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হও।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান ও সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।

١١٣٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَنْ لاَّ يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ اَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ اَنْ يَقُوْمَ اٰخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ اٰخِرَ اللَّيْلِ فَاِنَّ صَلاَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৩৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, সে শেষ রাতে উঠতে পারবে না, সে যেন রাতের প্রথমাংশে বিতর পড়ে নেয়। আর যে শেষ রাতে উঠার আশা রাখে, সে যেন শেষ রাতেই বিতর পড়ে। কারণ শেষ রাতের নামাযে ফেরেশ্তারা হাযির থাকেন এবং এটিই উত্তম।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

ইশরাক ও চাশ্তের নামাযের ফযীলাত, এর সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝামাঝি মর্যাদার বর্ণনা এবং তা হিফাযাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

١١٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَرْقُدَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْاِيْتَارُ قَبْلَ النَّوْمِ اِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لاَ يَثِقُ بِالْاِسْتِيْقَاظِ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنْ وَثِقَ فَاٰخِرُ اللَّيْلِ اَفْضَلُ.

১১৩৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়াত করেছেন প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতে, চাশতের দুই রাক্'আত নামায পড়তে এবং শয়ন করার পূর্বে বিতরের নামায পড়ে নিতে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর শয়ন করার পূর্বে বিতরের নামায পড়া সেই ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব যে শেষ রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। তবে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে নিশ্চিত তার জন্য শেষ রাতে বিতর পড়া উত্তম।

١١٤٠- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلاَمٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গ্রন্থিগুলোর উপর সাদাকা ওয়াজিব। কাজেই প্রত্যেক বার সুবহানাল্লাহ বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত, প্রত্যেক বার আলহামদু লিল্লাহ বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত, প্রত্যেক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত এবং প্রত্যেক বার আল্লাহু আকবার বলা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত। আর সৎ কাজের আদেশ করা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত। আর কেউ এসবের বিকল্প হিসাবে চাশতের দুই রাক্‘আত পড়লে তা যথেষ্ট হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى اَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللّٰهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাক্‘আত চাশতের নামায পড়তেন এবং আল্লাহ্র মর্জি হলে আরো অধিক পড়তেন।

ইমাম মুসলিম এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٤٢- وَعَنْ اُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَتْ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ وَذٰلِكَ ضُحًى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا مُخْتَصَرُ لَفْظِ اِحْدٰى رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ.

১১৪২। উম্মু হানী ফাখিতা বিনতে আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি

তাঁকে গোসলরত অবস্থায় পেলাম। তিনি গোসল শেষ করে আট রাক্'আত (নফল নামায) পড়লেন। এটা ছিল চাশতের নামায।[১]
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। আর এটি মুসলিমের রিওয়ায়াতগুলির মধ্য থেকে একটি রিওয়ায়াতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

সূর্য উপরে উঠার পর থেকে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত চাশতের নামায পড়া বৈধ। তবে সূর্য অনেক উপরে উঠার পর তার তাপ যখন বেড়ে যায় তখন এই নামায পড়া উত্তম।

١١٤٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ رَاٰى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضُّحٰى فَقَالَ اَمَا لَقَدْ عَلِمُوْا اَنَّ الصَّلاَةَ فِيْ غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ اَفْضَلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ الْاَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. تَرْمَضُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْمِيْمِ وَبِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ يَعْنِيْ شِدَّةَ الْحَرِّ وَالْفِصَالُ جَمْعُ فَصِيْلٍ وَهُوَ الصَّغِيْرُ مِنَ الْاِبِلِ .

১১৪৩। যায়িদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদল লোককে চাশতের (দুহা) নামায পড়তে দেখলেন। তিনি বলেন, এরা জানে এ সময় ছাড়া অন্য সময় নামায পড়া উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আউয়াবীন (আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশকারীদের) নামাযের ওয়াক্ত হয় তখন যখন উটের বাচ্চা গরম হয়ে যায় (অর্থাৎ সূর্য বেশ উপরে উঠে যায়)।[২]
ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। "তারমাদ" অর্থ রোদের প্রখরতা, উত্তাপ; "ফিসাল" অর্থ উটের ছোট বাচ্চা।

---

১. আসলে এখানে হাদীসে "দুহা" শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, যার অর্থ সূর্য উপরে উঠে গিয়ে চারদিকে ভালোভাবে আলো ছড়িয়ে পড়া, রোদ প্রচুর পরিমাণে গায়ে লাগা। অর্থাৎ বেলা হয়ে যাওয়া। এ হিসেবে ইশরাক ও চাশত উভয় নামাযের কথা বলাই এখানে উদ্দেশ্য। বেলা চড়ার প্রথম দিকে পড়লে এটা হবে ইশরাক এবং শেষের দিকে পড়লে এটা হবে চাশত। এটি দুই রাক্'আত পড়া যেতে পারে এবং চার রাক্'আতও পড়া যেতে পারে।

২. এ হাদীসে সালাতুদ্দুহা বা চাশ্‌তের নামাযকেই সালাতুল আউয়াবীন বলা হয়েছে। মাগরিবের পরের ছয় রাক্'আত নফলের নাম সালাতুল আউয়াবীন বলে কোন হাদীসে উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়তে উদ্বুদ্ধ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক্‌'আত না পড়ে বসে পড়া মাকরূহ। এই দুই রাক্‌'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়াতে পড়া হোক বা ফরয, সুন্নাতে মুআক্কাদা বা গায়ের মুআক্কাদার নিয়াতে পড়া হোক।

١١٤٤- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৪৪। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দুই রাক্‌'আত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) নামায পড়ার পূর্বে না বসে।
ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٤٥- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৪৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন ঃ দুই রাক্‌'আত নামায পড়ে নাও।
ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

উযূ করার পর দুই রাক্‌'আত নামায পড়া মুস্তাহাব।

١١٤٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْاِسْلاَمِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ اَنِّيْ لَمْ اَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ اَنْ اُصَلِّيَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ- اَلدَّفُّ بِالْفَاءِ صَوْتُ النَّعْلِ وَحَرْكَتُهُ عَلَى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

১১৪৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি ইসলাম গ্রহণের পর সবচাইতে বেশি আশাপ্রদ যে আমলটি করেছো সে সম্পর্কে আমাকে বল। কারণ জান্নাতে আমার আগে আগে আমি তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনেছি। বিলাল (রা) বলেন, আমার কাছে এর চাইতে বেশি আশাপ্রদ আর কোন আমল নেই যে, যখনই আমি তাহারাত (উযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) অর্জন করেছি, রাত-দিনের যে কোন অংশে, তখনই সেই তাহারাত দ্বারা আমি নামায পড়েছি যে পরিমাণ আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসের মূল পাঠ ইমাম বুখারীর। "আদ্-দাফ্" অর্থ জুতার আওয়াজ এবং মাটির উপর তার চলমান হওয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

জুমু'আর দিনের ফযীলাত এবং জুমু'আর নামায ফরয। জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা, খুশবু লাগানো এবং জুমু'আর নামায পড়তে যাওয়া ও জুমু'আর দিন দু'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা, দু'আ কবুল হওয়ার সময় সম্পর্কে বর্ণনা এবং জুমু'আর নামাযের পর বেশি করে আল্লাহ্‌র যিকর করা মুস্তাহাব।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তারপর যখন (জুমু'আর) নামায শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ কর ও অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আল-জুমু'আ ঃ ১০)

١١٤٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উদিত সূর্যের প্রভাদীপ্ত দিনগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হচ্ছে জুমু'আর

দিন। এ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল আদম (আ)-কে এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল আর এ দিনেই তাকে বের করা হয়েছিল সেখান থেকে।[১]
ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٤٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে জুমু'আর নামাযে উপস্থিত হয়ে নীরবে বসে খুতবা শুনে, তার সেই জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করলো।[২]

ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١١٤٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৪৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান, এই সবের মধ্যবর্তীকালে যেসব সগীরা গুনাহ হয় তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ, যখন (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٠- وَعَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

১. আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে জুমু'আর দিন বের করে দেয়া জুমু'আর দিনের ফযীলাত হিসেবে গণ্য হয়েছে এজন্য যে, তাঁকে এই জান্নাত থেকে বের করার কারণেই পৃথিবীতে আল্লাহ্র বৃহত্তম নিয়ামত নবী-রাসূলগণের আগমনের ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

১. অর্থাৎ খুতবা শোনার দিকে মন না দিয়ে অন্য দিকে মনোনিবেশ করে।

১১৫০। আবু হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কাষ্ঠনির্মিত মিম্বারে (বসে) বলতে শুনেছেন ঃ লোকেরা যেন জুমু'আর নামায ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ তাদের দিলে মোহর মেরে দেবেন, তারপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ জুমু'আর নামাযের জন্য আসলে সে যেন গোসল করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٢- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْمُرَادُ بِالْمُحتَلِمِ الْبَالِغُ وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوْبِ وُجُوْبُ اِخْتِيَارٍ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ حَقُّكَ وَاجِبٌ عَلَيَّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

১১৫২। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর জুমু'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহতালিম অর্থ 'বালেগ' এবং ওয়াজিব অর্থ এখানে স্বেচ্ছামূলক ওয়াজিব (কর্তব্য)। যেমন কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, তোমার অধিকার আদায় করা আমার জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

١١٥٣- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১১৫৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন (জুমু'আর নামাযের জন্য) উযূ করলো, সে রুখসাত (সুবিধাজনক পন্থা) অবলম্বন করলো এবং এটাও ভালো। তবে যে গোসল করলো তার গোসলই উত্তম।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

١١٥٤- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৫৪। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে, নিজের সামর্থ্য মুতাবিক পবিত্রতা অর্জন করে ও তেল লাগায় অথবা ঘরে রাখা খুশবু মাখে, তারপর (ঘর থেকে) বের হয় এবং (মসজিদে গিয়ে) দু'জন লোককে ফাঁক করে তাদের মাঝখানে বসে না, তারপর তার জন্য যে পরিমাণ (নফল ও সুন্নাত) নামায নির্ধারিত আছে তা পড়ে, এরপর ইমাম যখন খুতবা দেন তখন চুপ করে বসে তা শোনে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবেন, যা সে সেই জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ পর্যন্ত করে।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْاُوْلٰى فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ اَيْ غُسْلاً كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ فِى الصِّفَّةِ.

১১৫৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নাপাকি থেকে পাক হওয়ার জন্য যেমন গোসল করা হয় তেমনি ভালোভাবে গোসল করে, তারপর প্রথম সময়ে (জুমু'আর নামাযের জন্য) মসজিদে যায়, সে যেন একটি উট আল্লাহ্র পথে কুরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি মসজিদে যায়, সে যেন একটি গরু কুরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি যায় সে যেন একটি শিংওয়ালা মেষ কুরবানী করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি যায়, সে যেন একটি মুরগী আল্লাহ্র পথে দান করলো। অতঃপর যে ব্যক্তি যায়, সে যেন আল্লাহ্র পথে একটি ডিম দান করলো। যখন ইমাম বের হন (তার হুজরা থেকে) তখন ফেরেশতারা খুতবা শোনার জন্য[১] হাযির হয়ে যান (এবং রেজিস্টারে নাম উঠানো বন্ধ হয়ে যায়)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। "গুসলুল জানাবাত" অর্থ পরিচ্ছন্নতা গুণের দিক দিয়ে যা জানাবাত অর্থাৎ নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করার গোসলের সমপর্যায়ভুক্ত।

١١٥٦- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৫৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এর মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা সেটি পেয়ে যায় এবং সে নামাযরত থাকে, আল্লাহ্র কাছে সে কিছু চায়, তাহলে আল্লাহ অবশ্যি তাকে তা দেন। তিনি হাতের ইশারায় এই সময়টুকুর স্বল্পতা ব্যক্ত করলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٧- وَعَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَاْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِىَ مَا بَيْنَ اَن يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১. বহু মসজিদের সাথে ইমামের হুজরা এমনভাবে সন্নিবিষ্ট নেই যে, খুতবার সময় ইমাম সেখান থেকে বের হয়ে সংগে সংগে মিম্বারে বসতে পারেন। তাই সেখানে ইমাম পূর্ব থেকেই মুসল্লীদের কাতারে বসে থাকেন। এ অবস্থায় এখানে ইমামের মিম্বারে বসার উদ্দেশ্যে মুসল্লীদের কাতার থেকে উঠে দাঁড়ানো বুঝাবে।

১১৫৭। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার আব্বাকে জুমু'আর (দু'আ কবুলের) সময়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু বর্ণনা করতে শুনেছো? তিনি বলেন, আমি জবাব দিলাম, হাঁ, আমি শুনেছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ তা (দু'আ কবুলের সময়টি) হচ্ছে ইমামের মিম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত এই অন্তরবর্তীকালীন সময়টুকু।[১]

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٥٨- وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১১৫৮। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল জুমু'আর দিন। কাজেই সেদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়ো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

আল্লাহ্র কোন সুস্পষ্ট অনুগ্রহ লাভের পর এবং কোন সুস্পষ্ট বিপদ কেটে যাবার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সিজদা করা মুস্তাহাব।

١١٥٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

১. জুমু'আর দিন দু'আ কবুলের সময়টুকুর প্রশ্নে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এ সময়টির দৈর্ঘ্যও অতি সামান্য। মূল হাদীসে সাআত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর সাআতের আসল অর্থ হচ্ছে মুহূর্ত অর্থাৎ অতি অল্প সময়। এ সময়টি কখন এ ব্যাপারেও হাদীস বিভিন্ন। ফলে সময়টিকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য আলিমগণের মধ্যে বিপুল মতবিরোধ দেখা যায়। এ ব্যাপারে প্রায় চল্লিশটির মতো মত দেখা যায়। প্রত্যেক মতের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবে এর মধ্যে হানাফীরা যে মতটি গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে, জুমু'আর দিনের এ দু'আ কবুলের সময়টি হচ্ছে আসর থেকে মাগরিবের মধ্যকালীন সময়। অধিকাংশ হাদীস এ মতটির পক্ষে। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলও এ মতটি অবলম্বন করেছেন। ইসহাকও এ মতেরই অনুসারী।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَعَلَهُ ثَلاَثًا وَقَالَ اِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِي فَاَعْطَانِيْ ثُلُثَ اُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَاسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ فَاَعْطَانِي الثُّلُثَ الْاٰخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

১১৫৯। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে বের হলাম। যখন আমরা (মক্কার নিকটবর্তী) আযওয়ারাআ নামক স্থানের কাছাকাছি পৌছলাম, তিনি বাহন থেকে নেমে পড়লেন এবং তাঁর দুই হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করতে থাকলেন, তারপর সিজদাবনত হলেন, দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন, তারপর উঠলেন এবং আবার দুই হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করলেন, তারপর আবার সিজদায় নত হলেন। এভাবে তিনি তিনবার করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার রবের কাছে আবেদন করেছিলাম এবং আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করেছিলাম। আল্লাহ আমাকে আমার এক-তৃতীয়াংশ উম্মাত (জান্নাতে) দিয়েছেন। আমি আল্লাহ্র শোকরগুজারী করার জন্য সিজদা করলাম। তারপর আমি মাথা উঠিয়ে আমার উম্মাতের জন্য আমার রবের কাছে আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আমার আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মাত (জান্নাতে) দিলেন। এজন্যও আমি শোকরানার সিজদা করলাম। তারপর মাথা তুলে আমার উম্মাতের জন্য (তৃতীয়বার) আমার রবের কাছে আবেদন করলাম। তারপর তিনি আমাকে অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ উম্মাত (জান্নাতে) দিলেন। এজন্যও আমি আমার রবের শোকরানা সিজদা করলাম।

ইমাম আবু দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

রাত জেগে ইবাদাত করার ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আর রাতের একটি অংশে তাহাজ্জুদের নামায পড়। তা তোমার জন্য হবে অতিরিক্ত।

আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌছাবেন।" (সূরা আল ইসরা : ৭৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে।" (সূরা আস-সাজদা : ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ.

"তারা রাতে খুব কমই শয়ন করে।" (সূরা আয্ যারিয়াত : ১৭)

١١٦٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ- وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ نَحْوَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যার ফলে তাঁর পা দু'টো ফেটে গিয়েছিলো। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কেন এত কষ্ট করেন? আপনার আগে-পিছের সমস্ত গুনাহ ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন : আমি কি (আল্লাহ্‌র) শোকরগুজার বান্দা হবো না?

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর মুগীরা (রা) থেকেও এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٦١- وَعَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً فَقَالَ اَلاَ تُصَلِّيَانِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও ফাতিমার কাছে রাতে আসেন এবং বলেন : তোমরা কি রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) পড় না?

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। 'তারাকাহু' অর্থ রাতে আসেন তার কাছে।

١١٦٢- وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬২। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে তাঁর পিতার (আবদুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ বড় ভালো লোক, যদি সে রাতে নামায পড়তো! সালিম (র) বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ রাতের সামান্যক্ষণই ঘুমাতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٦٣- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! অমুকের মতো হয়ো না। প্রথমে তো সে তাহাজ্জুদ পড়তো, তারপর তাহাজ্জুদ পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٦٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِيْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِيْ اُذُنِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এমন এক ব্যক্তির প্রসংগ উত্থাপিত হলো যে এক রাতে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলো। তিনি বলেন ঃ সে এমন এক ব্যক্তি যার দুই কানে অথবা কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٦٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَاْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلٰى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّاَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَافِيَةُ الرَّاْسِ اٰخِرُهُ.

১১৬৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ের পেছন দিকে তিনটি গিরা লাগায়। প্রতি গিরায় সে এই (মন্ত্র) পড়ে ফুঁ দেয় ঃ রাত অনেক দীর্ঘ, কাজেই ঘুমাও। যদি (ঘটনাক্রমে) তার চোখ খুলে যায় এবং সে আল্লাহ্র যিক্র করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। আর যদি সে উযূ করে তাহলে আর একটি গিরা খুলে যায়। এরপর যদি সে নামায পড়ে তাহলে সবগুলো গিরা খুলে যায় এবং সকালে সে হাসিখুশী ও তাজাদম হয়ে উঠে। অন্যথায় তার সকাল হয় মানসিক ক্লেশ ও আলস্যের মধ্য দিয়ে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'কাফিয়াতুর রাস' অর্থ মাথার শেষ অংশ।

١١٦٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَفْشُوْا السَّلاَمَ وَاَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১১৬৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! সালামের ব্যাপক প্রচলন কর, (অভাবীদের) আহার করাও এবং রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদের নামায পড়, তাহলে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান হাদীস বলেছেন।

١١٦٧- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৬৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহ্র মাস মুহাররামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের নামায হচ্ছে দুই দুই রাক্'আত করে। যখন তুমি সকাল হবার আশংকা কর তখন এক রাক্'আত বিতর পড়ে নাও।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٦٩- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায দুই রাক্'আত দুই রাক্'আত করে পড়তেন এবং এক রাক্'আত বিতর পড়তেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٧٠- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَّ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وكَانَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا الاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا الاَّ رَأَيْتَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৭০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে একাধারে রোযাহীন থাকতেন। আমাদের মনে হতো তিনি বুঝি এ মাসে কোন রোযাই রাখবেন না। আবার যখন তিনি রোযা রাখা শুরু করতেন তখন মনে হতো এ মাসে বুঝি তিনি ইফতারই করবেন না। যদি আপনি তাঁকে রাতে নামাযরত অবস্থায় দেখতে চান তাহলে তা দেখতে পাবেন, আর যদি নিদ্রারত অবস্থায় দেখতে চান তাহলে তাও দেখতে পাবেন।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٧١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً تَعْنِيْ فِى اللَّيْلِ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَاُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ يَرْفَعَ رَاْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِيْ لِلصَّلاَةِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৭১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগারো রাক্‌'আত নামায পড়তেন (রাতের তাহাজ্জুদ নামায)। এই নামাযে তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করতেন যাতে তাঁর মাথা তোলার আগে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারত। তিনি ফজরের নামাযের আগে দুই রাক্‌'আত পড়তেন, তারপর নিজের ডান কাতে শুয়ে থাকতেন, যেই পর্যন্ত না মুয়াযযিন তাঁকে নামাযের জন্য ডাকতে আসতো।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٧٢- وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِيْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে, এছাড়া অন্য মাসেও এগারো রাক্‌'আতের বেশি পড়তেন না (রাতের তাহাজ্জুদের নামায)। প্রথমে তিনি পড়তেন চার রাক্‌'আত। এই চার রাক্‌'আত নামায যে কী সুন্দর আর কত দীর্ঘ হতো তা আর জিজ্ঞেস করো না। তারপর চার রাক্‌'আত পড়তেন। এ চার রাক্‌'আত যে কী সুন্দর ও কত দীর্ঘ হতো তা আর জিজ্ঞেস করো না। এরপর পড়তেন তিন রাক্‌'আত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বিতর পড়ার আগে কি আপনি ঘুমান? জবাব দিলেন ঃ হে আয়িশা! আমার দুই চোখ ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٧٣- وَعَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّيْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম রাতে ঘুমিয়ে নিতেন এবং শেষ রাতে জেগে নামায পড়তেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٧٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوْءٍ قِيْلَ مَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ কিয়াম করলেন যে, আমি খারাপ সংকল্প করলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি সংকল্প করেছিলেন? জবাব দিলেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, আমি তাঁকে একা রেখে বসে পড়বো।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٧٥- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِنْ قِيَامِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি সূরা আল বাকারা পড়তে শুরু করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, (হয়তো) তিনি এক শত আয়াতে পৌছে রুকূ করবেন। তারপর তিনি এগিয়ে চললেন। আমি (মনে মনে) বললাম, তিনি (হয়তো) এক রাক্'আতে তা পড়বেন। তিনি পড়তে থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, (হয়তো) তিনি এ সূরাটি শেষ করে রুকূ করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা আন্ নিসা শুরু করলেন এবং তা পড়ে ফেললেন, এরপর আলে ইমরান শুরু করলেন এবং তাও শেষ করে ফেললেন। তিনি তারতীল সহকারে (ধীরেসুস্থে থেমে থেমে) কিরাআত পড়ছিলেন। যখন তিনি কোন তাসবীহের আয়াতে পৌছতেন তখন তাসবীহ করতেন, কোন প্রার্থনার স্থানে পৌছলে প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনার আয়াতে পৌছলে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকূ করলেন, তাতে তিনি বলতে থাকলেন ঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম (পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার মহান আল্লাহ্র), তাঁর রুকূও ছিল

তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাতে উঠাতে বললেন ঃ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ (আল্লাহ শুনেছেন তাঁর প্রশংসাবাণী যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছে, আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য)। রুকূ থেকে উঠে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন, প্রায় যত সময় রুকূ করেছিলেন তত সময় পর্যন্ত। তারপর তিনি সাজদা করলেন এবং এতে বললেন ঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা (পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি আমার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রবের)। তাঁর সাজদাও ছিল প্রায় তাঁর কিয়ামের সমান দীর্ঘ।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٧٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقُنُوْتِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ- اَلْمُرَادُ بِالْقُنُوْتِ الْقِيَامُ.

১১৭৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন নামায উত্তম? জবাব দিলেন ঃ যে নামাযে কিয়াম দীর্ঘায়িত হয়।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। "আল-কুনূত" অর্থ কিয়াম (নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা)।

١١٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে (নফল নামাযের মধ্যে) প্রিয়তম হচ্ছে দাউদ (আ)-এর (মতো) নামায। আর (নফল রোযার মধ্যে) আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয়তম হচ্ছে দাউদ (আ)-এর (মতো) রোযা। তিনি রাতের প্রথমার্ধে ঘুমাতেন, রাতের তৃতীয় অংশে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তেন, তারপর শেষের ষষ্ঠ অংশে শুয়ে পড়তেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রোযাহীন কাটাতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٧٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ রাতে এমন একটি সময় আছে যখন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের কোন দু'আ করলে আল্লাহ অবশ্যি তা কবুল করেন। আর এ সময়টি রয়েছে প্রতি রাতে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٧٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৭৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতে নামাযের জন্য উঠে তখন যেন সংক্ষেপে দুই রাক্আত (নামায) পড়ে শুরু করে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اِفْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে নামায পড়তে উঠতেন তখন প্রথমে সংক্ষেপে দুই রাক্'আত নামায পড়ে তার (রাতের) নামায শুরু করতেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨١- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রোগজনিত কষ্টের দরুন বা অন্য কোন কারণে রাতের নামায পড়তে না পারলে দিনের বেলা বারো রাক্'আত পড়ে নিতেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٨٢- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের নির্ধারিত ওযীফা বা ঐ ধরনের কোন কিছু না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর যদি তা ফজর ও যুহরের নামাযের মাঝখানে পড়ে, তবে তার জন্য এমন সাওয়াব লেখা হয় যেন সে রাতেই তা পড়েছে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১১৮৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি সদয় হোন, যে রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, আর স্ত্রী যদি উঠতে দ্বিধা করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি সদয় হোন, যে রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও জাগায়, আর স্বামী উঠতে দ্বিধা করলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨٤- وَعَنْهُ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَو صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১১৮৪। আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাতে তার স্ত্রীকে জাগায় এবং তারা দু'জনে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অথবা (তিনি বলেছেন) দুই রাক্'আত নামায পড়ে, তাদের দু'জনের নাম যিক্রকারী ও যিক্রকারিণীদের মধ্যে লিখে নেয়া হয়।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١١٨٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারো নামাযের মধ্যে ঝিমুনী আসে, সে যেন নামায ছেড়ে দিয়ে এতটা ঘুমিয়ে নেয়, যার ফলে তার ঘুম চলে যায়। কারণ যখন তোমাদের কেউ ঝিমাতে ঝিমাতে নামায পড়ে তখন হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨٦- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে থাকে, এ অবস্থায় (ঘুমের প্রভাবের কারণে) আল কুরআন পড়া তার মুখে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে কী বলছে তার কোন খবরই তার না থাকে তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

রমযানে তারাবীহ্‌র নামায মুস্তাহাব।

١١٨٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রাতে কিয়াম করে তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٨٨- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ

رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ فَيَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৮৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে নামায পড়ার (তারাবীহ পড়ার) ব্যাপারে কেবল উৎসাহিত করতেন কিন্তু এ ব্যাপারে তাকিদ সহকারে হুকুম দিতেন না। তিনি বলতেন ঃ যে কেউ ঈমান সহকারে ও সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশে রমযানে কিয়াম করে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

লাইলাতুল কদরে ইবাদাত করার ফযীলাত এবং সর্বাধিক আশাপ্রদ রাতের বর্ণনা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে আমি কুরআন নাযিল করেছি কদরের রাতে"... সূরার শেষ অবধি। (সূরা আল-কদর ঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ..

"অবশ্যি আমি কুরআন নাযিল করেছি একটি বরকতপূর্ণ রাতে।" (সূরা আদ-দুখান ঃ ৩)

١١٨٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৮৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশে কদরের রাতে কিয়াম করে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٩٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে রমযানের শেষ সাত রাতে স্বপ্নের মধ্যে শবে কদর দেখানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের স্বপ্নে শেষ সাত রাতের ব্যাপারে ঐকমত্য সাধিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি শবে কদর খুঁজতে চায় তার এই শেষ সাত রাতের মধ্যে খোঁজা উচিত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٩١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٩٢- وَعَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১১৯২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে তোমরা লাইলাতুল কদর তালাশ কর।

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٩٣- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ اَحْيَا اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১১৯৩। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবার-পরিজনকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্র ইবাদাতে) খুব বেশি সাধনা ও পরিশ্রম করতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٩٤- وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِيْ رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে (আল্লাহ্র ইবাদাতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। তিনি তার শেষ দশ দিনে এমন চেষ্টা ও সাধনা করতেন, যা অন্য সময় করতেন না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١١٩٥- وَعَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَىُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১১৯৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যদি জানতে পারি কোন্ রাতটি কদরের রাত, তাহলে আমি তাতে কী বলবো? জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নী" (হে আল্লাহ! তুমি অবশ্যি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, কাজেই আমাকে ক্ষমা কর)।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

মিসওয়াক করা ও প্রকৃতিগত স্বভাবের ফযীলাত।

١١٩٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ اَوْ عَلَى النَّاسِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১৯৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মাতের কষ্ট হবার আশংকা না করতাম অথবা (বলেছেন) লোকদের কষ্টের ভয় না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٩٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلشَّوْصُ اَلدَّلْكُ.

১১৯৭। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠার পর মিসওয়াক দিয়ে মুখ ঘষতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আশ্-শাওসু' অর্থ ঘষা বা মাজা।

١١٩٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১১৯৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাঁর মিসওয়াক ও উযুর পানি তৈরি রাখতাম। আল্লাহ রাতে তাঁকে জাগাতেন যখন চাইতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন, উযূ করতেন এবং নামায পড়তেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٩٩- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১১৯৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি মিসওয়াকের ব্যাপারে তোমাদেরকে অনেক তাকিদ করেছি।

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٠٠- وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২০০। শুরাইহ্ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথমে কোন্ কাজটি করতেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি প্রথমে মিসওয়াক করতেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٠١- وَعَنْ اَبِيْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১২০১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম, তখন তিনি মিসওয়াকের কিনারা দাঁতে লাগিয়ে রেখেছিলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এখানে সহীহ মুসলিমের মূল পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে।

١٢٠٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ- رَوَاهُ النِّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ.

১২০২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিসওয়াক হচ্ছে মুখের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উপায়।

ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে খুযাইমা তাঁর আস-সহীহ গ্রন্থে নির্ভুল সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ. اَلْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِيْ حَوْلَ الْفَرْجِ.

১২০৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি কাজ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) খাতনা করা; (২) লজ্জাস্থানের চুল কাটা; (৩) নখ কাটা; (৪) বগলের চুল কাটা ও (৫) গোঁফ কাটা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'আল-ইসতিহদাদ' অর্থ লজ্জাস্থানের চারপাশে গজানো চুলগুলো কেটে ফেলা।

١٢٠٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ الرَّاوِيُّ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ قَالَ وَكِيْعٌ وَهُوَ اَحَدُ رُوَاتِهِ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِيْ اَلْاِسْتِنْجَاءَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ- اَلْبَرَاجِمُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْجِيْمِ وَهِيَ عُقَدُ الْاَصَابِعِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ مَعْنَاهُ لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.

১২০৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আ}াইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস ফিতরাঙতর (মানুষের স্বভাব ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। (এক) মোচ কেটে ফেলা, (দুই) দাড়ি বড় করা, (তিন) মিসওয়াক করা, (চার) নাকে পানি দেয়া, (পাঁচ) নখ কাটা, (স্ম) আঙ্গুলের জোড় ধুয়ে ফেলা, (সাত) বগলের চুল কাটা, (আট) নাভির নীচের চুল কাটা, (নয়) ইসতিনজা করা। বর্ণনাকারী বলেন, দশমটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবত সেটি হবে কুল্লি করা। ওয়াকী (র) বলেন, 'ইন্তিকাসুল মা' অর্থ ইসতিনজা করা।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আল-বারাজিম' বলা হয় আঙ্গুলের জোড়গুলিকে। 'ইফাউল লিহ্য়া' অর্থ দাড়ির কিছুই না কাটা।

١٢٠٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى- مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

১২০৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কাট এবং দাড়ি লম্বা কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা, তার ফযীলাত এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا أُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

"তারা আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করতে, নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে আদিষ্ট হয়েছিল। এটিই হচ্ছে সোজা-সঠিক দীন।" (সূরা আল-বায়্যিনাহ ঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ.

"তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ কর, যার সাহায্যে তুমি তাদেরকে গুনাহমুক্ত করবে এবং তাদেরকে পাক-পবিত্র করবে।" (সূরা আত্-তাওবা ঃ ১০৩)

١٢٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি বস্তুর উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; নামায কায়েম করা; যাকাত আদায় করা; বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٧- وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَّوَّعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهٗ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكٰوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَّوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৭। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক নজ্‌দবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। তাঁর মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। তাঁর আওয়াজ আমাদের কানে আসছিল। কিন্তু (দূরত্বের কারণে) তিনি কি বলছিলেন তা বুঝা যাচ্ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বললেন ঃ তামাম রাতদিনে পাঁচ বার নামায (ফরয)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো ছাড়া আরো কি আমার উপর ফরয? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ না, তবে তুমি চাইলে নফল নামায পড়তে পার।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রমযানের রোযাও (ফরয)। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, এছাড়া আরও কি আমার উপর ফরয? জবাব দিলেন ঃ না, তবে ইচ্ছা করলে নফল রোযা রাখতে পার। (এরপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, এছাড়া আর কোন কিছু কি আমার উপর ফরয? জবাব দিলেন ঃ না, তবে যদি তুমি চাও নফল দান-খয়রাত করতে পার। অতঃপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এর উপর কিছু বাড়াবো না এবং এর থেকে কিছু কমাবোও না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে সফলকাম হয়ে গেছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৮। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয (রা)-কে ইয়ামনে পাঠান এবং তাঁকে বলেন ঃ তাদেরকে (ইয়ামানবাসী) "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রাসূল" এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার দাওয়াত দাও। যদি তারা এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে (দাওয়াত গ্রহণ করে এবং মুসলিম হয়ে যায়) তাহলে তাদেরকে জানাও যে, আল্লাহ দিন-রাতে তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। এ ব্যাপারেও যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে নিয়ে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٠٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২০৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, আর যে পর্যন্ত না তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা এগুলো করলে তাদের রক্ত ও সম্পদকে তারা আমার থেকে নিরাপদ করে নিল এবং তাদের হিসাব-নিকাশ হবে আল্লাহ্র কাছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢١٠-وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ اَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাক্র (রা) তাঁর স্থলে মুসলিমদের খালীফা হলেন এবং আরবে যাদের কুফর করার ছিল তারা কুফর করলো (এবং আবু বাক্র তাদের সাথে লড়াই করার সংকল্প করলেন)। উমার (রা) বললেন, আপনি কেমন করে লোকদের সাথে লড়াই করবেন? কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে লোকদের সাথে লড়াই করার হুকুম দেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর স্বীকারোক্তি করে। তারপর যে ব্যক্তি এ স্বীকারোক্তি করে সে তার সম্পদ ও প্রাণ আমার হাত থেকে নিরাপদ করে নেয়, তবে ইসলামের হক ছাড়া, আর তার হিসাব আল্লাহ্র কাছে। আবু বাক্র (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কারণ যাকাত হচ্ছে সম্পদের হক। আল্লাহ্র কসম! তারা যদি আমাকে উটের গলার একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা পর্যন্ত দিয়ে এসেছে, তাহলে আমি তাদের এ অস্বীকৃতির জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি দেখলাম, আল্লাহ আবু বাক্‌রের হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারলাম, আবু বাক্‌রের সিদ্ধান্তই সঠিক।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١١- وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১১। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আমাকে এমন আমলের কথা জানান, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لاَ تُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, নিয়মিত নামায পড়, ফরয যাকাত আদায় কর এবং রমযানের রোযা রাখ। সে ব্যক্তি বললো, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি এর উপর কিছুই বাড়াবো না। তারপর যখন সে ফিরে যেতে লাগলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতের কোন অধিবাসীকে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন ঐ লোকটিকে দেখে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٣- وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৩। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলাম নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং প্রত্যেক মুসলিমের সাথে সদিচ্ছাপূর্ণ ব্যবহার করার (বা কল্যাণ কামনার) জন্য।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٤- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوٰى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْاِبِلُ قَالَ وَلاَ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِداً تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِاَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا اِلاَّ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرٰى سَبِيْلَهُ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْخَيْلُ قَالَ الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلٍ اَجْرٌ فَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً

وَنِوَاءً عَلٰى اَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ ظُهُوْرِهَا وَلَا رِقَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَاَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فِيْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ اَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا اَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ اَرْوَاثِهَا وَاَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَاَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلٰى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيْدُ اَنْ يَسْقِيَهَا اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ . قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ اِلَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১২১৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে কোন মালিক নিজের মালের হক (যাকাত) আদায় করে না (তার জেনে রাখা উচিত), কিয়ামাতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যকে আগুনে জ্বালিয়ে তা দিয়ে তখতি বানানো হবে, তারপর তাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং ঐ ব্যক্তির পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠ তা দিয়ে দাগানো হবে। যখনই ঐ তখতিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে সংগে সংগেই সেগুলিকে আবার জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তাকে বরাবর দাগানো হতে থাকবে সেই দিন, যার দৈর্ঘ্য হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, অবশেষে লোকদের বিচারপর্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তারা জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহলে উটের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবাব দিলেন ঃ উটের ব্যাপারেও, যদি কোন উটের মালিক তার হক আদায় না করে থাকে (তাহলে তারও সেই দশা)। আর তার হকের মধ্যে (যাকাত ছাড়া) একটি হক হচ্ছে যেদিন তাদেরকে পানি পান করার জন্য আনা হয় সেদিনকার দুধ (সাদাকা করে দেয়া)। (যদি সে তাদের হক আদায় না করে তাহলে) কিয়ামাতের দিন একটি পরিষ্কার ও সমতল ময়দানে তাকে (উটের মালিক) উটগুলির পায়ের নীচে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। ঐ উটগুলি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও মোটা এবং তাদের সংখ্যা একটিও কম হবে না। তারা সবাই নিজেদের পায়ের তলায় তাকে মাড়াবে ও দাঁত দিয়ে তাকে কামড়াবে। যখন

একদিক দিয়ে খতম হয়ে যাবে, তখন আবার একই প্রক্রিয়া শুরু করবে সেই দিন যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ, এমনকি লোকদের বিচার পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত ও জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গরু ও ছাগলের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত? জবাব দিলেন ঃ যে গরু ও ছাগলের মালিক তাদের যাকাত আদায় করবে না তাকেও কিয়ামাতের দিন একটি পরিষ্কার ও সমতল ময়দানে ঐ গরু ও ছাগলগুলির পায়ের তলায় উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। তারা সবাই হাজির থাকবে, একটিও হারিয়ে যাবে না। তাদের একটিরও শিং পেছন দিকে মোড়ানো থাকবে না, একটিও শিংবিহীন হবে না এবং একটিরও শিং ভাঙা হবে না। তারা নিজেদের শিং দিয়ে তাকে গুতাতে থাকবে এবং পায়ের খুর দিয়ে মাড়াতে থাকবে। যখন একদিক দিয়ে শেষ হয়ে যাবে, তখন চক্রাকারে আবার শুরু করবে সেই দিন যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। অবশেষে লোকদের বিচার পর্ব শেষ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের জান্নাত বা জাহান্নামের পথ দেখতে পাবে।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঘোড়ার ব্যাপারে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ ঘোড়া তিনভাগে বিভক্ত। কিছু ঘোড়া তো তাদের মালিকদের জন্য পাপে পরিণত হবে। কিছু ঘোড়া তাদের মালিকদের জন্য আবরণ হবে। আর কিছু ঘোড়া হবে তাদের মালিকদের জন্য প্রতিদান। যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য বোঝা ও গুনাহে পরিণত হবে তা হচ্ছে সেই সব ঘোড়া যেগুলোকে মালিক নেহায়েত লোক দেখাবার জন্য, গর্ব করার জন্য ও মুসলিমদের ক্ষতি করার জন্য পালন করে। এ ধরনের ঘোড়া তার জন্য পাপ। আর যেসব ঘোড়া তার মালিকের জন্য আবরণ হবে, তা হচ্ছে এমন সব ঘোড়া যেগুলোকে মালিক পালন করে আল্লাহ্‌র হুকুম মুতাবিক, তারপর তাদের পিঠ ও ঘাড়ের ব্যাপারে আল্লাহ যে হক নির্ধারণ করেছেন তাও বিস্মৃত হয় না (অন্যকে আরোহণ করায়)। এ ধরনের ঘোড়া হচ্ছে মালিকের জন্য আবরণ। আর যেসব ঘোড়া তাদের মালিকের জন্য প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ তা হচ্ছে, যেগুলোকে তাদের মালিক আল্লাহ্‌র পথে নিছক মুসলিমদের (জিহাদের) জন্য সবুজ-শ্যামল চারণক্ষেত্রে অথবা বাগানে ছেড়ে দেয়। প্রতিদিন তারা ঐ চারণক্ষেত্র বা বাগানে যে পরিমাণ ঘাসপাতা খায় তার প্রতিটি ঘাসের ও পাতার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে একটি নেকী লেখা হয়। আর সারাদিন তারা যতবার পেশাব করে ও মলত্যাগ করে ততবারই তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর তারা পাহাড়ের টিলায় লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে সারা দিনে যেসব দড়ি ছেঁড়ে তার বদলায় আল্লাহ তাদের প্রতিটি পায়ের দাগ ও পদক্ষেপের পরিমাণ নেকী লেখেন। আর যখন এই ঘোড়ার মালিক তাদেরকে পানির ঝরনার কাছ দিয়ে নিয়ে যায় এবং তারা পানি পান করে, যদিও তাদের মালিকের ঘোড়াকে পানি পান করাবার উদ্দেশ্য ছিল না, তবুও আল্লাহ তাদের প্রতি ঢোক পানির বদলে মালিকের নামে একটি করে নেকী লেখেন।

জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গাধার ব্যাপারে কি বলেন? জবাব দিলেন ঃ গাধার ব্যাপারে আমার কাছে কোন হুকুম আসেনি, তবে এ সম্পর্কে আল কুরআনের একটি নজির ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক আয়াত আমার কাছে আছে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে (কিয়ামতের দিন) সে তা দেখতে পাবে আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে তাও (সেদিন)সে দেখতে পাবে ।" (সূরা আয্ যিলযাল ঃ ৫)

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আর এখানে মুসলিমের মূল পাঠ সন্নিবেশিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

রমযানের রোযা ফরয এবং রোযার ফযীলাত ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى : شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল... এই রমযান মাসেই আল কুরআন নাযিল করা হয়েছিল, যা সমগ্র মানবজাতির জন্য জীবন যাপনের বিধান এবং তা সুস্পষ্ট উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ। কাজেই যে ব্যক্তি এ মাসের সম্মুখীন হবে, তার জন্য এই পূর্ণ মাসের রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য, আর যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে রত থাকে তাহলে সে যেন অন্য দিনগুলোয় এই রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৫)

এ সম্পর্কিত বেশীর ভাগ হাদীস আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

١٢١٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَهٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِيْ اَلصِّيَامُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِيْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

১২১৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য, রোযা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। আর রোযা ঢালস্বরূপ। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে সে যেন অশ্লীল কাজ না করে, শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মিশকের চাইতেও সুগন্ধযুক্ত। রোযাদারের দু'টি আনন্দ, যা সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে, সে ইফতারের সময় খুশী হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর এখানে সহীহ বুখারীর মূল পাঠ দেয়া হয়েছে। ইমাম বুখারীর আর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ রোযাদার আমারই কারণে তার আহার, পানীয় ও যৌন কামনা ত্যাগ করেছে। রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো। আর (অন্য) নেকীগুলির সাওয়াব দশ গুণ হবে। ইমাম মুসলিম এক রিওয়ায়াতে বলেছেন, বনী আদমের প্রতিটি আমলের সাওয়াব বাড়ানো হয়, এক নেকীর সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তবে রোযা ছাড়া (রোযার সাওয়াবের কোন সীমা নেই)। কারণ রোযা হচ্ছে আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেবো। রোযাদার আমারই জন্য যৌন কামনা ও আহার ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ। একটি আনন্দ হচ্ছে ইফতারের সময়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি হবে তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মিশকের চাইতেও সুগন্ধিযুক্ত।

١٢١٦– وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِيَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ

الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি জোড়া (কোন জিনিস) দান করবে তাকে জান্নাতের দরজা থেকে এই বলে ডাকা হবে ঃ হে আল্লাহ্র বান্দা! এই যে এই দরজাটি তোমার জন্য ভালো। কাজেই নামাযীদেরকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে। মুজাহিদদেরকে ডাকা হবে জিহাদের দরজা থেকে। রোযাদারদেরকে ডাকা হবে রাইয়্যান (তরতাজা) দরজা থেকে। সাদাকাদাতাদেরকে ডাকা হবে সাদাকার দরজা থেকে। আবু বাক্র (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কুরবান হোক, যে ব্যক্তিকে এ সবগুলি দরজা থেকে ডাকা হবে, যদিও এর কোন প্রয়োজন নেই, তবুও কাউকে কি ঐ সবগুলি দরজা থেকে ডাকা হবে? জবাব দিলেন ঃ হাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٧- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৭। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় রাইয়্যান। কিয়ামাতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন রোযাদাররা দাঁড়িয়ে যাবে। সেই দরজা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভেতরে প্রবেশ করবে তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٨- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একটি রোযা রাখে, তার এই একটি দিনের বদৌলতে আল্লাহ তাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢١٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২১৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান সহকারে ও সাওয়াব লাভের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٠- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২২০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রমযান মাস আসে, জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃংখলিত করে রাখা হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٢١- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ غَبِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ . وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُوْمُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا.

১২২১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযার (মাসের) সমাপ্তি কর। আর যদি মেঘের আড়ালের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর এখানে সহীহ্ বুখারীর মূল পাঠ দেয়া হয়েছে। মুসলিমের একটি রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমাদের উপর মেঘ ছেয়ে যায় তাহলে ত্রিশ দিন রোযা রাখ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

রমযান মাসে দান, সৎকর্ম ও বেহিসাব নেক আমলের তাকিদ এবং বিশেষ করে শেষ দশ দিনে এগুলো করা।

١٢٢٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২২। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। বিশেষ করে রমযান মাসে তাঁর দানশীলতা আরো বেশি বেড়ে যেতো, যখন জিবরীল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। জিবরীল (আ) তাঁর সাথে রমযানের প্রতি রাতে দেখা করতেন এবং তাঁকে আল কুরআন শেখাতেন।[১] জিবরীল (আ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দেখা করতেন, তখন তাঁর দানশীলতা বৃষ্টি আনয়নকারী বাতাসের চাইতেও বেশি হয়ে উঠতো।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْىَ اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিনের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে (সারা) রাত জাগতেন, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদাতে খুব বেশি নিমগ্ন হয়ে যেতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত কুরআনের যে পরিমাণ আয়াত নাযিল হয়েছিল সেগুলি জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে পড়ে শুনাতেন। এরপর রাসূলও সেগুলি পড়তেন। এভাবে বারবার পড়ার কারণে আল কুরআন নির্ভুলভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কণ্ঠস্থ থাকতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

অর্ধ শাবানের পর থেকে রমযানের পূর্ব পর্যন্ত রোযা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা, তবে যার পূর্বের সাথে মিলাবার অভ্যাস হয়ে গেছে অথবা যে ব্যক্তি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত সে ঐ দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে।

١٢٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন রযমানের একদিন বা দু'দিন আগে রোযা না রাখে। তবে যে ব্যক্তির ঐ দিনগুলোয় রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে সে ঐ দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٢٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَصُوْمُوْا قَبْلَ رَمَضَانَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَيَايَةٌ فَاَكْمِلُوْا ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ- اَلْغَيَايَةُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتِ الْمُكَرَّرَةِ وَهِىَ السَّحَابَةُ.

১২২৫। আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রমযানের আগে রোযা রেখো না, বরং চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে শেষ কর। যদি তোমাদের ও চাঁদের মাঝখানে মেঘ প্রতিবন্ধক হয়ে যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন। "আল-গায়ায়াতু" শব্দটির অর্থ বাদল বা মেঘ।

١٢٢٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَقِىَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُوْمُوْا- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২২৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন শাবান মাসের অর্ধেক বাকি থাকে তখন তোমরা আর রোযা রেখো না।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

١٢٢٧- وَعَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رواه اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২২৭। আবুল ইয়াকযান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন (মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যাওয়ায় যে দিন রোযা রাখা সন্দেহযুক্ত) রোযা রাখে, সে আবুল কাসিম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করে।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

চাঁদ দেখে যে দু'আ পড়তে হয়।

١٢٢٨- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا رَاَى الْهِلاَلَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْاِسْلاَمِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ هِلاَلُ رُشْدٍ وَخَيْرٍ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১২২৮। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম রাতের চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলাম, রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহু হিলালু রুশদিন ওয়া খাইর (হে আল্লাহ! এই চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রভু একমাত্র আল্লাহ। (হে আল্লাহ!) এ চাঁদ যেন সঠিক পথের ও কল্যাণের চাঁদ হয়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

সাহরী খাওয়ার ফযীলাত এবং ফজর উদয়ের আশংকা না হওয়া পর্যন্ত দেরী করে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব।

١٢٢٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرْكَةً- مُتَّفَقٌ.

১২২৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাহরী খাও। কারণ সাহরীর মধ্যে রয়েছে বরকত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٣٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلاَةِ قِيْلَ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩০। যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহরী খেলাম, তারপর নামাযে দাঁড়ালাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সাহরী ও নামাযের মধ্যে কতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল? জবাব দিলেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়ের ব্যবধান ছিলো।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٣١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنَانِ بِلاَلٌ وَّابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ اَنْ يَّنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقٰى هٰذَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়ায্‌যিন ছিল দু'জন ঃ বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বিলাল রাত্রিবেলা আযান দেয়। কাজেই তার আযানের পরও তোমরা পানাহার করতে থাক, যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূম (ফযরের) আযান দেয়। (ইবনে উমার) বলেন, তাদের দু'জনের আযানের মধ্যে পার্থক্য ছিল এতটুকু যে, একজন (সিঁড়ি বেয়ে) নামতেন এবং একজন আরোহণ করতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٣٢- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৩২। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের রোযা ও আহলি কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহরী খাওয়া।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

অবিলম্বে ইফতার করার ফযীলাত এবং যা দিয়ে ইফতার করতে হবে ও ইফতারের পর যা বলতে হবে।

١٢٣٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৩। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন কল্যাণের মধ্যে অবস্থান করবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٣٤- وَعَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا مَسْرُوْقٌ رَجُلاَنِ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُوْ عَنِ الْخَيْرِ اَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ وَالْاٰخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْاِفْطَارَ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَتْ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ- قَوْلُهُ لاَ يَأْلُوْ اَىْ لاَ يُقَصِّرُ فِى الْخَيْرِ.

১২৩৪। আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়িশা (রা)-র কাছে গেলাম। মাসরূক তাঁকে বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'জন সাহাবী সৎ কাজ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার গড়িমসি করেন না। তাদের একজন অবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়েন এবং অবিলম্বে ইফতার করেন আর অন্যজন বিলম্বে মাগরিব পড়েন এবং বিলম্বে ইফতার করেন। আয়িশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কে অবিলম্বে মাগরিব পড়েন এবং ইফতার করেন? মাসরূক জবাব দিলেন, আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। আয়িশা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি করতেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। "লা ইয়ালু" শব্দটির অর্থ হচ্ছে ঃ সৎকাজ করার ও ন্যায়নীতির পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে কোন গাফলতি নেই।

١٢٣٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১২৩৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা অবিলম্বে ইফতার করে তারাই আমার কাছে অধিক প্রিয়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যায়িত করেছেন।

١٢٣٦- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৩৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন রাত ঐ (পূর্ব) দিক থেকে আসে, দিন ঐ (পশ্চিম) দিকে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায় তখনই রোযাদার ইফতার করবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٣٧- وَعَنْ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلاَنُ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ اِجْدَحْ بِجِيْمٍ ثُمَّ دَالٍ ثُمَّ حَاءٍ مُهْمَلَتَيْنِ اَىْ اِخْلِطِ السَّوِيْقَ بِالْمَاءِ .

১২৩৭। আবু ইবরাহীম আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলাম। তিনি ছিলেন রোযাদার। যখন সূর্য ডুবে গেলো, তিনি দলের এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ হে অমুক! (সাওয়ারী থেকে নেমে) আমাদের জন্য ছাতু গুলে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সাঁঝ হতে দিন। তিনি বলেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। লোকটি বলল, এখনো তো দিন বাকি আছে? তিনি (আবার) বলেন ঃ নেমে যাও, আমাদের জন্য ছাতু বানাও। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, সে ব্যক্তি নেমে গেলো এবং ছাতু গুলে তাঁর সামনে আনলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন, অতঃপর হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেন ঃ যখন রাতকে ওদিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'ইজদাহ' শব্দের অর্থ ঃ ছাতুকে পানির সাথে মিশাও।

١٢٣٨- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى مَاءٍ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২৩৮। সালমান ইবনে আমের আদ-দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইফতার করে তখন তার খুরমা-খেজুর দিয়ে ইফতার করা উচিত। তবে যদি সে খুরমা-খেজুর না পায় তাহলে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে, কারণ পানি হচ্ছে পাক-পবিত্র।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٢٣٩- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلٰى رُطَبَاتٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১২৩৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পূর্বে ইফতার করতেন কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে। যদি তিনি তাজা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর (অর্থাৎ খুরমা) দিয়ে। আর যদি তাও না পেতেন তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

রোযাদারের প্রতি গালিগালাজ ও শরীয়াত বিরোধী এবং অনুরূপ ধরনের অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে নিজের জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গকে বিরত রাখার হুকুম।

١٢٤٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন দিন রোযা রাখে সে যেন অশ্লীল কথা

না বলে এবং শোরগোল ও ঝগড়াঝাটি না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়াঝাটি করে তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٤١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৪১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ বর্জন করেনি, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই।[১]

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

রোযা সম্পর্কিত কতিপয় মাসায়েল।

١٢٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রোযার কথা ভুলে গিয়ে কিছু খায় বা পান করে, সে যেন তার রোযা পুরা করে। কারণ আল্লাহ্ তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٤٣- وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

১. এর অর্থ হচ্ছে, রোযা রেখে মিথ্যা বলা, গীবাত করা, পরচর্চা করা ইত্যাদি কাজ অত্যন্ত গর্হিত হিসেবে গণ্য। এর ফলে রোযার সাওয়াব কমে যায় এবং তার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কাজেই রোযা রেখে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু এ হাদীসের কখনো এ উদ্দেশ্য নয়, যে ব্যক্তি এসব খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকতে পারবে না, সে রোযা রাখবে না। এ অবস্থায় তো সে দ্বিগুণ গুনাহের ভাগী হবে। একদিকে রোযা না রাখার গুনাহ আর অন্য দিকে ঐ সব গর্হিত কাজ বন্ধ না করার গুনাহ। কাজেই তাকে রোযা রাখতে হবে এবং রোযাদার হিসাবে ঐ গর্হিত কাজগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। এটিই হচ্ছে এই হাদীসের আসল উদ্দেশ্য।

১২৪৩। লাকীত ইবনে সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে উযুর ব্যাপারে জানান। তিনি বলেন ঃ পরিপূর্ণভাবে উযু কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যে খেলাল কর। আর যদি রোযা না রেখে থাক তাহলে নাকের মধ্যে বেশি জায়গা পর্যন্ত পানি পৌছাও।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٢٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনও) নিজের স্ত্রীর কারণে জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) অবস্থায় ভোরে উঠতেন, তারপর গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٤٥- وَعَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُوْمُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৪৫। আয়িশা ও উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কখনও) স্বপ্নদোষ বহির্ভূত জুনুবী অবস্থায় সকালে উঠতেন, তারপর (গোসল সেরে) যথরীতি রোযা রাখতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

মুহাররাম, শাবান ও হারাম মাসসমূহে রোযা রাখার ফযীলাত।

١٢٤٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ وَاَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৪৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযানের রোযার পর শ্রেষ্ঠ রোযা হচ্ছে আল্লাহ্র মাস মুহাররামের রোযা এবং ফরয নামাযের পর শ্রেষ্ঠ নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ اَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৪৭। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসের চাইতে বেশি রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। বলতে গেলে তিনি পুরো শাবান মাসই রোযা রাখতেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তিনি স্বল্প কয়েক দিন ছাড়া পুরো শাবান মাসই রোযা রাখতেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٤٨- وَعَنْ مُجِيْبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ اَبِيْهَا اَوْ عَمِّهَا اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِنْطَلَقَ فَاَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَا تَعْرِفُنِىْ قَالَ وَمَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الْبَاهِلِىُّ الَّذِىْ جِئْتُكَ عَامَ الْاَوَّلِ قَالَ فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ قَالَ مَا اَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ اِلاَّ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ثُمَّ قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِىْ فَاِنَّ بِىْ قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَ زِدْنِىْ قَالَ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ الثَّلاَثِ فَضَمَّهَا ثُمَّ اَرْسَلَهَا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ. وَشَهْرُ الصَّبْرِ رَمَضَانُ.

১২৪৮। মুজীবা আল-বাহিলিয়া (র) থেকে তাঁর পিতা বা চাচার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা বা চাচা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তারপর তিনি চলে যান এবং এক বছর পর আবার হাযির হন। তখন তার অবস্থা ও চেহারা-সুরাত (অনেক) বদলে গিয়েছিল। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি জবাব দেন ঃ তুমি কে? তিনি বলেন, আমি হলাম সেই বাহিলী, প্রথম বছরে আপনার কাছে এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার এই পরিবর্তন কেমন করে হলো, তোমার চেহারা-সুরাত না বেশ সুন্দর ছিল? বাহিলী জবাব দেন, সেবারে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর থেকে আমি রাতে ছাড়া আর কখনো খাবার খাইনি (প্রতি দিন রোযা রেখেছি)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি নিজের জানকে কষ্ট দিয়েছো। তারপর বলেন ঃ রমযান

মাসের রোযা রাখ, এরপর প্রতি মাসে একদিন করে (রোযা রাখ)। বাহিলী আরয করেন, আরো বাড়িয়ে দিন, কারণ আমার মধ্যে এর শক্তি আছে। জবাব দেন ঃ ঠিক আছে, প্রতি মাসে দু'দিন করে। বাহিলী বলেন, আরো বাড়িয়ে দিন। জবাব দেন ঃ তাহলে প্রতি মাসে তিন দিন করে। বাহিলী বলেন, আরো বাড়িয়ে দিন। জবাব দেন ঃ হারাম মাসগুলোয় (যিলকাদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ও রজব) রোযা রাখ ও ছেড়ে দাও, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখ ও ছেড়ে দাও, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখ ও ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি নিজের তিন আঙুল দিয়ে ইশারা করেন, প্রথমে সেগুলোকে একত্র করেন, তারপর ছেড়ে দেন (অর্থাৎ তিন দিন রোযা রাখ এবং তিন দিন রেখো না)।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর 'শাহরুস সবর' অর্থ রমযান মাস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনে রোযা রাখা ও অন্যান্য নেক কাজ করার ফযীলাত।

١٢٤٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ اَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ يَعْنِيْ اَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৪৯। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোন দিন নেই যে দিনে কৃত নেক আমল এসব দিন অর্থাৎ যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনের নেক আমলের মত আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয়। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পথে জিহাদের মত (নেক) আমলও কি নয়? তিনি বলেন ঃ না, আল্লাহ্র পথে জিহাদের মত (নেক) আমলও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান ও মাল নিয়ে আল্লাহ্র পথে বের হল এবং এর কোনটা নিয়েই আর ফিরে আসল না (ঐ ব্যক্তির এ আমল আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়)।

হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

আরাফাত ও আশূরার দিন এবং মুহাররামের নবম তারিখে রোযা রাখার ফযীলাত।

١٢٥٠- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ- مُسْلِمٌ.

১২৫০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি জবাব দিলেন ঃ এতে বিগত বছরের ও আগামীর গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٥١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৫১। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন রোযা রাখেন এবং ঐ দিন রোযা রাখার হুকুম দেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٢- وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৫২। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশূরার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন ঃ এতে বিগত বছরের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

١٢٥٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بَقِيْتُ اِلٰى قَابِلٍ لَاَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৩। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগামী বছর পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে নয় তারিখের রোযা রাখবো।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯
শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٤- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৪। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর এর পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলো সে যেন এক বছর রোযা রাখলো।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব।

١٢٥٥- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ ذٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ اَوْ اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৫৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বলেন ঃ এই দিন আমি জন্মগ্রহণ করি, এ দিনে আমার উপর নবুয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল অথবা তিনি (বলেন ঃ) এ দিনে আমার উপর (প্রথম) ওহী নাযিল করা হয়েছিলো।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٦- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَاُحِبُّ اَنْ يُعْرَضَ عَمَلِىْ وَاَنَا صَائِمٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ ذِكْرِ الصَّوْمِ .

১২৫৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ্‌র সমীপে বান্দার) আমল পেশ করা হয়। কাজেই আমি চাই আমার আমল যেন আমার রোযা অবস্থায় পেশ করা হয়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম মুসলিম রোযার উল্লেখ ছাড়াই হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১২৫৭। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব।

প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার ক্ষেত্রে আইয়ামে বীযের রোযা রাখাই উত্তম। আর আইয়ামে বীয হচ্ছে, প্রতি চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখ। প্রতি মাসের বারো, তেরো ও চৌদ্দ তারিখকেও আইয়ামে বীয বলা হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই সহীহ এবং প্রসিদ্ধ।

١٢٥٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ صِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৫৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসিয়াত করেছেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশতের দুই রাক্'আত নামায পড়া এবং ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে যেন আমি বিতর নামায পড়ি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٥٩- وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِىْ حَبِيْبِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لَنْ اَدْعَهُنَّ مَا عِشْتُ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلاَةِ الضُّحٰى وَبِاَنْ لاَّ اَنَامَ حَتّٰى اُوْتِرَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৫৯। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসিয়াত করেছেন। যতদিন জীবিত থাকবো আমি সেগুলো কখনো ত্যাগ করবো না ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা, চাশতের নামায পড়া এবং বিতর না পড়ে যেন আমি কখনো না ঘুমাই।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٦٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার অর্থ হচ্ছে সারা বছর রোযা রাখা (অর্থাৎ এতে সারা বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাওয়া যায়)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٦١- وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ اَىِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُوْمُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِىْ مِنْ اَىِّ الشَّهْرِ يَصُوْمُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৬১। মু'আযা আল-'আদাবিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিনটি রোযা

রাখতেন? তিনি জবাব দেন, হাঁ। আমি বললাম, মাসের কোন্ অংশে তিনি রোযা রাখতেন? তিনি জবাব দিলেন, তিনি এ ব্যাপারে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন না, বরং মাসের যে কোন দিন ইচ্ছা রোযা রাখতেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٦٢- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثًا فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১২৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি কোন মাসে তিনটি রোযা রাখতে চাও, তখন তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রোযা রাখ।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٢٦٣- وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ اَيَّامِ الْبِيْضِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَاَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

১২৬৩। কাতাদা ইবনে মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আইয়ামে বীযের রোযা রাখার হুকুম দিতেন মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٦٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُفْطِرُ اَيَّامَ الْبِيضِ فِىْ حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ- رَوَاهُ النَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১২৬৪। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকীম অবস্থায় বা সফররত অবস্থায় কখনো আইয়ামে বীযের রোযা ছাড়তেন না।

ইমাম নাসাঈ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

রোযাদারকে ইফতার করাবার এবং যে রোযাদারের সামনে পানাহার করা হয় তার ফযীলাত। আর যে ব্যক্তি আহার করায় তার উপস্থিতিতে আহারকারীর দু'আ করা।

١٢٦٥- عَن زَيدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلَ اَجْرِهِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১২৬৫। যায়িদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় সে তার (রোযাদার) সমান প্রতিদান পায়, কিন্তু এর ফলে রোযাদারের প্রতিদানের মধ্যে কোন কমতি হবে না।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

١٢٦٦- وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ اِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ كُلِيْ فَقَالَتْ اِنِّيْ صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ اِذَا اُكِلَ عِنْدَهُ حَتّٰى يَفْرُغُوْا وَرُبَّمَا قَالَ حَتّٰى يَشْبَعُوْا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১২৬৬। উম্মু উমারা আল-আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) তাঁর কাছে গেলেন। তিনি তার সামনে খাবার এনে রাখলেন। নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ তুমিও খাও। তিনি বলেন, আমি তো রোযাদার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ রোযাদারের সামনে যখন আহার করা হয় তখন আহারকারীদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা তিনি বলেছেন পেট ভরে আহার করে না নেয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তার (রোযাদার) উপর রহমত নাযিল করতে থাকেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٢٦٧- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ اِلٰى سَعْدِ ابْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১২৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন) সা'দ ইবনে উবাদার নিকট আসেন। সা'দ (রা) তাঁর জন্য রুটি ও যাইতূনের তেল নিয়ে আসেন। তিনি তা আহার করেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার কাছে রোযাদাররা ইফতার করলো, সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা তোমার খাদ্য আহার করলো এবং ফেরেশতারা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায় ঃ ৯

কিতাবুল ইতিকাফ

(ইতিকাফ)

অনুচ্ছেদ ঃ

ইতিকাফের ফযীলাত।

١٢٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১২৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٦٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ اِعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৬৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মৃত্যু দান করার আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٧٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৭০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমযান মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। তারপর যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন, সে বছর বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১০

কিতাবুল হজ্জ

(হজ্জ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

হজ্জ ফরজ হওয়া এবং তার ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আর যারা বাইতুল্লাহ যাব"র সামর্থ্য রাখে তাদের উপর হজ্জ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত হক, আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করে (সে তা অস্বীকার করুক) কারণ আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জাহানের অমুখাপেক্ষী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৭)

١٢٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, বাইতুল্লাহর হজ্জ করা এবং রমযানের রোযা রাখা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٧٢- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ اَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَسَكَتَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِيْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৭২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন ঃ হে লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কাজেই তোমরা হজ্জ কর। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ? তিনি চুপ করে রইলেন, এমনকি ঐ ব্যক্তি এ প্রশ্নটি পরপর তিনবার করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি আমি "হাঁ" বলে দিতাম তাহলে তোমাদের উপর প্রতি বছর হজ্জ ফরয হয়ে যেত, অথচ এটা পালন করার শক্তি তোমাদের থাকতো না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিই তোমরাও আমাকে ছেড়ে দিয়ে রেখো। কারণ তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা অত্যধিক প্রশ্ন করার ও নিজেদের নবীদের ব্যাপারে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম দিই, তোমরা যথাসাধ্য তা পালন কর এবং যখন কোন কাজ করতে বারণ করি, তা থেকে বিরত থাক।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٧٣- وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভালো? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোন্ কাজটি? জবাব দিলেন ঃ তারপরে ভালো কাজ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোনটি? জবাব দিলেন ঃ তারপর হচ্ছে মাবরূর হজ্জ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। "আল-মাবরূর" অর্থাৎ যে হজ্জ সম্পাদনকারী হজ্জ পালনকালে কোন প্রকার গুনাহ করেনি।

١٢٧٤- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করে, তার মধ্যে অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করেনি, সে নিজের গুনাহ থেকে তার জন্মদিনের মত মুক্ত ও পাক-পবিত্র হয়ে ফিরে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٧٥- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক উমরা থেকে অন্য উমরা পর্যন্ত সময়টি অন্তর্বর্তীকালীন গুনাহের কাফফরা হয়। আর কবুল হওয়া হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَرَى الْجِهَادَ اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ فَقَالَ لٰكِنْ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১২৭৬। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো দেখছি জিহাদই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, তাহলে আমরা জিহাদ করবো না কেন? জবাব দিলেন ঃ তোমাদের জন্য মাবরূর হজ্জই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

ইমাম বুখারী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٧٧- وَعَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرَ مِنْ اَنْ يَعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৭৭। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আরাফাতের দিনের চাইতে বেশি (সংখ্যায়) আর কোন দিন আল্লাহ বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٧٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اَوْ حَجَّةً مَعِىْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৮। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রমযান মাসে উমরাহ করা হজ্জের সমান অথবা (বলেছেন) আমার সাথে হজ্জ করার সমান।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٧٩- وَعَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৭৯। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যে হজ্জ ফরয করেছেন তা আমার পিতার উপর ফরয হয়েছে অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে। তিনি সাওয়ারীর পিঠে বসতে সমর্থ নন। তাঁর পক্ষ থেকে কি আমি হজ্জ করতে পারি? জবাব দিলেন ঃ হাঁ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٠- وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعَنَ قَالَ حُجَّ عَنْ اَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ. وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২৮০। লাকীত ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর হজ্জ ও উমরা করার এবং এজন্য সফর করার ক্ষমতা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٢٨١- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حُجَّ بِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১২৮১। সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সহ বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করা হয়। তখন আমার বয়স ছিল সাত বছর।

ইমাম বুখারী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٨٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِىَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ. فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ قَالُوْا مَنْ اَنْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَعَتِ امْرَاَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৮২। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রওহা নামক স্থানে একটি কাফিলার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুলাকাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহর রাসূল! একথা শুনে একটি মেয়ে তার বাচ্চাসহ সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, এরও কি হজ্জ হবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ হাঁ, হবে, তবে সাওয়াবটা পাবে তুমি।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٢٨٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلٰى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জন্তুযানে হজ্জের সফর করেন এবং নিজের মালপত্রও তার উপর রাখেন (অর্থাৎ মালপত্র বহন করার জন্য তাঁর কোনো পৃথক বাহন ছিল না)।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٢٨٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوْا أَنْ يَتَّجِرُوْا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১২৮৪। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে উকায, মিযান্নাহ ও যুল-মাজায ছিল তিনটি বাজার। (ইসলামের যুগ শুরু হলে) লোকেরা হজ্জের মওসুমে ঐ তিনটি বাজারে ব্যবসা করা গুনাহ মনে করতে লাগলো। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমরা হজ্জের মওসুমে তোমাদের প্রভুর মেহেরবানীর (হালাল রিযক) সন্ধান করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৮)

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১১
কিতাবুল জিহাদ
(জিহাদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

জিহাদের ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

“আর ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সর্বাত্মকভাবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ অবশ্যি মুত্তাকীদের সংগে আছেন।” (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ.

জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, অথচ তা (স্বাভাবিকভাবে) তোমাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। হতে পারে তোমরা কোন জিনিস অপছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য ভালো। আর হতে পারে তোমরা কোন জিনিস ভালোবাসো অথচ তা তোমাদের জন্য খারাপ। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।” (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

“তোমরা ভারী ও হালকা যে অবস্থায়ই হোক (আল্লাহ্‌র পথে) অভিযানে বের হও এবং জিহাদ কর তোমাদের ধন ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে।” (সূরা আত্-তাওবা ঃ ৪১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"অবশ্যি আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও ধন কিনে নিয়েছেন, এর বিনিময়ে তারা জান্নাত লাভ করবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারা হত্যা করে ও নিহত হয়। তার জন্য দৃঢ় ওয়াদা করা হয়েছে তাওরাতে, ইনজীলে ও আল কুরআনে। আর আল্লাহ্র চাইতে বেশি কে ওয়াদা পূরণ করে? কাজেই যে কেনা-বেচার সাথে তোমরা সংযুক্ত হয়েছো, তার জন্য আনন্দ প্রকাশ কর। আর এটিই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।" (সূরা আত্-তাওবা ঃ ১১১)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاً وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا. دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

"যেসব মুসলিম বিনা ওজরে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা উভয়ে সমান হতে পারে না। যারা নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর আল্লাহ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আল্লাহ সবাইকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর মুজাহিদদেরকে আল্লাহ ঘরে বসে থাকা লোকদের উপর বিরাট প্রতিদান দিয়েছেন। অর্থাৎ অনেক মর্যাদা যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে এবং মাগফিরাত ও রহমত। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৯৫, ৯৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَّبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে কি আমি এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলবো, যা তোমাদের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাবে? তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর ও তাঁর রাসূলের উপর এবং জিহাদ করবে আল্লাহ্র পথে নিজেদের ধন ও প্রাণের সাহায্যে। এটিই তোমাদের জন্য ভালো যদি তোমরা (যথার্থ) জ্ঞান রাখ। (তোমরা এমনটি করলে) আল্লাহ তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে যার নীচ দিয়ে ঝরণাসমূহ প্রবাহিত, আর চিরন্তন জান্নাতের উৎকৃষ্ট গৃহে

তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কামিয়াবী। আর একটি বিষয় তোমরা ভালোবাসো, (সেটি হচ্ছে) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য এবং দ্রুত বিজয়। কাজেই মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান কর।" (সূরা আস্‌-সাফ ঃ ১০-১৩)

এই বিষয়ে আল কুরআনে বহু আয়াত রয়েছে এবং সেগুলো বহুল পরিচিত। আর জিহাদের ফযীলাত সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। এর মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হলো ঃ

١٢٨٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্‌টি? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোন্‌টি? জবাব দিলেন ঃ মাবরূর (আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত) হজ্জ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٦- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ কাজটি সবচেয়ে প্রিয়? জবাব দিলেন ঃ যথাসময়ে নামায পড়া। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? জবাব দিলেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٧- وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! কোন্ কাজটি সবচেয়ে ভালো? জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٨- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে (জিহাদে) একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সব কিছু থেকে উত্তম।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٨٩- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّ النَاسِ اَفْضَلُ قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِه وَمَالِه فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِيْ شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৮৯। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম। জবাব দিলেন ঃ সেই মুমিন (সর্বোত্তম) যে আল্লাহ্র পথে নিজের প্রাণ ও ধন দিয়ে জিহাদ করে। জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? জবাব দিলেন ঃ এমন মুমিন যে কোন গিরি সংকটে বসে আল্লাহ্র ইবাদাত করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে লোকদেরকে নিরাপদ রাখে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٩٠- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯০। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরস্থ সব কিছু থেকে উত্তম। আর জান্নাতে তোমাদের কারো এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তার

উপরস্থ সব কিছু থেকে উত্তম। আর সাঁঝে আল্লাহ্র পথে (জিহাদের জন্য) বের হওয়া অথবা সকালে বের হওয়া দুনিয়া ও তার উপরস্থ সব কিছু থেকে উত্তম।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٩١- وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَاِنْ مَاتَ فِيْهِ جَرٰى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْمَلُ وَاُجْرِىَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفَتَّانَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১২৯১। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন ও একরাত ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া এক মাস ধরে রোযা রাখা ও রাতে ইবাদাত করার চাইতে বেশি মূল্যবান। এ অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল মরার পরও তা তার জন্য জারি থাকবে, তার রিযকও জারি থাকবে এবং কবরের পরীক্ষা থেকে সে থাকবে নিরাপদ।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٢٩٢- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلاَّ الْمُرَابِطَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَنْمِىْ لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيُؤَمَّنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২৯২। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃতের কর্মের ধারা শেষ করে দেয়া হয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয় তার আমল কিয়ামাত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং কবরের ফিতনা থেকেও সে নিরাপদ থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٢٩٣- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২৯৩। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র পথে একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া হাজার দিন অন্য (নেকীর) কাজে লিপ্ত থাকার চাইতে উত্তম।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যায়িত করেছেন।

١٢٩٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللّٰهُ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ الاَّ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِىْ وَاِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىَّ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ اَرْجِعَهُ اِلٰى مَنْزِلِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيْحُهُ رِيْحُ مِسْكٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَبَدًا وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ سَعَةً فَاَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنْ اَغْزُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْزُوَ فَاُقْتَلَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ بَعْضَهُ.

১২৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে বের হয়েছে আল্লাহ তার যামিন হয়েছেন। আমার পথে জিহাদ করা, আমার প্রতি ঈমান আনা ও আমার প্রেরিত রাসূলদেরকে সত্য বলে মেনে নেয়া ছাড়া অন্য কোন কারণ যাকে ঘরছাড়া করেনি, আল্লাহ তার দায়িত্ব নিয়েছেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সেই ঘরের দিকে তাকে সাওয়াব সহকারে বা গনীমাত সহকারে ফিরিয়ে আনবেন, যেখান থেকে সে (জিহাদের জন্য) বের হয়েছিল। আর মুহাম্মাদের প্রাণ যে সত্তার মুঠোয় তাঁর কসম! সে আল্লাহ্‌র পথে যে কোন আঘাত পাবে তা তাকে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এমনভাবে হাযির করবে যেমন আঘাত পাবার দিন তার শারীরিক কাঠামো ছিল। তার বর্ণ হবে তখন রক্ত বর্ণ। তার গন্ধ হবে মিশকের গন্ধ। আর যে সত্তার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! মুসলিমদের উপর যদি আমি এটা কঠিন মনে না করতাম তাহলে যে সেনাদলটি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে লিপ্ত তার থেকে আমি কখনো পেছনে অবস্থান করতাম না। কিন্তু না আমি নিজেই এতটা সচ্ছল হতে পেরেছি যার ফলে সবাইকে সাওয়ারী দিতে পারি আর না মুসলিমদের এতটা সচ্ছলতা আছে। আর এটা তাদের জন্যও অত্যন্ত কষ্টকর হবে যে, তাদেরকে পেছনে রেখে আমি জিহাদে চলে যাবো। আর সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যি আমি কামনা করি, আমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে যাবো এবং এতে শহীদ হয়ে যাবো,

তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো, তারপর আবার জিহাদে যাবো এবং আবার শহীদ হয়ে যাবো।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এর অংশবিশেষ। আর 'আল-কালমু' অর্থ জখম বা আঘাত।

١٢٩٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمِى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২৯৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র পথে আহতদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, তার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। এর বর্ণ হবে রক্তবর্ণ এবং এর গন্ধ হবে মিশকের গন্ধ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٦- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَاِنَّهَا تَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَوْنُهَا الزَّعْفَرَانُ وَرِيْحُهَا كَالْمِسْكِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১২৯৬। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যাকে আল্লাহ্র পথে আহত করা হয়েছে অথবা যার গায়ে কোন আঁচড় কাটা হয়েছে, কিয়ামাতের দিন সে তাকে একেবারে তরতাজা যেমনটি সে তার সংঘটনকালে ছিল ঠিক তেমনটি নিয়ে হাজির হবে। এর রং হবে জাফরানী এবং গন্ধ হবে মিশকের।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যায়িত করেছেন।

١٢٩٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِعْبٍ فِيْهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَاَعْجَبَتْهُ فَقَالَ لَوْ

اِعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَاَقَمْتُ فِيْ هٰذَا الشِّعْبِ وَلَنْ اَفْعَلَ حَتّٰى اَسْتَأْذِنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ مُقَامَ اَحَدِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ اُغْزُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ قَاتَلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১২৯৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী একটি গিরিপথ অতিক্রম করছিলেন, যাতে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝরণা। ঝরণাটি তাকে মুগ্ধ করলো। তিনি মনে মনে বলেন, জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি আমি এই গিরিপথে অবস্থান করতে পারতাম তাহলে বড়ই ভালো হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে আমি এটা করতে পারি না। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি এমনটি করো না। কারণ তোমাদের কারোর আল্লাহ্র পথে অবস্থান করা নিজের ঘরে বসে সত্তর বছর ধরে নামায পড়ার চাইতে অনেক বেশি ভালো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এটা কি তোমরা পছন্দ কর না? আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে ক্ষণিকের জন্যও জিহাদ করে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। "ফুওয়াক" শব্দের অর্থ দু'বার উষ্ট্রীর দুধ দোহন করার অন্তরবর্তী সময়টুকু।

١٢٩٨- وَعَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ فَاَعَادُوْا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَهُ ثُمَّ قَالَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ . وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لاَ اَجِدُهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ فَقَالَ وَمَنْ يَّسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ .

১২৯৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ কাজটি (সাওয়াবের দিক দিয়ে) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সমকক্ষ? জবাব দিলেন ঃ তোমরা তার শক্তি রাখ না। সাহাবীগণ এ প্রশ্নের দু'বার কি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। আর তিনি প্রতিবারই একই জবাবের পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ তোমরা এর শক্তি রাখ না। তারপর বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী মুজাহিদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রোযাদার, নামায আদায়কারী ও কুরআনের আয়াত বিনীত হৃদয়ে একাগ্রতার সাথে তিলাওয়াতকারীর ন্যায় যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী ঐ মুজাহিদ ফিরে আসা পর্যন্ত নামায ও রোযায় লিপ্ত থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে মুসলিমের মূল পাঠ দেয়া হয়েছে। আর ইমাম বুখারীর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন আমলের খবর দিন যা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) জিহাদের সমকক্ষ। জবাব দিলেন ঃ আমি এমন কোন আমল দেখি না। তারপর বললেন ঃ তুমি কি এমনটি করতে পারবে, যখন মুজাহিদ (জিহাদের জন্য) বের হবে তখন তুমি নিজের মসজিদে চলে যাবে, অতঃপর নামায পড়তে থাকবে, অনবরত পড়তে থাকবে, কখনো নামায থেকে বিরত হবে না এবং রোযা রাখতে থাকবে, একবারও ইফতার করবে না? সে ব্যক্তি বললেন, এ কাজ করার ক্ষমতা কার আছে?

١٢٩٩- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَطِيْرُ عَلٰى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً اَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِى الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ اَوْ رَجُلٌ فِىْ غُنَيْمَةٍ فِىْ رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ الشَّعَفِ اَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَوْدِيَةِ يُقِيْمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْيَقِيْنُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اِلاَّ فِىْ خَيْرٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১২৯৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে সব সময় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার জন্য তৈরী থাকে। যেখানেই সে শুনতে পায় কোন বিপদ বা পেরেশানীর কথা সংগে সংগেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাতাসের বেগে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা ও মৃত্যুকে তার পথে তালাশ করতে থাকে। আর দ্বিতীয় সেই ব্যক্তির জীবন যে পর্বতের চূড়ায় বা উপত্যকায় কয়েকটি ছাগল সংগে নিয়ে বসবাস করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, আমৃত্যু নিজের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদাত করে এবং মানুষের কল্যাণ ছাড়া সে আর কিছুই করে না।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٠- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ اِنَّ فِى الْـجَنَّةِ مِـائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১৩০০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতে একশোটি দরজা আছে। আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তা তৈরি করেছেন। তার দু'টি দরজার মাঝখানের দূরত্ব আসমান ও যমিনের মাঝখানের দূরত্বের সমান।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٠١- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَضِىَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقَالَ اَعِدْهَا عَلَىَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعَادَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِى الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ قَالَ وَمَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০১। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে রব বলে মেনে নিয়েছে, ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল বলে স্বীকার করে নিয়েছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আবু সাঈদ (রা)-র কাছে এ কথাটি বিস্ময়কর মনে হলো। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কথাটি আমাকে আবার বলুন। কাজেই তিনি তার জন্য কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন ঃ আর একটি বিষয় রয়েছে যার সাহায্যে আল্লাহ জান্নাতে তার বান্দার এক শতটি মরতবা বুলন্দ করে দেবেন এবং তার প্রতি দু'টি মরতবার মধ্যে ব্যবধান হবে আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানের ব্যবধানের মতো। আবু সাঈদ (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা কি? জবাব দিলেন ঃ (সেটা হচ্ছে) আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٢- وَعَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ

تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَقَالَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَاَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ فَرَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ اِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩০২। আবু বাক্‌র ইবনে আবু মূসা আল-আশ'আরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আবু মূসা আশ'আরী (রা)-কে শত্রুবাহিনীর সম্মুখে উপস্থিত অবস্থায় বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের দরজাসমূহ তরবারির ছায়াতলে অবস্থিত। (এ কথা শুনে) উস্‌কো খুশকো চেহারার এক ব্যক্তি বললেন, হে আবু মূসা! আপনি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কি এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। ঐ ব্যক্তি তাঁর সাথীদের কাছে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি নিজের তরবারির খাপ ভেঙে ফেললেন এবং তা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর তলোয়ার নিয়ে দুশমনদের দিকে চলে গেলেন এবং তাদের সাথে লড়াই করতে থাকলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٠٣- وَعَنْ اَبِىْ عَبْسٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৩০৩। আবু 'আব্‌স আবদুর রহমান ইবনে জাবর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে কোন বান্দার দু'টি পা ধূলি ধূসরিত হবে, আবার তাকে জাহান্নামের আগুনও স্পর্শ করবে, এমনটি কখনো হবে না। ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٤- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكٰى مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِى الضَّرْعِ وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلٰى عَبْدٍ غُبَارٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যেমন দুধ দোহন করে নেয়ার পর আবার তা পালানে ফেরত যাওয়া অসম্ভব। আর বান্দার উপর আল্লাহ্‌র পথের ধুলি ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

١٣٠٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَيْنَيْنِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩০৫। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দু'টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে চোখ আল্লাহ্‌র ভয়ে কেঁদেছে এবং যে চোখ আল্লাহ্‌র পথে রাত জেগে পাহারা দিয়েছে।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٠٦- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩০৬। যায়িদ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জাম দিয়েছে সেও যুদ্ধ করেছে। আর যে ব্যক্তি মুজাহিদের অবর্তমানে তার পরিবারের দেখাশুনা করেছে সেও যুদ্ধ করেছে (অর্থাৎ তাদের সাওয়াবে অংশীদার হয়)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٧- وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنِيْحَةُ خَادِمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩০৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সবচাইতে ভালো দান হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে ছায়ার জন্য তাঁবু দান করা, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্য খাদিম দেয়া এবং আল্লাহ্‌র পথে (মুজাহিদকে) একটি উট দেয়া।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

١٣٠٨- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيْ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ قَالَ ائْتِ فُلاَنًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ أَعْطِنِيْ الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ قَالَ يَا فُلاَنَةُ أَعْطِيْهِ الَّذِيْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلاَ تَحْبِسِيْ عَنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لاَ تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের এক যুবক বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জিহাদে যেতে চাই, কিন্তু আমার কাছে জিহাদের সরঞ্জাম নেই। তিনি জবাব দিলেন ঃ তুমি অমুকের কাছে যাও। সে জিহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল কিন্তু তারপর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে গেল এবং তাকে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলে পাঠিয়েছেন ঃ আপনি জিহাদে যাওয়ার জন্য যা কিছু সরঞ্জাম তৈরি করেছেন তা আমাকে দিয়ে দিন। সে তার (স্ত্রীকে) বললো, হে অমুক! আমি যা কিছু সরঞ্জাম তৈরি করেছিলাম তা সব একে দিয়ে দাও, তা থেকে একটি জিনিসও রেখে দিও না। আল্লাহ্র কসম! তার মধ্য থেকে একটি জিনিসও তুমি রেখে দিও না, আল্লাহ তাতে তোমাকে বরকত দান করবেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٠٩- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلٰى بَنِيْ لَحْيَانَ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِيْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ.

১৩০৯। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুজাহিদদের একটি দলকে) লাহ্ইয়ান গোত্রে পাঠান এবং বলেন ঃ প্রত্যেক দু'জনের মধ্যে একজনের জিহাদে যেতে হবে এবং সাওয়াব তারা দু'জনই পাবে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক দু'জনের মধ্যে একজন যেন জিহাদে বের হয়। তারপর গৃহে অবস্থানকারীর উদ্দেশে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে গমনকারীদের পেছনে তাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে সে মুজাহিদের সাওয়াবের অর্ধেকের সমপরিমাণ লাভ করবে।

١٣١٠- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أُقَاتِلُ اَوْ أُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيْلاً وَأُجِرَ كَثِيْرًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

১৩১০। বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এলো অস্ত্রসজ্জিত হয়ে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রথমে জিহাদ করবো, না প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করবো? জবাব দিলেন ঃ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো, তারপর জিহাদে লিপ্ত হলো এবং শহীদ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি সামান্য আমল করলো কিন্তু বিপুল প্রতিদান লাভ করলো।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এখানে ইমাম বুখারীর পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে।

١٣١١- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে আর পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইবে না, যদিও সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিস তার জন্য হয়ে যায়। তবে শহীদ যখন তার মর্যাদা দেখবে, সে আকাঙ্ক্ষা করবে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসার এবং দশবার আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করার। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ "তবে শহীদ যখন তার শাহাদাতের মর্যাদা দেখবে"।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣١٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ اِلاَّ الدَّيْنَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ اَلْقَتْلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ الدَّيْنَ.

১৩১২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ঋণ ছাড়া শহীদের সব কিছু (গুনাহ) মাফ করে দেবেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র পথে শাহাদতবরণ ঋণ ছাড়া বাকি সমস্ত কিছুর (গুনাহ্‌র) কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

١٣١٣- وَعَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৩১৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনাই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি মনে করেন আমি যদি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হই তাহলে আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যি যদি তুমি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে যাও এবং (এর উপর) অবিচল থাক, ঈমান সহকারে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে এ কাজ কর এবং ময়দানে শত্রুর দিকে তোমার মুখ থাকে, পেছন ফিরে পালাতে না থাক। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি (এখনি) কী বলেছিলে? ঐ ব্যক্তি বললো, আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হই তাহলে এতে আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যি, যদি তুমি অবিচল থাক, ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় এ কাজ কর এবং ময়দানে শত্রুর দিকে তোমার মুখ থাকে, পেছন ফিরে পালাতে না থাক। তবে ঋণ মাফ করা হবে না, জিবরীল আমাকে এ কথা বলে গেলেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣١٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ اَيْنَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقَىْ تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আমি শহীদ হই তাহলে আমার স্থান হবে কোথায়? তিনি জবাব দিলেন ঃ জান্নাতে। (এ কথা শুনে) ঐ ব্যক্তি নিজের হাতের খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিল, তারপর জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হলো।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣١٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى سَبَقُوا الْمُشْرِكِيْنَ اِلٰى بَدْرٍ وَجَاءَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُقَدِّمَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اِلٰى شَيْءٍ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا دُوْنَهُ فَدَنَا الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْمُوْا اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ يَقُوْلُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْاَنْصَارِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَخٍ بَخٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلٰى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ رَجَاءَ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ اَهْلِهَا قَالَ فَاِنَّكَ مِنْ اَهْلِهَا فَاَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّنْ قَرَنِهِ فَجَعَلَ يَاْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ اَنَا حَيِيْتُ حَتّٰى اٰكُلَ تَمَرَاتِيْ هٰذِهِ اِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيْلَةٌ فَرَمٰى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتّٰى قُتِلَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের পূর্বে বদরে পৌঁছে গেলেন। মুশরিকরাও এসে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যতক্ষণ আমি অগ্রসর না হই তোমাদের কেউ যেন কোন কিছুর দিকে এগিয়ে না যায়। তারপর যখন মুশরিকরা কাছে এসে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এবার তৈরি হয়ে যাও জান্নাতে যাওয়ার জন্য, যে জান্নাতের বিস্তৃতি হচ্ছে আসমান ও পৃথিবীর সমান। আনাস (রা) বর্ণনা করছেন, (এ কথা শুনে) উমাইর ইবনুল হুমাম আনসারী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর সমান? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ। উমাইর বললেন, বাহ্! বাহ্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এতে অবাক হবার কি আছে যে, তুমি যে বাহ্ বাহ্ বলে উঠলে? উমাইর বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! তা নয়। এ কথা আমি কেবলমাত্র এই আশায় বলেছি, যাতে আমি তার অধিবাসী হতে পারি। তিনি

বলেন ঃ হাঁ, তুমি অবশ্যি জান্নাতের অধিবাসী। এ কথা শুনে উমাইর নিজের তীরদানী থেকে কিছু খেজুর বের করলেন এবং তা খেতে থাকলেন। তারপর বলতে লাগলেন, যদি আমার এই খেজুরগুলো খেয়ে শেষ করা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকতে চাই তাহলে সেটা তো দীর্ঘ সময়। (এ কথা বলে) তাঁর কাছে যা খেজুর ছিল সবগুলো দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'আল-কারানু' অর্থ তীর রাখার থলি বা তীরদানী।

١٣١٦- وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُوْنَا الْقُرْاٰنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ سَبْعِيْنَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فِيْهِمْ خَالِىْ حَرَامٌ يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَتَدَارَسُوْنَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَكَانُوْا بِالنَّهَارِ يَجِيْئُوْنَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُوْنَهُ فِى الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُوْنَ فَيَبِيْعُوْنَهُ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ الطَّعَامَ لِاَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضُوْا لَهُمْ فَقَتَلُوْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّبْلُغُوا الْمَكَانَ فَقَالُوْا اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا وَاَتَى رَجُلٌ حَرَامًا خَالَ اَنَسٍ مِّنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتّٰى اَنْفَذَهُ فَقَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوْا وَاِنَّهُمْ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا اَنَّا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

১৩১৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কয়েক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বললো, আমাদের সাথে কিছু সংখ্যক লোক পাঠিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে আল কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাদান করবে। তিনি সত্তরজন আনসারকে তাদের সাথে পাঠালেন। তাদেরকে কারী বলা হতো। তাদের সাথে ছিলেন আমার মামা হারাম (রা)-ও। তারা আল কুরআন পড়তেন এবং রাতে আল কুরআনের আলোচনা করতেন ও শিক্ষার কাজে মশগুল থাকতেন। দিনের বেলা তারা পানি এনে মসজিদে রাখতেন ও কাঠ সংগ্রহ করতেন এবং তা বিক্রয় করে আহলে সুফ্ফা (সাহাবীদের যে দলটি ইল্ম হাসিল করার জন্য মসজিদে অবস্থান করতেন) ও কপর্দকশূন্য দরিদ্রদের জন্য খাবার কিনতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সাহাবীদেরকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। তারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার আগেই এরা তাদেরকে হত্যা করলো। তাদের প্রত্যেকে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের পয়গাম আমাদের নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ো যে, আমরা তোমার কাছে পৌঁছে গেছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। (বর্ণনাকারী বলেন) এক ব্যক্তি আনাসের মামা হারামের কাছে

এলো পেছন থেকে এবং তাকে বর্শাবিদ্ধ করলো। বর্শাটি তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। হারাম (রা) বললেন, কাবার রবের কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। (ওহীর মাধ্যমে এ খবর জেনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের ভাইদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং তারা (মৃত্যুকালে) বলেছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে আমাদের পক্ষ থেকে এ পয়গাম পৌছিয়ে দাও যে, আমরা তোমার কাছে এসে গেছি, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এখানে মূল পাঠ ইমাম মুসলিমের।

١٣١٧- وَعَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّيْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللهُ اَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ اِنِّيْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهٖ بِضْعًا وَّثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلاَّ اُخْتُهُ بِبَنَانِهٖ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُرٰى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ اَشْبَاهِهٖ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ) اِلٰى اٰخِرِهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩১৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদর (রা) বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি আরজ করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি মুশরিকদের সাথে যে প্রথম যুদ্ধ করেছেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। আগামীতে মুশরিকদের সাথে যেসব যুদ্ধ হবে তাতে যদি আমি শরীক থাকি তাহলে আল্লাহ দেখে নেবেন আমি কী করি। কাজেই যখন উহুদের যুদ্ধ হলো এবং মুসলিমরা বাহ্যত পরাজয় বরণ করলো, তখন তিনি বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (উহুদের ময়দানে) এরা অর্থাৎ মুসলিম সাহাবীরা যা কিছু করেছে তার জন্য আমি আপনার কাছে ওযর পেশ করছি এবং এরা (অর্থাৎ মুশরিকরা) যা কিছু করেছে তা থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করছি। এ কথা বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে সা'দ ইবনে মু'আয (রা) এসে গেলে

বলতে লাগলেন, হে সা'দ ইবনে মু'আয, নাদরের রবের কসম! আমি উহুদ পাহাড়ের দিক থেকে জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। সা'দ ইবনে মু'আয (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা তার (আনাস ইবনে নাদর) শরীরে পেলাম আশিরও বেশি তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত এবং আমরা তাকে এমন অবস্থায় পেলাম তখন তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এবং মুশরিকরা তার চেহারা বিকৃত করে দিয়েছে। তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ তাঁকে চিনতে পারলেন না এবং তিনিও তাঁকে চিনলেন তার আঙ্গুলের ডগাগুলো দেখে। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমরা এ কথা মনে করি এবং আমাদের মত এই যে, নিম্নোক্ত আয়াতটি তাঁর এবং তাঁর মত লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ "মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত তাদের ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। আবার তাদের মধ্যে এমন কতক আছে যারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে" ... আয়াতের শেষ অবধি (সূরা আল আহ্‌যাব ঃ ২৩)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর আগে মুজাহাদা অনুচ্ছেদে এ হাদীস আলোচিত হয়েছে (১০৯ নম্বর হাদীস দ্র.)।

١٣١٨- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩১৮। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আজ রাতে দু'জন লোককে আমার কাছে আসতে দেখলাম। তারা আমাকে সাথে নিয়ে একটি গাছে চড়লো। তারপর আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেলো। সেটা ছিল বড়ই সুন্দর ও বড়ই চমৎকার। তার চাইতে সুন্দর ঘর আমি আর দেখিনি। তারা দু'জন বললো, এটি হচ্ছে শহীদদের আবাস।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর এটি হচ্ছে ইল্‌ম সংক্রান্ত বিভিন্ন কথা সম্বলিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের একাংশ। "মিথ্যা বলা হারাম" অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত হাদীসের আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

١٣١٩- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ فَقَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ (রা)-র কন্যা ও হারিসা ইবনে সুরাকা (রা)-র মাতা উম্মু রবী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আমাকে হারিসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না? আর এই হারিসা বদরের যুদ্ধের দিন শহীদ হন। যদি সে (হারিসা) জান্নাতে থাকে তাহলে আমি সবর করবো। আর যদি এছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমি তার জন্য কান্নাকাটি করে নিজের দিলের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হে হারিসার মা! জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে, আর তোমার ছেলে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর ফিরদাউস লাভ করেছে।

ইমাম বুখারী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٢٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جِئَ بِاَبِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مُثِّلَ بِهِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِىْ قَوْمِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার[১] বিকৃত লাশ এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রেখে দেয়া হলো। আমি তার চেহারা থেকে চাদর উঠাতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ফেরেশতারা সব সময় তার উপর নিজেদের ডানা দিয়ে ছায়া করে আছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٢١- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩২১। সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সাচ্চাদিলে শাহাদাত লাভের জন্য দু'আ করে তাহলে সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ তাকে শহীদদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেন।

١٣٢٢- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا اُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

১. হযরত জাবির (রা)-এর শহীদ পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হ্যাম (রা)।

১৩২২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সাচ্চাদিলে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে, যদিও সে শহীদ না হয়ে থাকে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٢٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيْدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শাহাদাত লাভকারী ব্যক্তি নিহত হওয়ায় কষ্ট অনুভব করে না, তবে তোমাদের কেউ পিঁপড়ের কামড়ে যতটুকু কষ্ট অনুভব করে কেবল ততটুকুই অনুভব করে মাত্র।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ বলেছেন।

١٣٢٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনের সাথে মুকাবিলা করতে যাচ্ছিলেন এবং তিনি সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোকেরা! দুশমনের সাথে মুকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর। তবে যখন দুশমনের সাথে মুকাবিলা হয় তখন অবিচল থেকো। জেনে রাখ! জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। তারপর তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী ও দলসমূহকে পরাজয়দানকারী! ওদেরকে পরাজয় দান কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٥- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ اَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৩২৫। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি সময় আছে যখন (দু'আ করলে তা) প্রত্যাখ্যাত হয় না অথবা (বলেছেন) খুব কমই প্রত্যাখ্যাত হয়। আযানের সময় ও যুদ্ধের সময়, যখন পরস্পরের সাথে যুদ্ধ চলে প্রচণ্ডভাবে।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٦- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا غَزَا قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اُقَاتِلُ-رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩২৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিহাদ করতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার ভরসাস্থল, তুমিই আমার সাহায্যকারী, তোমার দিকেই আমি দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তোমার শক্তির সাহায্যেই আমি আক্রমণ করছি এবং তোমার শক্তিতেই লড়াই করছি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٢٧- وَعَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১৩২৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জাতি থেকে কোন প্রকার ভয়ের আশংকা অনুভব করতেন তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে কাফিরদের প্রতিযোগী বানাচ্ছি এবং তোমার মাধ্যমে তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের মধ্যে কিয়ামাত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٢٩- وَعَنْ عُـرْوَةَ الْبَـارِقِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْـخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْـخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْـمَغْنَمُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩২৯। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ সংশ্লিষ্ট রয়েছে, প্রতিদান ও গানীমাত আকারে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَـالَ قَـالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْـمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْـدِهِ فَاِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِيْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদ করার জন্য) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনে তার ওয়াদাকে সত্য মনে করে ঘোড়া প্রতিপালন করে, তার এই ঘোড়ার খাবার, লেদী ও পেশাব কিয়ামাতের দিন তার আমলের মীযানে (তুলাদণ্ডে) স্থাপিত হবে।[১]

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٣١- وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَـاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَـةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةٍ كُلُّهَا مَخْطُوْمَةٌ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩১। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি লাগাম পরিহিত একটি উষ্ট্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এনে বললো, এটা আল্লাহ্‌র পথে (দেয়া হলো)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কিয়ামাতের দিন এর বিনিময়ে তুমি লাগাম পরিহিত সাত শত উষ্ট্রী পাবে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১. অর্থাৎ ঘোড়ার খাবার তথা ঘাস, ভূসি, ছোলা, পানি ইত্যাদি এবং ঘোড়ার পেশাব ও লেদী, এসব তার পাল্লায় চাপিয়ে দেয়া হবে, এটা হাদীসের উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে তার নেক নিয়াত ও ইখলাসের কারণে এসব সাওয়াবে পরিণত হয়ে যাবে এবং তার পাল্লায় নেকীর ওজন বাড়িয়ে দেবে।

١٣٣٢- وَعَنْ اَبِيْ حَمَّادٍ وَيُقَالُ اَبُوْ سُعَادٍ وَيُقَالُ اَبُوْ اَسَدٍ وَيُقَالُ اَبُوْ عَامِرٍ وَيُقَالُ اَبُوْ عَمْرٍو وَيُقَالُ اَبُوْ الْاَسْوَدِ وَيُقَالُ اَبُوْ عَبْسٍ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ (وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ اَلاَ اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩২। আবু হাম্মাদ উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তার কয়েকটি ডাকনাম রয়েছে। যেমন আবু সু'আদ, আবু আসাদ, আবু আমের, আবু আমর, আবুল আসওয়াদ ও আবু 'আব্‌স। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ "আর কাফিরদের মুকাবিলায় নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য মুতাবিক প্রস্তুতি গ্রহণ করো" (সূরা আল আনফাল ঃ ৬০)। জেনে রাখ, শক্তি অর্থ হচ্ছে তীরন্দাজী। জেনে রাখ, শক্তি অর্থ তীরন্দাজী। জেনে রাখ, শক্তি অর্থ তীরন্দাজী।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٣- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُم اَرْضُوْنَ وَيَكْفِيْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ يَعْجِزْ اَحَدُكُمْ اَنْ يَلْهُوَ بِاَسْهُمِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৩। আবু হাম্মাদ উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই বিভিন্ন এলাকা তোমাদের হাতে বিজিত হবে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তীরন্দাজীর খেলা করার ব্যাপারে গড়িমসি না করে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٣٤- وَعَنْهُ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيُ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا اَوْ فَقَدْ عَصٰى- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৩৪। আবু হাম্মাদ উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজী শেখানো হয়েছিল, তারপর সে তা ত্যাগ করেছে সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয় অথবা (তিনি বলেছেন) সে নাফরমানী করেছে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٣٥- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيْ صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيْ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وَارْمُوْا وَارْكَبُوْا وَاَنْ تَرْمُوْا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ تَرْكَبُوْا وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عُلِّمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَاِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا اَوْ قَالَ كَفَرَهَا- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

১৩৩৫। আবু হাম্মাদ উক্‌বা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ একটি তীরের বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ তীর নির্মাতা– যে তা নির্মাণে সাওয়াব আশা করে, তীরটি নিক্ষেপকারী এবং যে তীরন্দাজের হাতে তীর ধরিয়ে দেয়। তোমরা তীরন্দাজী কর ও ঘোড়ায় চড়া শেখ। যদি তোমরা তীরন্দাজী শেখ তাহলে আমার কাছে তা ঘোড়ায় চড়া শেখার চেয়ে বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তিরন্দাজী শেখার পর তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে তা ত্যাগ করে, সে আল্লাহ্‌র একটি নিয়ামাত ত্যাগ করে অথবা তিনি (এভাবে) বলেন ঃ সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইমাম আবু দাউদ এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٣٦- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى نَفَرٍ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ ارْمُوْا بَنِيْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৩৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দলের কাছ দিয়ে গেলেন, তখন তারা তীরন্দাজী অনুশীলন করছিল। তিনি বলেন ঃ হে বনী ইসমাঈল! তীরন্দাজী কর! কারণ তোমাদের পিতাও (হযরত ইসমাঈল আ.) তীরন্দাজ ছিলেন।

ইমাম বুখারী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٣٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَمٰى بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩৩৭। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর নিক্ষেপ করে, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান।[১]

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٣٨- وَعَنْ اَبِىْ يَحْىٰ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُ مِائَةِ ضِعْفٍ-رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩৩৮। আবু ইয়াহ্ইয়া খুরাইম ইবনে ফাতিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) কিছু খরচ করলো তার জন্য তার সাত শত গুণ লেখা হয়।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٣٩- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلاَّ بَاعَدَ اللّٰهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখলো আল্লাহ সেই দিনের বরকতে তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٤٠- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ جَعَلَ اللّٰهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

১. এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলো থেকে তীরন্দাজীর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। সে যুগে তীর ছিল যুদ্ধের সবচাইতে মারাত্মক অস্ত্র। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তনে বন্দুক, মেশিনগান, রকেট, মিসাইল, জেট বিমান এবং পারমাণবিক ও অন্যান্য অত্যাধুনিক অস্ত্র এ স্থান গ্রহণ করেছে। এখন মুসলিমদের এসব অস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এ প্রসংগে আল কুরআনের আয়াত "আর শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ কর"-এর সার্বজনীনতা লক্ষণীয়।

১৩৪০। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে একটি পরিখার ব্যবস্থা করেন এবং তার দূরত্ব হবে পৃথিবী ও আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٤١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلٰى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ না করে এবং জিহাদের কোন চিন্তাও তার মনে পোষণ না করে মারা গেলো, তার মৃত্যু হলো নিফাকের (মুনাফিকী) একটি স্বভাবের উপর। ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٤٢- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ- وَفِىْ رِوَايَةٍ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِلاَّ شَرَكُوْكُمْ فِى الْاَجْرِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ مِنْ رِوَايَةِ اَنَسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ.

১৩৪২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জিহাদে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি বলেন ঃ মদীনায় এমন কতক লোক আছে, তোমরা যেখানে সফর কর এবং যে উপত্যকা অতিক্রম কর সর্বত্র তারা তোমাদের সাথে আছে। রোগ তাদেরকে আটকে রেখেছে। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ ওজর তাদেরকে আটকে রেখেছে। অপর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তবে তারা তোমাদের সাথে সাওয়াবে শরীক আছে।

ইমাম বুখারী এ হাদীস হযরত আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসেবে এবং ইমাম মুসলিম এটিকে হযরত জাবির (রা)-র রিওয়ায়াত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এখানে উদ্ধৃত হাদীসের মূল পাঠ ইমাম মুসলিমের।

١٣٤٣- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ. وَفِىْ رِوَايَةٍ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِىْ رِوَايَةٍ

وَيُقَاتِلُ غَضَبًا فَمَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৪৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এক ব্যক্তি গানীমাতের মাল লাভ করার উদ্দেশে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে খ্যাতিমান হওয়ার জন্য, তৃতীয় এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে প্রতিপত্তি লাভের জন্য, অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, (কেউ) বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, (কেউ) গোত্রপ্রীতির জন্য যুদ্ধ করে, তৃতীয় এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ (কেউ) যুদ্ধ করে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে একমাত্র তার যুদ্ধই আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে গণ্য।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٤٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ غَازِيَةٍ اَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ اِلاَّ كَانُوْا قَدْ تَعَجَّلُوْا ثُلُثَيْ اُجُوْرِهِمْ وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ اَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ اِلاَّ تَمَّ لَهُمْ اُجُوْرُهُمْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সেনাদল বা বাহিনীই আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, গানীমতের মাল লাভ করবে ও নিরাপদ থেকে যাবে তারা তাদের প্রতিদানের দুই-তৃতীয়াংশ অচিরেই (দুনিয়াতে) লাভ করবে। যে সেনাদল ও বাহিনীই আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, অসফল হবে ও বিপদগ্রস্ত হবে, তারা তাদের প্রতিদান (আখিরাতে) পুরোপুরিই পাবে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٤٥- وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِيْ فِي السِّيَاحَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ سِيَاحَةَ اُمَّتِي الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

১৩৪৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দেশ ভ্রমণের অনুমতি দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান ও

সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে (গমনই) আমার উম্মাতের দেশভ্রমণ (পর্যটন)। আবু দাউদ উত্তম সনদে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٤٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

১৩৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনও জিহাদের মধ্যে শামিল।

ইমাম আবু দাউদ উত্তম সনদে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। "আল-কাফলাতু" অর্থ ফিরে আসা অর্থাৎ জিহাদ শেষ হবার পর ফিরে আসা। জিহাদ শেষ করে ফিরে আসায়ও সাওয়াব দান করা হয়।

١٣٤٧- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ فَتَلَقَّيْتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ قَالَ ذَهَبْنَا نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الصِّبْيَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ.

১৩৪৭। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে লোকেরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে। আমিও তরুণ ছেলেদের সাথে নিয়ে 'সানিয়াতুল বিদা'য় তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম।

আবু দাউদ সহীহ সনদে এই শব্দাবলী সম্বলিত এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এটিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ সাইব (রা) বলেন, আমি তরুণ ছেলেদের সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য 'সানিয়াতুল বিদা'য় গিয়েছিলাম।

١٣٤٨- وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ اَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ اَصَابَهُ اللّٰهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৩৪৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জিহাদ করেনি, কোনো গাযীকে জিহাদের সরঞ্জামও সংগ্রহ করে দেয়নি এবং কোন গাযীর অনুপস্থিতিতে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনাও করেনি, আল্লাহ কিয়ামাতের পূর্বে তাকে কঠিন বিপদে ফেলবেন।

١٣٤٩- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৩৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের ধন, প্রাণ ও জবান দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।[১]

ইমাম আবু দাঊদ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٥٠- وَعَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَيُقَالُ اَبُوْ حَكِيْمٍ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخَّرَ الْقِتَالَ حَتّٰى تَزُوْلَ الشَّمْسُ وَتَهِبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩৫০। আবু আমর বা আবু হাকীম নু'মান ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (জিহাদে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাযির হলাম। তিনি যখন দিনের প্রথম দিকে যুদ্ধ করতেন না তখন যুদ্ধ পিছিয়ে দিতেন সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত, যখন বায়ু প্রবাহিত হতে থাকতো আর আল্লাহর সাহায্য আসতো।

ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে সহীহ ও হাসান হাদীস বলেছেন।

١٣٥١- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْاَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না। আর যখন তোমাদের শক্রর সাথে মুকাবিলা হয়েই যায় তখন দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করতে থাক।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে তিন প্রকার জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ জবান দিয়ে জিহাদটি হচ্ছে মুখের কথার মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এ জিহাদের ব্যাপকতা অনেক। যেমন বক্তৃতা, আলোচনা, বইপত্র, সাহিত্য, প্রচার মাধ্যম সবকিছুর সাহায্যে ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সার্বক্ষণিক জিহাদে লিপ্ত থাকা।

١٣٥٢- وَعَنْهُ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫২। আবু হুরাইরা ও জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যুদ্ধ হচ্ছে কৌশল।[১]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

আখিরাতের সাওয়াবের দিক দিয়ে শহীদদের আর একটি দল, যাদেরকে গোসল দেয়া হবে, নামাযও পড়া হবে, তবে এরা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে শহীদ হননি।

١٣٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকারের। মহামারীতে মরা, কলেরায় মরা, পানিতে ডুবে মরা, দেয়াল চাপা পড়ে মরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে মরা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. জিহাদের প্রতিশব্দ হিসাবে 'গাযওয়া', 'সারিয়াহ', 'কিতাল', 'হারব' ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ করা। তবে আরবীতে জিহাদের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পরিশ্রম করা, মেহনত করা, প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো। এই অর্থেই এর পারিভাষিক অর্থ হয় সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এবং তার সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা, এ পথে সব রকমের কুরবানী ও ত্যাগস্বীকার করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে যেসব দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক শক্তি দান করা হয়েছে তা এই হকের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথে নিয়োজিত করা এবং শেষ পর্যায়ে যদি বিরোধী পক্ষের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষ করতে হয় তাহলে সেজন্যও প্রস্তুত থাকা।

শরী'আতের পরিভাষায় এইটিই হচ্ছে জিহাদ। আর এখানে যুদ্ধকে কৌশল বলার অর্থ হচ্ছে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রযুক্তি অবলম্বন করা। যুদ্ধে যাতে শত্রুপক্ষ মুসলিম পক্ষের উদ্দেশ্য ও চাল বুঝতে অসমর্থ হয় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করাকে এখানে 'খাদ্‌আ' বলা হয়েছে। প্রকাশ্যে মিথ্যা বলা ও সুস্পষ্ট মিথ্যার বেসাতি করার কথা এখানে বলা হয়নি, যা পাশ্চাত্য কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংগ।

١٣٥٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّوْنَ الشُّهَدَاءَ فِيْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ قَالَ اِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ اِذًا لَقَلِيْلٌ قَالُوْا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে কাদেরকে শহীদ বলে গণ্য কর? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে সেই শহীদ। তিনি জবাব দিলেন ঃ তাহলে তো আমার উম্মাতের মধ্যে শহীদদের সংখ্যা হবে সামান্যমাত্র। সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তারা কারা? জবাব দিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে নিহত হলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা গেলো সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা গেলো সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে যার মৃত্যু হলো সেও শহীদ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٥٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার অর্থ-সম্পদ হিফাযাত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٥٦- وَعَنْ اَبِى الْاَعْوَرِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَحَدِ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩৫৬। আবুল আ'ওয়ার সাঈদ ইবনে যায়িদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। পৃথিবীতে যে দশজনের পক্ষে জান্নাত লাভের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তিনি তাঁদের একজন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হিফাযাত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের দীনের হিফাযাত করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ পরিবারের জন্য নিহত হয় সে শহীদ।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস বলেছেন।

١٣٥٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَخْذَ مَالِىْ قَالَ فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَاتَلَنِىْ قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلَنِىْ قَالَ فَاَنْتَ شَهِيْدٌ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ هُوَ فِى النَّارِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৫৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন লোক আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তাহলে সে ব্যাপারে আপনি কী বলেন? জবাব দিলেন ঃ তোমার ধন-সম্পদ তাকে দেবে না। ঐ ব্যক্তি আবার বলল, আপনি কী বলেন, যদি সে আমাকে সশস্ত্র আক্রমণ করে? জবাব দিলেন ঃ তুমিও তাকে আক্রমণ কর। লোকটি বলল, আপনি কী বলেন, সে যদি আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি শহীদ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলেন? জবাব দিলেন ঃ তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

গোলাম ও বাঁদী আযাদ করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"সে ব্যক্তি (দীনের) গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জান, গিরিপথ কী? কোন ঘাড়কে গোলামীমুক্ত করা।" (আল-বালাদ ঃ ১১)

١٣٥٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً اَعْتَقَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتّٰى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিম গোলামকে আযাদ করে, আল্লাহ সেই গোলামের প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তার অংগসমূহকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন, এমনকি গোলামের লজ্জাস্থানের পরিবর্তে তার লজ্জাস্থানকেও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٥٩- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَاَكْثَرُهَا ثَمَنًا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৫৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবু যার (রা) বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ গোলাম আযাদ করা সর্বোত্তম? জবাব দিলেন ঃ যে গোলাম তার মালিকের খুব বেশি প্রিয় এবং যার মূল্যও সবচেয়ে বেশি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ.

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে শরীক করো না, পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, আর নিকট আত্মীয়দের সাথে, ইয়াতীমদের সাথে, মিসকীনদের সাথে এবং নিকট প্রতিবেশীদের সাথে ও দূরের প্রতিবেশীদের সাথে, আর যারা সহযাত্রী তাদের

সাথে এবং পথিকদের সাথে ও তোমাদের মালিকানায় যারা আছে তাদের সাথেও (ভালো ব্যবহার কর)।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৩৬)

١٣٦٠- وَعَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلاَمِهِ مِثْلُهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَذَكَرَ اَنَّهُ سَابَّ رَجُلاً عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيَّرَهُ بِاُمِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ هُمْ اِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬০। মারূর ইবনে সুওয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে দেখলাম তিনি এক জোড়া দামী চাদর পরে আছেন এবং তাঁর গোলামটির পোশাকও তদ্রূপ। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তির সাথে তার তীব্র কথা কাটাকাটি হয়। তিনি তার মায়ের নাম তুলে তাকে লজ্জা দেন (কারণ তার মা ছিল ইরানী)। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার মধ্যে জাহিলিয়াত রয়ে গেছে। তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদিম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। কাজেই তোমাদের যার ভাই তার অধীনে আছে তার তাকে তাই খাওয়ানো উচিত যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো উচিত যা সে নিজে পরে। সামর্থ্যের বাইরের কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ো না। আর এ ধরনের কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিলে তাদেরকে সাহায্য কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٦١- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَاِنْ لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اَلْاُكْلَةُ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ هِيَ اللُّقْمَةُ.

১৩৬১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো খাদিম তার জন্য খাবার আনলে এবং সে তাকে নিজের সাথে (আহারে) বসাতে না পারলে (কমপক্ষে) এক গ্রাস বা দুই গ্রাস যেন তার মুখে তুলে দেয়। কারণ সে-ই কষ্ট করে তার জন্য খাবার তৈরি করে এনেছে।

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। "উকলাতু" অর্থ "লোকমা বা গ্রাস"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

যে গোলাম আল্লাহ্‌ ও তার মনিবের হক আদায় করে তার ফযীলাত।

١٣٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ فَلَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গোলাম যখন তার মালিকের খিদমত করে সুচারুরূপে এবং আল্লাহর ইবাদাত করে সুষ্ঠুভাবে তখন সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٦٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الْمُصْلِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْ لاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّىْ لاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবাদাতপ্রিয় ও প্রভুর কল্যাণকামী গোলামের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। আবু হুরাইরার প্রাণ যাঁর হাতে সেই সত্তার শপথ! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা ও মায়ের সেবা করার কাজ না থাকতো তাহলে আমি গোলাম হিসেবে মরা পছন্দ করতাম।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٦٤- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ الَّذِىْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّىْ اِلَى سَيِّدِهِ الَّذِىْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ اَجْرَانِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৩৬৪। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে গোলাম সুচারুরূপে তার রবের ইবাদাত করে এবং তার মনিবের তার উপর যে হক রয়েছে, যে কল্যাণকামিতা ও আনুগত্য প্রাপ্য রয়েছে তাও পুরোপুরি আদায় করে, তার জন্য (আল্লাহর কাছে) রয়েছে দু'টি প্রতিদান।

ইমাম বুখারী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٦٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ

رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ اَمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৫। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। আহ্‌লে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এমন ব্যক্তি যে নিজের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল, তারপর আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে। অন্যের মালিকানাধীন গোলাম, যে আল্লাহর হক আদায় করে এবং নিজের মালিকের হকও আদায় করে। যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে আদব-কায়দা শিখিয়েছে এবং খুব ভালো করে আদব-কায়দা শিখিয়েছে, তাকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছে এবং সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দিয়েছে, তারপর তাকে আযাদ করে দিয়েছে এবং তাকে বিবাহ করেছে। এদের জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান।[১]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. এ অনুচ্ছেদে গোলামদের সম্পর্কিত যে হাদীসগুলো উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে গোলামের মর্যাদা যে স্বাধীন মানুষের সমপর্যায়ের তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গোলাম হওয়ার কারণে সে যে ঘৃণিত বা কম মর্যাদাসম্পন্ন নয়, এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এর ফলে তৎকালীন ইসলামী সমাজে গোলামরা নিজেদের মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এ হাদীসগুলোর অর্থ এই নয় যে, ইসলামী সমাজ গোলামী প্রথাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, বরং গোলামীকে খতম করার জন্য ইসলাম নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। গোলামদের সাথে সদ্ব্যবহার ও স্বাধীন মানুষদের সমপর্যায়ের ব্যবহার করার বিধান এরই একটি দৃষ্টান্ত। মূলত গোলামী বা দাসত্ব প্রথা ইসলামে কোন প্রথা হিসাবে স্বীকৃত নয়, বরং যুদ্ধবন্দী সমস্যার একটি সাময়িক সমাধান হিসেবে ইসলাম একে গ্রহণ করেছে। অতীতে এবং আধুনিক যুগেও, যখন মানুষ নিজেকে 'সুসভ্য' বলে দাবি করছে, যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের ভাগ্য নির্ণয়ের কোন সুনির্দিষ্ট ও সম্মানজনক পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেনি। গুলি করে হত্যা, অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে অসম্মানজনক মৃত্যু অথবা অনাহারে অর্ধাহারে তিলে তিলে মৃত্যু অসংখ্য যুদ্ধবন্দীর কপালের লিখন। এ অবস্থায় ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহারের সাথে বিনিময়ের বাইরে যেসব যুদ্ধবন্দী থেকে যায় তাদের জন্য সম্মানজনক জীবনের ব্যবস্থা করেছে।

ইসলামের এই সুষ্ঠু ও বাস্তববাদী পদ্ধতির কারণে ইসলামী বিশ্বের কোথাও আজ দাসত্ব প্রথা নেই বা স্বাধীন মানুষ ইসলামী বিশ্বের কোথাও দাসদের জীবন যাপন করছে না। কিন্তু অনৈসলামী বিশ্বের বহু দেশে আজ স্বাধীন মানুষ দাসদের জীবন যাপন করছে। আমেরিকার 'কালো মানুষ' ও ভারতের 'হরিজন' এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর ইবাদাত করা।

١٣٦٦- عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَيَّ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৬৬। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কঠিন পরিস্থিতিতে ইবাদাত করা আমার নিকটে হিজরাত করে আসার সমতুল্য।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

কেনাবেচার ও লেনদেনের ব্যাপারে নরম নীতি অবলম্বন করার ফযীলাত। আর ভালোভাবে প্রাপ্য আদায় ও গ্রহণ করা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাপ করা, তাতে কম না করা, উপরন্তু ধনী-দরিদ্র উভয়কে অবকাশ দেয়া এবং তাদের থেকে প্রাপ্যের চেয়ে কম আদায় করা বা মাফ করে দেয়া।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যে কোন ভালো কাজ তোমরা কর, আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ.

মহান আল্লাহ (হযরত শু'আইব আলাইহিস সালামের কণ্ঠে) বলেছেন ঃ "হে আমার কওম! তোমরা পরিমাপ ও ওজন যথাযথভাবে ও পুরোপুরি কর এবং লোকদের জিনিসপত্র কম দিয়ো না।" (সূরা হূদ ঃ ৮৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ. الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ. وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ. اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ. لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ. يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"পরিমাপ ও ওজনে যারা কম করে তাদের জন্য ধ্বংস নির্ধারিত। তারা যখন লোকদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য নেয় তখন পুরোপুরি নেয় এবং যখন লোকদেরকে পরিমাপ বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি বিশ্বাস করে না যে, একটি বড় দিনে তাদেরকে

জীবিত করে উঠানো হবে? সেদিন সমগ্র মানবজাতি বিশ্বজাহানের প্রভুর সামনে দাঁড়াবে।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন ঃ ১)

١٣٦٧- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ اَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৬৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার ঋণ আদায়ের জন্য তাকিদ দিল। সে তাঁর (রাসূল) সাথে কঠোর ব্যবহার করল। সাহাবীগণ তাকে হুমকি দিতে চাইলেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। কারণ পাওনাদারের কঠোরভাবে বলার অধিকার আছে। তারপর বলেন ঃ তাকে তার উটের বয়সের সমান একটি উট দাও।[১] সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার উটের চাইতে বয়সে বড় ও তার চেয়ে ভালো উট ছাড়া তার উটের মত উট নেই। জবাব দিলেন ঃ তাই দিয়ে দাও। কারণ যে ভালো ও উত্তম পদ্ধতিতে ঋণ আদায় করে সেই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٦٨- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৬৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন যে বেচা-কেনা ও নিজের প্রাপ্য আদায়ের তাকিদ দেয়ার সময় নরম নীতি অবলম্বন করে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٦٩- وَعَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنَجِّيَهُ اللّٰهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

---

১. মহানবী (সা) লোকটির কাছ থেকে উট ধার নিয়েছিলেন।

১৩৬৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ যেন কিয়ামাতের কষ্ট-কাঠিন্য থেকে তাকে মুক্তি দেন, তার উচিত অভাবী খাতককে (সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত) সময়-সুযোগ দান করা অথবা (প্রাপ্য) ঋণ থেকে কিছু কম করে দেয়া।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٧٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ اِذَا اَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَقِىَ اللّٰهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি লোকদের সাথে লেনদেন করতো। সে তার লোকদেরকে বলতো, যখন তোমরা কোন অভাবীর কাছ থেকে ঋণ আদায় করতে যাবে, তাকে মাফ করে দেবে, হয়তো আল্লাহ (কিয়ামাতের দিন) আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। কাজেই মৃত্যুর পর যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করলো, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٧١- وَعَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئٌ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوْسِراً وَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَّتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৭১। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের একজনের (মৃত্যুর পর তার) হিসাব-কিতাব নেয়া হয়। তার কোন নেকী পাওয়া গেলো না। কেবল এতটুকু পাওয়া গেলো যে, সে লোকদের সাথে মেলামেশা করতো এবং সে ছিল ধনী। সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, অভাবী ঋণগ্রহীতাদেরকে যেন মাফ করে দেয়। মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, আমরা এ ব্যক্তির সাথে এ ধরনের ব্যবহার করার অধিক হকদার। (তাই তিনি ফেরেশতাদেরকে হুকুম দিলেন) এ ব্যক্তিকে মাফ করে দাও।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٧٢- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِهٖ اٰتَاهُ

اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لَهُ مَا ذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا قَالَ وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا قَالَ يَا رَبِّ اٰتَيْتَنِيْ مَالَكَ فَكُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ اَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هٰكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৭২। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর এক বান্দাকে, যাকে তিনি (দুনিয়ায়) সম্পদ দান করেছিলেন, মহান আল্লাহর সামনে হাযির করা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছো? হুযাইফা (রা) বলেন, আর বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না, তাই সে বলল, হে আমার রব! তুমি নিজের যে সম্পদ আমাকে দিয়েছিলে আমি লোকদের সাথে তা লেনদেন করতাম। আর লোকদেরকে মাফ করে দেয়া আমার অভ্যাস ছিল। ধনবানের সাথে আমি নরম ব্যবহার করতাম এবং অভাবীকে মাফ করে দিতাম। আল্লাহ বলেন, আমি তোমার সাথে এ ধরনের ব্যবহার করার বেশি উপযুক্ত। (ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন) আমার এ বান্দাকে মাফ করে দাও। (হাদীসটি শুনে) উকবা ইবনে আমের ও আবু মাসউদ আনসারী (রা) বলেন, আমরাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এটি শুনেছি।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٧٣- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ لَهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩৭৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অভাবীকে সময়-সুযোগ দিয়েছে অথবা তার জন্য কিছু কম করে দিয়েছে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে নিজের আরশের নীচে ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

١٣٧٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرٰى مِنْهُ بَعِيْرًا فَوَزَنَ لَهُ فَاَرْجَحَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে একটি উট কিনলেন এবং তার মূল্য দিলেন ওজন করে এবং মূল্য একটু বেশিই দিলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٧٥- وَعَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِىُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيْلَ وَعِنْدِىْ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْاَجْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَّانِ زِنْ وَاَرْجِحْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩৭৫। আবু সাফওয়ান সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাখরামা আল-আবদী হাজার নামক স্থান থেকে কাপড় বিক্রয় করার জন্য কিনে নিয়ে এলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তিনি আমাদের থেকে একটি পায়জামা সওদা করলেন। আমাদের কাছে ছিল একজন ওজনদার, সে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওজন করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজনদারকে বলেন ঃ "লও, ওজন কর এবং (মূল্য) একটু বেশিই ধর।"

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

টীকা : সাধারণতঃ উট ও কাপড় ওজন করে বিক্রি হয় না। তাই হাদীসের অর্থ হচ্ছে আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করা। অর্থাৎ নবী করীম (সা) আনুমানিক মূল্য নির্ধারণে অভিজ্ঞ কাউকে দিয়ে উট ও কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করলেন এবং পরিশোধের সময় নির্ধারিত মূল্যের চাইতে কিছু বেশি দিয়ে দিলেন।

অধ্যায় ঃ ১২
কিতাবুল ইল্‌ম
(জ্ঞান)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

জ্ঞানের মর্যাদা (ফযীলাত)।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"এবং বল, হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" (সূরা তাহা ঃ ১১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

"বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান।" (সূরা আয্‌-যুমার ঃ ৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং (ঈমানদারদের মধ্য থেকে) যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।" (সূরা আল-মুজাদিলা ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

"আল্লাহকে একমাত্র তারাই ভয় করে যারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান রাখে।" (সূরা ফাতির ঃ ২৮)

١٣٧٦- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৬। মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٧٧- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَالْمُرَادُ بِالْحَسَدِ الْغِبْطَةُ وَهُوَ اَنْ يَّتَمَنّٰى مِثْلَهُ.

১৩৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারোর প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তারপর তাকে ঐ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করার

তাওফীকও দান করেছেন এবং যাকে আল্লাহ (দীনের) জ্ঞান দান করেছেন, সে সেই অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং লোকদেরকে তা শিখায়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। আর "হাসাদ" বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে "গিব্তা"-কে অর্থাৎ তার মতো হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা।

١٣٧٨- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَّلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৮। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাকে যে ইল্ম ও হিদায়াতসহ পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি বারিধারা, যা একটি যমিনের উপর বর্ষিত হয়েছে, তার কিছু অংশ ভালো, ফলে তা পানিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা বিপুল পরিমাণ গাছ ও ঘাস উৎপাদন করেছে। এর একটি অংশ ছিল নীচু। সেখানে সে পানি আটকে নিয়েছে। আর এ তেকে আল্লাহ লোকদেরকে উপকৃত করেছেন। তা থেকে তারা পান করেছে, জীবজন্তুকে পান করিয়েছে এবং পানি সেচ করে কৃষিও করেছে। আবার এই বারিধারা এমন এক অংশে পৌছেছে যেটি ছিল অনুর্বর সমতল ময়দান। সে পানি ধরে রাখতে পারেনি এবং তার ঘাস উৎপাদন করার ক্ষমতাও নেই। কাজেই এটি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দীনের জ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ আমাকে যে জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তা থেকে সে লাভবান হয়েছে এভাবে যে, সে নিজে তা শিখেছে এবং অন্যকে শিখিয়েছে। আবার এটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির যে এই জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেয়নি এবং আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াতসহ পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করেনি।[১]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. হাদীসে তিন ধরনের জমির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিন ধরনের আলিম। প্রথম দুই ধরনের আলিম নবুওয়াতের ইল্ম দ্বারা লাভবান হয়েছেন। তাদের একজন ইল্ম লাভ করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছেন কিন্তু সাধারণ মানুষের সংশোধনের প্রতি দৃকপাত করেননি। দ্বিতীয় দলটি ইল্মের সাহায্যে নিজেরা লাভবান হবার সাথে সাথে অন্যদেরকেও উপকৃত করেছেন। আর আলিমদের তৃতীয় দলটি হচ্ছে মুনাফিক আলিম। তারা ইল্ম হাসিল করে নিজেদের সংশোধনও করেনি এবং অন্যদেরকেও তা থেকে উপকৃতও করেনি।

١٣٧٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ فَوَاللّٰهِ لاَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৭৯। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হিদায়াত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটগুলি থেকেও অনেক কল্যাণকর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٨٠- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৩৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছ থেকে একটি বাক্য হলেও তা লোকদের কাছে পৌছিয়ে দাও। বনী ইসরাঈলের থেকে ঘটনাবলী উদ্ধৃত কর, এতে কোন ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস বানিয়ে দেয়।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٨١- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে (এর বিনিময়ে) আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٨٢- وَعَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে সে ব্যক্তি (তার আহ্বানের ফলে)

যারা হিদায়াতের পথে চলে তাদের সমান প্রতিদান। পায়। এতে হিদায়াতের পথ অবলম্বনকারীদের সাওয়াবে কোন কমতি করা হয় না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٨٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৮৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন মারা যায়, তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমলের সাওয়াব জারি থাকে ঃ সাদকায়ে জারিয়া, এমন ইল্‌ম যা থেকে লাভবান হওয়া যায় এবং সুসন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٨٤- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلاَّ ذِكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ- قَوْلُهُ وَمَا وَالاَهُ اَىْ طَاعَةُ اللّٰهِ.

১৩৮৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যেসব বস্তু আছে সেগুলোও অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত নয় কেবল আল্লাহর যিক্‌র ও তাঁর আনুগত্য এবং আলিম ও ইল্‌ম হাসিলকারী।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন। হাদীসে উক্ত "ওয়ামা ওয়ালাহু" শব্দের অর্থ 'মহান আল্লাহর আনুগত্য'।

١٣٨٥- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَرْجِعَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٣٨٦- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يَّشْبَعَ مُؤْمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ يَّكُوْنُ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩৮৬। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কল্যাণ (দীনের ইল্‌ম) কখনো মুমিনকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না, অবশেষে জান্নাতে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।[১]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٣٨٧- وَعَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৩৮৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইবাদাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমনি পর্যায়ের যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মুসলিমের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা লোকদেরকে দীনের ইল্‌ম শিখায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আসমানের অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি গর্তে অবস্থানকারী পিঁপড়া ও (পানির) মাছেরাও তাদের জন্য দু'আ করে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٣٨٨- وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّبْتَغِيْ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ وَاِنَّ الْعَالِمَ

---

১. অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি দীনের যথার্থ জ্ঞান যতই লাভ করতে থাকে ততই তার জ্ঞান-ক্ষুধা বেড়ে যায় এবং আমৃত্যু সে এই জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। মৃত্যু এসে তার জ্ঞান ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করে না, বরং তার পরিসমাপ্তি ঘটায়।

لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَاِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৩৮৮। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্ম হাসিল করার জন্য পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তা জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। আর ফেরেশতারা ইল্ম অর্জনরত ছাত্রের জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আসমান ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে, এমনকি পানির মাছও আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আলিমের মর্যাদা (ইল্মবিহীন) আবিদের (সাধকের) উপর (এমন) যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা সমস্ত তারকারাজির উপর।[১] অবশ্যই আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দিরহাম ও দীনার রেখে যাননি, তবে তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে ইল্ম রেখে গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি তা আহরণ করেছে সে বিপুল অংশ লাভ করেছে।[২] ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٣٨٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৩৮৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে যেন তরতাজা

---

১. তুলনা এখানে দেহের আকৃতির সাথে নয়। কারণ তারকারা চাঁদের চাইতে অনেক বেশি বড়। আবার নিজস্ব পরিমণ্ডলে উভয়ের জ্যোতির তুলনাও এখানে করা হয়নি। কারণ সে দিক দিয়েও তারকাদের আলো অনেক বেশি চাঁদের তুলনায়। মূলত তুলনাটা এখানে করা হয়েছে আমাদের পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে। এখান থেকে চাঁদের আলোর তুলনায় নক্ষত্রের আলো যেমন গৌণ ও নিতান্তই ক্ষীণপ্রভ, ঠিক তেমনি আলিমের তুলনায় ইল্মবিহীন (আবিদ) ব্যক্তিও নিতান্তই গৌণ ও ক্ষীণপ্রভ।

২. আর নবীদের উত্তরাধিকারী হিসেবে যে আলিমদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ইতিপূর্বে বর্ণিত ১৩৭৮ নম্বর হাদীসটি ও তার টীকা থেকে সহজেই লাভ করা যাবে।

করেন, যে আমাদের কাছ থেকে কোন কথা শুনলো, তারপর সেটা পৌঁছিয়ে দিল অন্যের কাছে, যেমনটি শুনেছিল ঠিক তেমনটি। আর খুব কম লোকই এমন হয় যাদেরকে (হাদীস) পৌঁছানো হয় এবং তারা তার অধিক সংরক্ষণকারী হয় শ্রোতার তুলনায়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٣٩٠- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلْجَامٍ مِّنْ نَارٍ- رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩৯০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে, তাকে কিয়ামাতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٣٩١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- يَعْنِيْ رِيْحَهَا- رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৩৯১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ইল্মের সাহায্যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায় সেই ইল্ম যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়ার কোন স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে অর্জন করে, সে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের খুশবুও পাবে না।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৩৯২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ ইল্‌মকে এমনভাবে ছিনিয়ে নেবেন না যেভাবে লোকদের থেকে (কোন কিছু) ছিনিয়ে নেয়া হয়, বরং উলামায়ে কিরামের মৃত্যুদানের মাধ্যমে তিনি ইল্‌মকে উঠিয়ে নেবেন। অবশেষে একজন আলিমও যখন বেঁচে থাকবেন না তখন লোকেরা মূর্খ-জাহিলদেরকে নিজেদের ইমাম (নেতা) বানাবে। তাদের কাছে মাসলা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা ইল্‌ম ছাড়াই ফতোয়া দেবে। এভাবে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

---

১. ইল্‌ম বলতে এখানে কুরআন-হাদীস তথা দীনী ইল্‌মকেই বুঝানো হয়েছে। এ ইল্‌মকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (এক) কুরআন-হাদীস শেখার জন্য মূলগতভাবে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন। যেমন আরবী ব্যাকরণ, আরবী ভাষা, অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি। (দুই) কুরআন ও হাদীসের অর্থ, উদ্দেশ্য গভীর তত্ত্ব, ফিকহ, উসূল, আকাইদ ইত্যাদি। কিতাবুল ইল্‌মে বর্ণিত হাদীসগুলোতে ইল্‌ম বলতে এ দু'ধরনের ইল্‌মই বুঝানো হয়েছে। কারণ একটির সাথে অন্যটির নিবিড়তম সম্পর্ক। প্রথমটিকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টিতে কেউ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে না। আর দ্বিতীয়টিকে বাদ দিয়ে শুধু প্রথমটিতে পাণ্ডিত্য অর্জন অর্থহীন এবং এ ধরনের পণ্ডিতকে আলিম বলা যায় না

অধ্যায় ঃ ১৩

কিতাবু হামদিল্লাহি তা'আলা ওয়া শুকরাহ্

(আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা)

অনুচ্ছেদ ঃ

হাম্‌দ (প্রশংসা) ও শোকরের (কৃতজ্ঞতা) ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ.

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ রাখবো। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নি'আমাতের নাশোকরী করো না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫২)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيْدَنَّكُمْ.

"যদি তোমরা আমার শোকর কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেবো।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ.

"আর বলে দাও (হে মুহাম্মাদ!) সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" (সূরা আল ইসরা ঃ ১১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"তাদের সর্বশেষ কথা হবে ঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০)

١٣٩٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِىَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যে রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাজ হয় সে রাতে তাঁর কাছে দু'টি পেয়ালা আনা হলো। তার একটিতে মদ ও অন্যটিতে দুধ ছিল। তিনি পেয়ালা দু'টি দেখলেন এবং দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলেন। জিবরাঈল (আ) বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আপনাকে ফিতরাতে তথা প্রকৃতিগত পথে (ইসলাম) পরিচালিত করেছেন। আপনি মদের পেয়ালাটি নিলে আপনার উম্মাত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٩٤- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُوْ وَغَيْرُهُ.

১৩৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ (বৈধ) কাজ আল্লাহর প্রশংসা সহকারে শুরু করা না হলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন।

١٣٩٥- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلاَئِكَتِه قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ قَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩৯৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দার সন্তানের ইন্তিকাল হয়, মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জান কবয করে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হাঁ। আল্লাহ বলেন, তোমরা তার কলিজার টুকরাকে কেড়ে নিলে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হাঁ। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কী বলেছে? তারা বলেন, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন' পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং তার নাম দাও 'বাইতুল হামদ্' (প্রশংসার ঘর)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٣٩٦- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ يَاْكُلُ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যে খাবার খায় আর আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পানীয় পান করে আর তাঁর প্রশংসা করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১৪

কিতাবুস সালাতি 'আলা রাসূলিল্লাহ

(সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অনুচ্ছেদ ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরূদ পড়ার ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"অবশ্যই আল্লাহ্ নবীর উপর রহমত পাঠান ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর উপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পড় এবং তার প্রতি সালাম পাঠাও।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৫৬)

١٣٩٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٩٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৩৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সেই ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পড়ে।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٣٩٩- وَعَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১৩৯৯। আওস ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে জুমু'আর দিনটি। কাজেই ঐদিন তোমরা আমার উপর বেশি করে দরূদ পড়ো। কারণ তোমাদের দরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হবে। সাহাবীগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে, আপনি তো তখন যমিনের সাথে মিশে যাবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ অবশ্যই নবীদের দেহকে আল্লাহ যমিনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٠٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪০০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তির নাসিকা ধূলি লুণ্ঠিত হোক, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর সে আমার উপর দরূদ পড়েনি।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٠١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৪০১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কবরকে আনন্দোৎসবের স্থানে পরিণত করো না, বরং আমার উপর দরূদ পড়ো। কারণ তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٠٢- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৪০২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ (যখনই) আমার উপর সালাম পড়ে, আল্লাহ তখনই আমার রূহ আমাকে ফেরত দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٠٣- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪০৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে, আর সে আমার উপর দরূদ পড়েনি সেই হচ্ছে কৃপণ।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٤٠٤- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالٰى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِهِ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪০৪। ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দু'আ করতে শুনলেন, কিন্তু দু'আয় মহান আল্লাহর প্রশংসা করলো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদও পড়েনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। তারপর তিনি তাকে ডাকলেন এবং বলেন বা অন্য কাউকে বলেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন তার পাক-পবিত্র প্রভুর হাম্‌দ ও সানা দিয়েই শুরু করে, অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ে। এরপর নিজের ইচ্ছামত দু'আ করতে পারে।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٤٠٥- وَعَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ

نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৫। আবু মুহাম্মাদ কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন। আমরা তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর সালাম কিভাবে পড়বো তা তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পড়বো? তিনি বলেন ঃ বলো, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (হে আল্লাহ্! রহম কর মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর, যেমন তুমি রহম করেছিলে ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর, নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত দান কর মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর, যেমন তুমি বরকত দান করেছিলে ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর, নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٠٦- وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ ابْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪০৬। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। আমরা তখন সা'দ ইবনে উবাদার মজলিসে ছিলাম। বাশীর ইবনে সা'দ (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পড়তে বলেছেন কিন্তু আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়বো?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন, এমনকি আমরা কামনা করতে থাকলাম, বাশীর ইবনে সা'দ যদি প্রশ্নটি না করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বলো "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (হে আল্লাহ! রহমত নাযিল কর মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর এবং বরকত নাযিল করো মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত)। আর সালাম ঠিক তেমনিভাবে যেমনটি তোমরা জেনেছো।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٠٧- وَعَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৭। আবু হুমাইদ আস-সা'য়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কেমন করে আপনার উপর দরূদ পড়বো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আয্ওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আয্ওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা বারাক্‌তা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মাদের উপর এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ এবং তাঁর স্ত্রীদের ও সন্তানদের উপর, যেমন তুমি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর। নিঃসন্দেহে তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অধ্যায় ঃ ১৫
কিতাবুল আযকার
(যিক্‌র-আযকার)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

যিকরের ফযীলাত এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আর আল্লাহর যিক্‌রই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৪৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ.

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيْفَةً وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ .

"তোমার প্রভুকে স্মরণ কর মনের মধ্যে দীনতার সাথে ও ভীতি সহকারে এবং উচ্চ আওয়াজের পরিবর্তে নিম্ন স্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ), আর তোমরা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ২০৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"তোমরা বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাতে সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল-জুমু'আ ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّائِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا.

"অবশ্যি যেসব নারী ও পুরুষ মুসলিম, মুমিন, আল্লাহর অনুগত, সত্যপন্থী, ধৈর্যশীল, আল্লাহর সামনে অবনত, দান-খয়রাতকারী, রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযাতকারী এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহর স্মরণকারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا۔ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً.

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি বেশি করে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) তাঁর প্রশংসা কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর.....।” (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪১ ও ৪২)

এ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত বহু আয়াত আল কুরআনে রয়েছে।

١٤٠٨– وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪০৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন দু'টি বাক্য আছে, যা মুখে উচ্চারণে হালকা (সহজে উচ্চারিত হয়) কিন্তু পাল্লায় (ওজনে) ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়, “সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম”।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٠٩– وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْ اَقُوْلَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ– رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪০৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে ‘সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ বলা দুনিয়ার সব জিনিসের চাইতেও বেশি প্রিয়।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٠– وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهٖ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ وَقَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ– مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার বলবে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁর, সমস্ত প্রশংসা তাঁর। তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিশালী), সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান সাওয়াব লাভ করবে। আর তার নামে লেখা হবে একশ'টি নেকী এবং তার নাম থেকে একশ'টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। আর সে সেদিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের (আছর ও ওয়াসওয়াসা) থেকে নিরাপদ থাকবে এবং কিয়ামাতের দিন কেউ তার চাইতে ভালো আমলসহ আসতে পারবে না, একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশি আমল করেছে। আর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বলবে ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" প্রতিদিন একশত বার, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তা হয় সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সমান (সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤١١- وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ اَرْبَعَةَ اَنْفُسٍ مِّنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১১। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দশবার পড়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর", সে যেন ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারটি সন্তানকে গোলামী থেকে মুক্তি দান করল।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤١٢- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِاَحَبِّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اَحَبَّ الْكَلاَمِ اِلَى اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ আল্লাহর কাছে যে কথাটি সবচাইতে বেশি প্রিয় সেটি কি

আমি তোমাদেরকে জানাবো না? অবশ্যি আল্লাহর কাছে সবচাইতে বেশি প্রিয় কথাটি হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٣- وَعَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأَنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৩। আবু মালিক আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক, "আলহামদু লিল্লাহ" বাক্যটি মীযান (দাঁড়িপাল্লা) ভরে দেয় এবং "সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ" এই বাক্যদ্বয় ভরে দেয় বা এদের প্রতিটি ভরে দেয় আসমান ও পৃথিবীর মাঝখানের সবটুকু।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٤- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمْنِىْ كَلَامًا اَقُوْلُهُ قَالَ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ قَالَ فَهٰؤُلَاءِ لِرَبِّىْ فَمَا لِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৪। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমাকে এমন কোন কালেমা শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে থাকবো। তিনি বলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়ালহামদু লিল্লাহি কাসীরান ওয়া সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আলামীন ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম" এই কলেমাগুলি পড়তে থাক। বেদুইন আরয করল, এসব কালেমা তো আমার রবের জন্য, এখন আমার জন্য কী আছে? তিনি বলেন ঃ তুমি এই দু'আটি পড়তে থাক, "আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী" (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর করুণা কর, আমাকে হিদায়াত দান কর এবং আমাকে রিযক দান কর)।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٥- وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ قِيْلَ لِلْاَوْزَاعِيِّ وَهُوَ اَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ كَيْفَ الْاِسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُوْلُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৫। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং অতঃপর বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম, তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম।" ইমাম আওযায়ীকে (এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করা হল তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কেমন ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "আসতাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ্"।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٦- وَعَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَمُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪১৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করতেন এবং সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌ক ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিআ' লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তী লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্দু" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছো তা রোধ করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ করেছো তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারে না)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ

الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৭। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযশেষে সালাম ফিরানোর পর পড়তেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাদ্‌লু ওয়া লাহুস্ সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন" (আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁর এবং প্রশংসা তাঁর জন্য আর তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ছাড়া গুনাহ থেকে বিরত থাকার এবং ইবাদাত করার শক্তি কারো নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করি না। সমস্ত অনুগ্রহ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই। সমস্ত সুন্দর ও ভালো প্রশংসা তাঁর জন্য। তিনি ছাড়া আর কোনই ইলাহ নেই। আমরা দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছি, যদিও কাফিরদের কাছে তা খারাপ লাগে)। ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযশেষে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়তেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤١٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ فَقَالَ اَلاَ اُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُوْنَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَكُوْنَ اَحَدٌ اَفْضَلَ مِنْكُمْ اِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ قَالَ اَبُوْ صَالِحِ الرَّاوِىُّ عَن اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ قَالَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ

ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ فِىْ رِوَايَتِهِ فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا سَمِعَ اِخْوَانُنَا اَهْلُ الاَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوْا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ- اَلدُّثُوْرُ جَمْعُ دَثْرٍ بِفَتْحِ الدَّالِ وَاِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الْمَالُ الْكَثِيْرُ.

১৪১৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। দরিদ্র মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, ধনবানরা তো সমস্ত মর্যাদা দখল করে নিলো এবং চিরন্তন নি'আমাতগুলো তাদের ভাগে পড়লো। (কারণ) আমরা যে নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে, আমরা যে রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে কিন্তু বিত্তের দিক দিয়ে তারা আমাদের চাইতে অগ্রসর, ফলে তারা হজ্জ করে, উমরা করে, আবার জিহাদ করে এবং দান-খয়রাত করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দেবো (যার উপর আমল করে) তোমরা নিজেদের চাইতে অগ্রবর্তীদেরকে ধরে ফেলবে এবং তোমাদের পরবর্তীদের থেকেও এগিয়ে যাবে, আর তোমাদের মতো ঐ আমলগুলো না করা পর্যন্ত কেউ তোমাদের চাইতে অগ্রবর্তী হবে না? তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যি বলে দিন। তিনি বলেন ঃ তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার করে তাসবীহ্, তাহমীদ ও তাকবীর পড়ো। বর্ণনাকারী আবু সালেহ (র) সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাঁকে ঐ কালেমাগুলো পড়ার ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বলেন ঃ এ কালেমাগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এগুলো হচ্ছে "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবর" এবং এর প্রত্যেকটি কালেমাই হবে ৩৩ বার।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুসলিমের রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ দরিদ্র মুহাজিরগণ পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, আমরা যা কিছু করছিলাম আমাদের ধনী ভাইরা তা শুনে নিয়েছে এবং তারাও তা করতে শুরু করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হচ্ছে আল্লাহর ফযল, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। হাদীসে উল্লিখিত "আদ-দুসুর" শব্দটি "দাসর"-এর বহুবচন। "দাসর" অর্থ "বিপুল ঐশ্বর্য"।

١٤١٩- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلاثًا وَثَلاَثِيْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪১৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদু লিল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এবং এক শত পূর্ণ করার জন্য একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' পড়ে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, যদিও তা হয় সাগরের ফেনারাশির সমান।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٢٠- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ اَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ تَحْمِيْدَةً وَاَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ تَكْبِيْرَةً- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২০। কা'ব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযের) পরে পঠিতব্য কয়েকটি কালেমা এমন আছে যেগুলো পাঠকারী অথবা (বলেন) সম্পাদনকারী ব্যর্থকাম হয় না। সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ও চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার'।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٢١- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৪২১। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সব) নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুর, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুন্ইয়া ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্নাতিল কাব্রে" (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, আর তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি অথর্ব বয়সে পৌঁছা থেকে। আর এই সংগে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কবরের ফিতনা থেকে)।

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٢٢- وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

১৪২২। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বলেন ঃ হে মু'আয! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তারপর বলেন ঃ হে মু'আয! আমি তোমাকে ওসিয়াত করছি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত কালেমাগুলো পড়ো ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী 'আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা" (হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র, শোকর ও সর্বাংগ সুন্দর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তুমি আমাকে সহায়তা কর)।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ্ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٤٢٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَشَهَّدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্হুদ পড়তে বসে তখন তার আল্লাহর কাছে চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। তার বলা উচিত ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতি ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল" (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয় থেকে এবং মসীহ্ দাজ্জালের ফিতনা থেকে)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٢٤- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ يَكُوْنُ مِنْ اٰخِرِ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তাশাহ্হুদ ও সালামের মাঝখানে তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা" (হে আল্লাহ! আমার সেই গুনাহগুলো মাফ করে দাও যেগুলো আমি পূর্বে করেছি, যেগুলো আমি পরে করেছি, যেগুলো আমি গোপনে করেছি, যেগুলো প্রকাশ্যে করেছি এবং আমি যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি, আর সেই গুনাহও যে সম্পর্কে আমার চাইতে তুমি বেশি জান। তুমিই অগ্রসরকারী এবং তুমিই পিছিয়ে দেয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪২৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের রুকূ ও সিজদায় নিম্নোক্ত দু'আ বেশি বেশি পড়তেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" (হে আল্লাহ! তুমি পাক পবিত্র আমাদের প্রতিপালক এবং তোমারই প্রশংসা। হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٢٦- وَعَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৬। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (নফল নামাযের) রুকূ ও সিজদায় নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তেন ঃ সুব্বুহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٢٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রুকূতে নিজের রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদায় দু'আ করার চেষ্টা কর। কারণ তা তোমাদের জন্য কবুল হয়ে যাওয়াই সংগত।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٢٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদায় থাকে তখন তার রবের সবচাইতে নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা (সিজদায়) বেশি করে দু'আ কর

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٢٩- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪২৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (নফল নামাযের) সিজদায় বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যামবি কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওয়্যালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া 'আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু" (হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, ছোট-বড়, আগে-পরের এবং গোপন-প্রকাশ্য সব গুনাহ)।[১]

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٣٠- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ افْتَقَدْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَتَحَسَّسْتُ فَاِذَا هُوَ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِن

---

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো রুকূ ও সিজদায় গিয়ে এ ধরনের বিভিন্ন দু'আ পড়তেন। সম্ভবত মাসনুন যে তাসবীহগুলো আছে সেগুলোর সাথে এসব পড়তেন। তাঁর নফল নামাযে এ ধরনের বহু দু'আ পড়তেন। বিভিন্ন হাদীসে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে রাতের নামাযে তিনি এগুলো পড়তেন।

عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ–
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। আমি তাঁকে খুঁজতে লাগলাম। আমি দেখতে পেলাম তিনি রুকূ বা সিজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ছেন ঃ সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা"। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ আমার হাত তাঁর পায়ের পাতার উপর পড়লো। তখন তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর দু'টি পায়ের পাতা খাড়া অবস্থায় ছিল। তিনি সিজদায় বলছিলেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বিমুআফাতিকা মিন 'উকূবাতিকা ওয়া আ'উযু বিকা মিনকা লা উহ্‌সী সানাআন আলাইকা, আন্‌তা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা" (হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার সন্তোষের উসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার নিরাপত্তার উসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার রহমতের উসীলায় তোমার কহর থেকে। তোমার প্রশংসা গণনা করতে আমি অপারগ। তুমি ঠিক তেমনি যেমন তুমি নিজের প্রশংসায় বলেছো)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٣١– وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبَ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ اَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ اَلْفُ حَسَنَةٍ اَوْ يُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْئَةٍ.رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قَالَ الْحُمَيْدِيُّ كَذَا هُوَ فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ اَوْ يُحَطُّ قَالَ الْبَرْقَانِيُّ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيٰى الْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى الَّذِيْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَتِهِ فَقَالُوْا وَيُحَطُّ بِغَيْرِ اَلِفٍ .

১৪৩১। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন হাজারটি নেকী অর্জন করতে পারে না? উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে সে হাজারটি নেকী অর্জন করবে? জবাব দিলেন ঃ সে একশ' বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়বে। এতে তার নামে এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। মুহাদ্দিস হুমাইদী বলেন, মুসলিমের গ্রন্থে এভাবে (অথবা মিটিয়ে দেয়া হবে এই সন্দেহ প্রসূত বাক্য সহকারে) লিখিত হয়েছে। ইমাম বারকানী বলেন, এ হাদীসটি শো'বা, আবু আওয়ানা ও ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান এই বর্ণনাকারী মূসার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যার সূত্রে ইমাম মুসলিম রিওয়ায়াত করেছেন। তারা আল্‌ফ (হাজার) শব্দটি বর্ণনা করেননি।

١٤٣٢- وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامِىْ مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ واَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি গ্রন্থির উপর সাদাকা ওয়াজিব। কাজেই এক্ষেত্রে প্রত্যেক বার 'সুবহানাল্লাহ' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সাদাকা, প্রত্যেক বার 'আল্লাহু আকবার' বলা একটি সাদাকা, ভালো কাজে আদেশ করা একটি সাদাকা এবং খারাব কাজ করতে নিষেধ করা একটি সাদাকা। আর চাশতের যে দুই রাক্‌আত নামায পড়া হবে তা এই সবের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٣٣- وَعَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ اَنْ اَضْحٰى وَهِىَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِىْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ- وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ اَلَا اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ

تَقُوْلِيْنَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضٰى نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

১৪৩৩। উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ার পর সকালবেলা তার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তখন নিজের নামাযের জায়গায় বসে ছিলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার চাশতের পর ফিরে এলেন। তখনো তিনি (নিজের জায়গায়) বসে ছিলেন। নবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সেই একই অবস্থায় তুমি তখন থেকে বসে রয়েছো? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি এমন চারটি কালেমা তিনবার করে পড়েছি যা তুমি আজ যা কিছু পড়েছো তার সাথে যদি ওজন করা হয় তাহলে ওজনে তা সমান হবে। সেই কালেমাগুলো হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালকিহি, ওয়া রিদা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী" (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা গাইছি তাঁর সন্তুষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর মর্জি অনুযায়ী তাঁর আরশের ওজনের সমান এবং তাঁর বাক্যাবলীর সমান সংখ্যক)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, "সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালকিহি, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহী, সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী"।

ইমাম তিরমিযীর রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি কি তোমাকে এমন সব কালেমা শিখাবো না, যা তুমি পড়তে থাকবে? সে কালেমাগুলি হচ্ছে ঃ "সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহী, সুবহানাল্লাহি 'আদাদা খালকিহী, সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহী, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী, সুবহানাল্লাহি রিদা নাফসিহী, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহী, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহী, সুবহানাল্লাহি যিনাতা আরশিহী, সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী, সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী, সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী"।

١٤٣٤- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِىْ يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِىْ لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ- رَوَاهُ

الْبُخَارِىُّ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَ يُذْكَرُ اللّٰهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ.

১৪৩৪। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করে এবং যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মুসলিমও এটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইমাম মুসলিমের রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ যে ঘরে আল্লাহর যিক্‌র হয় এবং যে ঘরে হয় না তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

١٤٣٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৩৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমনটি ধারণা করে আমি ঠিক তেমনটি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও আমার মনের মধ্যে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তবে আমিও তাকে স্মরণ করি তার চাইতেও উত্তম সমাবেশে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছন।

١٤٣٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ قَالُوْا وَمَا الْمُفَرِّدُوْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ. رُوِىَ الْمُفَرِّدُوْنَ بِتَشْدِيْدِ الرَّاءِ وَتَخْفِيْفِهَا وَالْمَشْهُوْرُ الَّذِىْ قَالَهُ الْجُمْهُوْرُ التَّشْدِيْدُ.

১৪৩৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "মুফাররিদরা" অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদ কারা? জবাব দিলেন ঃ খুব বেশি আল্লাহর যিক্‌রকারী পুরুষ ও নারীগণ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম নববী বলেন, 'মুফাররিদ' শব্দটি

'মুফরিদ'-ও পড়া হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ 'মুফাররিদ' পাঠ করেছেন এবং এটিই প্রসিদ্ধ।

١٤٣٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ- رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৩৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সর্বোত্তম যিক্র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٣٨- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اِنَّ شَرَائِعَ الاِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَاَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ اَتَشَبَّثُ بِهِ قَالَ لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ- رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের হুকুম-আহকাম আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি জিনিসের খবর দিন যেটাকে আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরবো। তিনি বলেন ঃ তোমার জিহ্বাকে সর্বক্ষণ আল্লাহর যিক্‌রে সিক্ত রাখ।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٣٩- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَت لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ- رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৩৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٤٠- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْرِئْ اُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ وَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَاَنَّهَا قِيعَانٌ وَاَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ- رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৪০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয় সে রাতে আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মাতকে সালাম পৌঁছাবে এবং তাদেরকে জানাবে যে, জান্নাতের মাটি অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত ও পানি মিষ্টি এবং তা একটি সমতল ভূমি। আর তার বৃক্ষলতা হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহ ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٤١- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَرْفَعِهَا فِيْ دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوْا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

১৪৪১। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম আমলের কথা জানাবো না, যা অত্যন্ত পবিত্র তোমাদের প্রভুর কাছে, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক বেশি বুলন্দ, তোমাদের জন্য সোনা ও রূপা খরচ করার চাইতে অনেক ভালো এবং তোমরা নিজেদের শত্রুদের মুখোমুখি হবে, তারপর তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে, এর চাইতে অনেক বেশি ভালো? সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র।[১]

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আল হাকেম আবু আবদুল্লাহ এ হাদীসের সনদ সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

---

১. আল্লাহর যিক্‌র কেবলমাত্র 'সুবহানাল্লাহ', আলহামদু লিল্লাহ', লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' এ শব্দগুলো বারবার আওড়াবার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাবুল আযকারে এর ব্যাখ্যা লিখেছেন ঃ আল্লাহর আনুগত্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তার যিক্‌রে লিপ্ত। হযরত সা'দ ইবনে জুবাইর (রা) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামও এই একই কথা বলেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানার প্রত্যেকটি মজলিস, শর'ঈ বিধান অনুযায়ী কিভাবে ব্যবসা করা যায়, কিভাবে নামায-রোযা-হজ্জ করা হয় এবং বিয়ে-তালাকের পদ্ধতি কী এসব জানার জন্য অনুষ্ঠিত যে কোন মজলিসই যিক্‌রের মজলিস। মোটকথা শরী'আতের বিধান জানা ও সেই অনুযায়ী একজন অনুগত মুসলিমের জীবন যাপন করাই প্রকৃত যিক্‌র এবং এই যিক্‌রের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

١٤٤٢- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَاَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ اَكْبَرَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৪২। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক মহিলার[১] কাছে গেলেন। তখন তার সামনে ছিল খেজুরের দানা বা কাঁকর। তিনি সেগুলির সাহায্যে তাসবীহ গণনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন জিনিসের কথা জানাবো যা তোমার জন্য এর চাইতে সহজ বা এর চাইতে ভালো? তা হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামাই" (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যা তিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন) "ওয়া সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা খালাকা ফিল আরদ" (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন) "ওয়া সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা বাইনা যালিক" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান যা ঐ দু'টির মাঝখানে আছে) "ওয়া সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা হুয়া খালিক" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব বস্তুর সমান সংখ্যক যার তিনি স্রষ্টা)। আর "আল্লাহু আকবার" বাক্যটিও এভাবে পড়, "আলহামদু লিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটিও এভাবে পড় "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বাক্যটিও এভাবে পড়।

অর্থাৎ প্রত্যেকটির সাথে 'আদাদা মা খালাকা ফিস্ সামা-ই', 'আদাদা মা খালাকা ফিল আরদি' ইত্যাদি (অনুবাদক)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

١٤٤٣- وَعَنْ اَبِى مُوسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

---

১. কোনো কোনো হাদীসে সংশ্লিষ্ট মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের একজন, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) বা অন্য কোনো স্ত্রী। আর তাসবীহ যেমন আমাদের আজকের যুগে প্রচলিত আছে ঠিক তেমনটি সেই যুগে ছিল না। কেউ কেউ খেজুরের বা তেঁতুলের দানা জমা করে অথবা কাঁকর নিয়ে বা দড়িতে গিরা দিয়ে তাসবীহ পড়তেন। আজকের সুতোয় গাঁথা তাসবীহ দানার ভিত্তিও আসলে এখানেই।

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৩। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি গুপ্তধনের কথা জানাবো না। আমি বললাম, অবশ্যি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ তা হল 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় এবং নাপাক ও ঋতুবতী অবস্থায় আল্লাহর যিক্‌র করার বৈধতা, তবে নাপাক ও ঋতুবতী মহিলার জন্য আল কুরআন পড়া জায়েয নয়।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاٰيَاتٍ لأُوْلِى الاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْداً وَّعَلَى جُنُوْبِهِمْ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে আসমানসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে, যারা আল্লাহর যিক্‌র করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

١٤٤٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিকর করতেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٤٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِىَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِىْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৫। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তার নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া উচিত ঃ "বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ্‌ শাইতানা মা রাযাক্‌তানা" (আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! শয়তান থেকে আমাদের দূরে রাখ আর শয়তানকে তার থেকে দূরে রাখ যা আমাদের দান করবে)। এই মিলনের ফলে যদি তাদের কোন সন্তান জন্ম নেয় তাহলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

ঘুমাবার আগে ও ঘুম থেকে জাগার পর যে দু'আ পড়তে হয়।

١٤٤٦- عَنْ حُذَيْفَةَ وَاَبِى ذَرّ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُمَا قَالاَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَوَى اِلَى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوتُ وَاَحيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُورُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৪৪৬। হুযাইফা ও আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করতে যেতেন তখন বলতেন ঃ "বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া" (হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি জাগি ও তোমার নামে মরি)। আর যখন জেগে উঠতেন তখন বলতেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর" (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তাঁরই দিকে আবার ফিরে যেতে হবে)।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

যিকরের মজলিসের ফযীলাত এবং হরহামেশা তার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা মুস্তাহাব। বিনা ওজরে এ ধরনের মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تعدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আর তুমি নিজেকে তাদের সাথে আবদ্ধ রাখ যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের প্রতিপালককে

ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আর তোমার দৃষ্টি তাদের উপর থেকে সরিয়ে নিও না।" (সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ২৮)

١٤٤٧- وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰه عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰه تَعَالى مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِى الطُّرُقِ يَلتَمِسُونَ اَهلَ الذكرِ فَاِذَا وَجَدُوا قَومًا يَذكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَنَادَوا هَلُمُّوا اِلى حَاجَتِكُم فَيَحُفُّونَهُم بِاَجنِحَتِهِم اِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيَسأَلُهُم رَبُّهُم وَهُوَ اَعلَمُ مَا يَقُولُ عِبَادِى قَالَ يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ فَيَقُولُ هَل رَاَونِى فَيَقُولُونَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوكَ فَيَقُولُ كَيفَ لَو رَاَونِى قَالَ يَقُولُونَ لَو رَاَوكَ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمجِيداً وَاَكثَرَ لَكَ تَسبِيحًا فَيَقُولُ فَمَا ذَا يَسأَلُونَ قَالَ يَقُولُونَ يَسأَلُونَكَ الجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَل رَاَوهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيفَ لَو رَاَوهَا قَالَ يَقُولُونَ لَو اَنَّهُم رَاَوهَا كَانُوا اَشَدَّ عَلَيهَا حِرصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَعظَمَ فِيهَا رَغبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَقُولُ وَهَل رَاَوهَا قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوهَا فَيَقُولُ كَيفَ لَو رَاَوهَا قَالَ يَقُولُونَ لَو رَاَوهَا كَانُوا اَشَدَّ مِنهَا فِرَاراً وَاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَاُشهِدُكُم اَنِّى قَد غَفَرتُ لَهُم قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ فِيهِم فُلاَنٌ لَيسَ مِنهُم اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشقى بِهِم جَلِيسَهُم- مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ عَن اَبِى هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ لِلّٰه مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِكرِ فَاِذَا وَجَدُوا مَجلِسًا فِيهِ ذِكرٌ قَعَدُوا مَعَهُم وَحَفَّ بَعضُهُم بَعضًا بِاَجنِحَتِهِم حَتّى يَملَؤُوا مَا بَينَهُم وَبَينَ السَّمَاءِ الدُّنيَا فَاِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُو وَصَعِدُوا اِلَى السَّمَاءِ فَسَاَلَهُم اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ اَعلَمُ مِن اَينَ جِئتُم فَيَقُولُ جِئنَا مِن عِندِ عِبَادٍ لَكَ فِى الاَرضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُهَلِّلُونَكَ وَيَحمَدُونَكَ وَيَسأَلُونَكَ قَالَ وَمَا ذَا يَسأَلُونِى قَالُوا يَسأَلُونَكَ جَنَّتَكَ

قَـالَ وَهَلْ رَأَوا جَنَّتِىْ قَـالُوا لاَ اَى رَبِّ قَـالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوا جَنَّتِى قَـالُوا وَيَسْتَجِيرُوْنَكَ قَالَ وَمِمَّ يَسْتَجِيرُوْنِى قَالُوا مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ قَالَ وَهَلْ رَأَوا نَارِى قَالُوا لاَ قَالَ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوا نَارِى قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُوْنَكَ فَيَقُوْلُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَاَعْطَيْتُهُ مَا سَأَلُوا وَاَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوْا قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ اِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ فَيَقُوْلُ وَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.

১৪৪৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর একদল ফেরেশতা আছে, তারা পথে পথে আল্লাহর স্মরণে রত লোকদেরকে খুঁজে বেড়ায়। যখন তারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর স্মরণরত একদল লোককে পেয়ে যায় তখন নিজের সাথীদেরকে ডেকে বলে, তোমাদের প্রয়োজনের দিকে চলে এসো। তখন (ফেরেশতারা চলে আসে এবং) নিজেদের ডানার সাহায্যে তারা দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত ঐ স্মরণকারীদেরকে ঢেকে নেয়। তাদের রব তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন, আমার বান্দারা কী বলছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ফেরেশতারা জবাব দেন, তারা তোমার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে, তোমার প্রশংসায় মশগুল রয়েছে এবং তোমার বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, না, আল্লাহর কসম! তারা তোমাকে দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখে নেয় তাহলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফেরেশতারা জবাব দেন, যদি তারা তোমাকে দেখতে পেতো, তাহলে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কী চায়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ফেরেশতারা জবাব দেন, তারা তোমার কাছে জান্নাত চায়। তিনি বলেন, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জান্নাত দেখেছে? তিনি বলেন, ফেরেশতারা জবাব দেন, না, আল্লাহর কসম, হে আমাদের রব! তারা জান্নাত দেখেনি। তিনি বলেন, আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা তা দেখতো তাহলে? তিনি বলেন ঃ ফেরেশতারা জবাব দেন, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে তাদের জান্নাতের লোভ, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতি আকর্ষণ আরো বেশি বেড়ে যেতো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে? ফেরেশতারা বলেন, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তিনি বলেন, ফেরেশতারা জবাব দেন, না, আল্লাহর কসম! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতো, তাহলে? তারা জবাব দেন, যদি তারা জাহান্নাম দেখতো তাহলে তারা তা থেকে আরো বেশি দূরে ভাগতো এবং তার ভয়ে আরো বেশি ভীত হতো। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তিনি বলেন, একথা শুনে ফেরেশতাদের একজন বলেন,

এদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আসলে এদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে কোন প্রয়োজনে এসে পড়েছে। আল্লাহ জবাব দেন, এরা এমন মজলিসের সদস্য যাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোককে বঞ্চিত করা হয় না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। তবে মুসলিমের রিওয়ায়াতে আবু হুরাইরা (রা) থেকে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর ফেরেশতাদের একটি দল বেশ ঘোরাফেরার মধ্যে থাকেন। এ দলটি আল্লাহর স্মরণের মজলিসগুলি সন্ধান করে ফেরেন। যখন তারা এমন কোন মজলিসের সন্ধান পান তখন তারাও তাদের সাথে বসে যান এবং তারা পরস্পরের ডানার সাহায্যে পরস্পরকে ঘিরে নেন, এমনকি এভাবে তাদের দুনিয়ার ও আসমানের মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গা ভরে যায়। তারপর যখন আল্লাহর স্মরণকারীদের মজলিস ভেঙে যায়, তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং এই ফেরেশতারা আসমানে উঠে যান তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছো? তারা জবাব দেন, আমরা এসেছি দুনিয়ায় আপনার এমন সব বান্দাদের কাছ থেকে যারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে এবং আপনা তাওহীদ বাণী উচ্চারণ করছে, আপনার প্রশংসাগীতি গাইছে ও আপনার কাছে প্রার্থনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করন, তারা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, তারা আপনার কাছে আপনার জান্নাতের প্রার্থনা করছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, না, হে আমাদের রব! আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমার জান্নাত দেখতো তাহলে তাদের কী অবস্থা হতো? ফেরেশতারা বলেন, তারা আপনার কাছে আশ্রয়ও চেয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কিসের থেকে আমার কাছে আশ্রয় চাইছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হে আমাদের রব! তারা আপনার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা জবাব দেন, না, দেখেনি। তিনি বলেন, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখতো তাহলে তাদের কী অবস্থা হতো! ফেরেশতারা আবার বলেন, তারা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম এবং তারা যা চেয়েছে তা তাদেরকে দান করলাম এবং যা থেকে তারা আশ্রয় চেয়েছে তা থেকে তাদেরকে আশ্রয়ও দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ফেরেশতারা বলেন, হে রব! তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তিও ছিল, সে মহাপাপী, সে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল, যেতে মজলিসে বসে পড়েছিল। আল্লাহ জবাব দেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। (কারণ) এরা এমন একটি দল যার কাছে উপবেশনকারীকেও বঞ্চিত করা হয় না।

١٤٤٨- وَعَنْهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৪৮। আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন দলই বসে বসে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেন, তাদেরকে আল্লাহর রহমত দিয়ে ঢেকে দেন এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষণ করেন আর আল্লাহ তাঁর কাছে যারা থাকে তাদের সাথে এ স্মরণকারীদের কথা আলোচনা করেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٤٩- وَعَنْ اَبِيْ وَاقِدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذْ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৪৯। আবু ওয়াকিদ আল-হারিস ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও লোক ছিল, এমন সময় তিনজন লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরলো এবং একজন চলে গেলো। এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। এদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছু ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেখানে বসে পড়লো, দ্বিতীয়জন তাদের পেছনে বসে পড়লো এবং তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ শেষ করার পর বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ঐ তিনজন সম্পর্কে জানাবো? তাদের এজন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়জন (ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করতে) লজ্জা অনুভব করেছে এবং আল্লাহও

তার সাথে লজ্জাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (চলে গিয়েছে) এবং আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٥٠- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلٰى حَلْقَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ قَالَ آللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَاكَ قَالُوْا مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ اَحَدٌ بِمَنْزِلَتِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَلَّ عَنْهُ حَدِيْثًا مِنِّىْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلٰى حَلْقَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَجْلَسَكُمْ قَالُوْا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّٰهَ وَنَحْمَدُهُ عَلٰى مَا هَدَانَا لِلْاِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللّٰهِ مَا اَجْلَسَكُمْ اِلاَّ ذَاكَ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا اَجْلَسَنَا اِلاَّ ذَاكَ قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلٰكِنَّهُ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اللّٰهَ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫০। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আবিয়া (রা) মসজিদে একটি মজলিসের কাছে পৌঁছলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে বসে আছো কেন? লোকেরা জবাব দিলো, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিক্র করছি। মু'আবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কসম! ঐটি ছাড়া আর কোন কিছুই তোমাদেরকে এখানে বসিয়ে রাখেনি? তারা জবাব দিলো, আমরা কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছি। তিনি বলেন, জেনে রাখ আমি কোন দোষারোপ করার উদ্দেশে তোমাদের কাছ থেকে কসম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার চাইতে কম সংখ্যক হাদীসও কেউ বর্ণনা করেনি। (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের একটি মজলিসের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন বসে আছ? তারা জবাব দিলেন, আমরা বসে আল্লাহর যিক্র করছি, তাঁর প্রশংসা করছি এজন্য যে, তিনি আমাদের ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের প্রতি ইহ্সান করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কসম! এছাড়া আর কোন উদ্দেশে তোমরা এখানে বসোনি? তারা জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে আমরা এখানে বসিনি। তিনি বলেন ঃ আমি কোন দোষারোপের জন্য তোমাদেরকে কসম দেইনি, বরং জিবরীল (আ) আমার কাছে এসে জানালেন যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে তোমাদের জন্য গর্ব করেছেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌র করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আর তোমার রবকে স্মরণ কর তোমার মনে মনে দীনতা ও ভীতিসহকারে ও উচ্চস্বরের পরিবর্তে নিম্নস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় এবং গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল আরাফ ঃ ২০৫)

অভিধানবিদদের মতে "আসাল" শব্দটি "আসীল"-এর বহুবচন এবং এর অর্থ 'আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়'।

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا.

"আর তোমার রবের তাসবীহ পাঠ কর সূর্য উদয়ের পূর্বে ও তার অস্ত যাওয়ার পূবে।" (সূরা তাহা ঃ ১৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ.

"আর তোমার রবের তাসবীহ পাঠ কর সকালে ও বিকালে।" (সূরা গাফির ঃ ৫৫)।

অভিধানবিদদের মতে " আল-আশিয়্যু" অর্থ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে নিয়ে তার অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়টি।

وَقَالَ تَعَالٰى : فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ . رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

"সেইসব ঘরে যেগুলিকে সমুন্নত করার এবং যেগুলির মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ করে সেইসব লোক যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় না।" (আন-নূর ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ.

"অবশ্যি আমরা পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছি যেন এরা তার সাথে সকাল ও সন্ধ্যায় আমার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে।" (সূরা সোআদ ঃ ১৮)

١٤٥١– وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِيْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ اَحَدٌ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ اَوْ زَادَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি সকাল ও সন্ধ্যায় একশত বার বলে, "সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি", কিয়ামাতের দিন তার চাইতে ভালো আমল নিয়ে আর কেউ আসবে না, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে এই কালেমাটি তার সমান বা তার চেয়ে বেশিবার বলে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٥٢- وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِى الْبَارِحَةَ قَالَ اَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে একটি বিছা আমাকে কামড় দিয়েছিল এবং তাতে আমি বড়ই কষ্ট পেয়েছি। তিনি বলেন ঃ সন্ধ্যার সময় তুমি যদি বলতে, 'আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাত মিন শাররি মা খালাকা' তাহলে অবশ্যি বিছা তোমাকে কোন কষ্ট দিতো না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٥٣- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا اَصْبَحَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرِ وَاِذَا اَمْسٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৪৫৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল হলে বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্‌না ওয়াবিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর" (হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমাদের সকাল হয় এবং তোমার কুদরতে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমার নামে আমরা বাঁচি, তোমার নামে আমরা মরি এবং তোমার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে)। আবার সন্ধ্যা হলে তিনি বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান নুশূর"

(হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমার নামে আমরা বাঁচি, তোমার নামে আমরা মরি এবং তোমার দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে)।

ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান হাদীস বলেছেন।

١٤٥٤- وَعَنْهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مُرْنِىْ بِكَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ اِذَا اَصْبَحْتُ وَاِذَا اَمْسَيْتُ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ قَالَ قُلْهَا اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ وَاِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪৫৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র আস্ সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু কালেমা বলে দিন যেগুলো আমি সকাল-সন্ধ্যায় পড়বো। তিনি বলেন ঃ বলো, "আল্লাহুম্মা ফাতিরাস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ, 'আলিমাল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ্‌, রাব্বা কুল্লি শায়ইন ওয়া মালীকাহ, আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আ'উযু বিকা মিন শার্‌রি নাফ্‌সী ওয়া শার্‌রিশ শাইতানি ওয়া শির্‌কিহ্‌" (হে আল্লাহ! আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহের জ্ঞানের অধিকারী, প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে এবং শয়তানের অনিষ্টকারিতা ও তার শিরক করানো থেকে)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সকাল-সন্ধ্যায় ও বিছানায় শয়ন করার সময় তুমি এ কথাগুলো বলো।

ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٤٥٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمْسٰى قَالَ اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ قَالَ الرَّاوِىُّ اُرَاهُ قَالَ فِيْهِنَّ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" رَبِّ اَسْاَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ

مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَاِذَا اَصْبَحَ قَالَ ذٰلِكَ اَيْضًا اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধ্যাকালে বলতেন ঃ "আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিল্লাহি, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" (আল্লাহর জন্যই আমরা সন্ধ্যাকালে উপনীত হলাম এবং গোটা জগতও উপনীত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই)। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এই সংগে একথাও বলেছিলেন ঃ "লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর" (রাজত্ব তাঁর জন্য, প্রশংসাও তাঁর জন্য এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। "রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হাযিহিল্ লাইলাতি ওয়া খাইরা মা বা'দাহা ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল কাস্‌লি ওয়া সূইল কিবার আ'উযু বিকা মিন আযাবিন ফিন্-নারি ওয়া আযাবিল কাবর্" (হে আমার রব! আমি তোমার কাছে এই রাতের সব কিছু কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর পরের সব কল্যাণও। আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এই রাতের সব অকল্যাণ থেকে এবং এর পরের সব অকল্যাণ থেকেও। হে আমার রব! আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে আলস্য থেকে ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে)। সকাল বেলাও তিনি এই দু'আ পড়তেন, তবে শুরু করতেন এভাবে ঃ "আসবাহ্‌না ও আস্‌বাহা মুলকু লিল্লাহ" (আল্লাহর জন্য আমরা রাত কাটিয়ে ভোর করলাম এবং গোটা জগতও ভোর করল)।
ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٥٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِيْ وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ সন্ধ্যায় ও সকালে "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরব্বিন নাস" তিনবার করে পড়, তাহলে এগুলো সবকিছু থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[১]

---

১. অর্থাৎ সমস্ত বালা-মুসীবত ও সমস্ত কষ্ট, বিশেষ করে যাদু ও এই জাতীয় জিনিস থেকে বাঁচাবে।

ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

١٤٥٧- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اِلاَّ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْئٌ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

১৪৫৭। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি প্রতি দিন সকালে ও প্রতি রাতে সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পড়লে কোন জিনিস তার ক্ষতি করতে পারে না ঃ "বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুর্‌রু মা'আ ইসমিহি শাইউন ফিল আর্‌দি ওয়ালা ফিস্ সামাই ওয়া হুয়াস সামীউল আলীম" (আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমানে ও পৃথিবীতে কোন জিনিস ক্ষতি করে না এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ)।

ইমাম আবু দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ হাদীস বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬
ঘুমাবার সময় যে দু'আ পড়বে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِاٰيَاتٍ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে, শায়িত অবস্থায় এবং আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

١٤٥٨- وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَاَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَحْيَا وَاَمُوْتُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৪৫৮। হুযাইফা ও আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করতেন তখন বলতেন ঃ "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা আহ্ইয়া ওয়া আমূতু" (হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি বাঁচি ও মরি)।

ইমাম বুখারী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٥٩- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا اَوْ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلتَّسْبِيْحُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلتَّكْبِيْرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৫৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও ফাতিমা (রা)-কে বলেন ঃ যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাও বা তোমরা দু'জন তোমাদের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন তেত্রিশবার "আল্লাহু আকবার", তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ" ও তেত্রিশবার "আলহামদু লিল্লাহ" পাঠ করো। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, "সুবহানাল্লাহ" চৌত্রিশ বার, আর এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে "আল্লাহু আকবর" চৌত্রিশ বার পাঠ করো।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।

١٤٦٠- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের বিছানায় আসে, তখন সে যেন নিজের ইজারের ভিতরের অংশ দিয়ে বিছানাটি ঝেড়ে নেয়। কারণ সে জানে না তার অনুপস্থিতিতে তার বিছানার উপর কী এসে পড়েছে। তারপর (শুয়ে পড়ার সময়) সে যেন বলে ঃ "বিইসমিকা রাব্বী ওয়াদা'তু জাম্বী ওয়াবিকা আরফাউহু, ইন আমসাক্তা নাফ্সী ফারহাম্হা, ওয়াইন আরসাল্তাহা ফাহফাজ্হা বিমা তাহ্ফাজু বিহী ইবাদাকাস সালিহীন" (হে আমার রব! তোমার নামে আমি পার্শ্বদেশ স্থাপন করলাম এবং তোমার সাহায্যে তাকে উঠাবো। যদি তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও তাহলে তার প্রতি রহম করো আর যদি ছেড়ে

দাও তাহলে তাকে হিফাযাত করো সেই জিনিস থেকে যা থেকে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে হিফাযাত করে থাক।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِيْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ اَهْلُ اللُّغَةِ اَلنَّفْثُ نَفْخٌ لَطِيْفٌ بِلاَرِيْقٍ.

১৪৬১। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের বিছানায় যেতেন (শয়ন করার উদ্দেশে), তখন দুই হাত একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা আল ফালাক ও সূরা আন্ নাস পড়তেন ও হাত দু'টি নিজের শরীরে বুলিয়ে নিতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রতি রাতে নিজের বিছানায় যেতেন তখন নিজের হাতের তালু দু'টো একত্র করে তাতে ফুঁ দিতেন, তারপর তার উপর পড়তেন ঃ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ", "কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউযু বিরাব্বিন নাস", তারপর দুই হাতের তালু দিয়ে শরীরের যতটুকু অংশ পারতেন ঘষতেন। ঐ দুই হাত প্রথমে নিজের মাথায় ও মুখমণ্ডলে মুছতেন, তারপর শরীরের সামনের অংশ মলতেন, এভাবে তিনবার করতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অভিধানবিদদের মতে "নাফাস্" অর্থ হালকা ফুঁ দেয়া যাতে থুথু থাকে না।

١٤٦٢- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ

وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاَ وَلاَ مَنْجٰى مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৪৬২। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যখন তুমি বিছানায় শয়ন করার ইরাদা কর তখন নামাযের উযূর ন্যায় উযূ কর, তারপর ডান কাতে শুয়ে বল ঃ "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়া ফাওওয়াদ্তু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজাতু যাহরী ইলাইকা রাগ্বাতান ওয়া রাহ্বাতান ইলাইকা, লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিন্কা ইল্লা ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আন্যাল্তা, ওয়া নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা" (হে আল্লাহ! আমার প্রাণ তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমার কাজ তোমার উপর সোপর্দ করেছি এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়েছি। এসব কাজই তোমার প্রতি আগ্রহে ও আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার কাছে ছাড়া আর কোন পালাবার ও (নিজেকে) বাঁচাবার জায়গা নেই। আমি ঈমান এনেছি তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো তার উপর এবং যে নবী প্রেরণ করেছো তার উপর)। এখন যদি তুমি ঘুমের মধ্যে মারা যাও তাহলে তুমি স্বভাব ধর্মের উপর মারা গেলে। এ দু'আটি নিজের শেষ বাক্যে পরিণত কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٦٣- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِىَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِىَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন বলতেন ঃ "আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা" (সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, আমাদের পান করিয়েছেন, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ফলবতী করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন)। কেননা এমন অনেকে আছে যাদের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করা হয়নি এবং তাদেরকে আশ্রয়স্থলও দেয়া হয়নি।

ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

١٤٦٤- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

اِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ- وَرَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ حَفْصَةَ وَفِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

১৪৬৪। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয়ন করার ইরাদা করতেন তখন নিজের ডান হাত নিজ গালের নীচে রাখতেন এবং বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাব্‌আসু ইবাদাকা" (হে আল্লাহ! আমাকে বাঁচাও তোমার আযাব থেকে যেদিন তোমার বান্দাদেরকে (আবার) জীবিত করবে)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ এটি রিওয়ায়াত করেছেন হাফ্‌সা (রা) থেকে এবং তাতে একথাও বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এ কথাটি বলতেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত